

শব্দার্থে

আল কুরআনুল মজীদ

৭ম খণ্ড

অনুবাদক

মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিক্সাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদে বৈশিষ্ট্য কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা ধীনী মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ধীনের দা'ঈ হিসেবে আত্মাহর বাস্তবদের মধ্যে ধীনের দাওয়াত পৌছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এদিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আত্মাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের প্রজ্জয় সহকর্মী মোহাম্মদেস ও মোফাসসেরগণের, যারা আল-আজহার, দামেস্ক, ঝার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আত্মাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগিতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাসসের মুফতী হাসানাইন মবলুফের কালিমাভুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাকির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রকিউদ্দিন সাহেবের উর্দু শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের তৃতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আকাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহসীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে। অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran. Translation and Commentary এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবেও কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ) এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন - (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটির নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতে বৈশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে - এতলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায়ে ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয় বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে ধীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সূক্ষ্ম হয়ে উঠবে। মহান আত্মাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আত্মাহ রাক্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন ওকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান- এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান

জেদা

রবিউল আউওয়াল ১৪১৮ হিঃ

আপট ১৯৯৭ইং

শ্রাবণ ১৪০৪ বাং

সূচী পত্র

সূরার নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১। সূরা আল-ফাতের	৫
২। সূরা ইয়া-সীন	২৩
৩। সূরা আস্-সাক্বাত	৪১
৪। সূরা সাদ	৬৫
৫। সূরা আয-যুমার	৮৬
৬। সূরা আল মু'মেন	১১২
৭। সূরা হা-মীম আস-সাজদা	১৪২
৮। সূরা আয-যুযুয	১৯১
৯। সূরা আদ-দুখান	২১৬

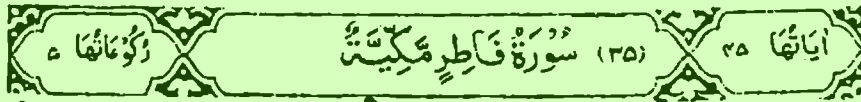
সূরা আল-ফাতের

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের 'ফাতের' শব্দটিকেই এ সূরার শিরোনাম বা নাম বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ শুধু এতটুকু যে, এ সেই সূরা যার কোন একটি আয়াতে 'ফাতের' ব্যবহৃত হয়েছে। এর আর একটা নাম 'আল-মালায়েকা'। এ শব্দটিও প্রথম আয়াতেই উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ কথা বলার ধরণ হতে স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ সূরা সম্ভবতঃ মক্কী জীবনের মাঝামাঝিকালে নাযিল হয়েছিল। আর এ কালেরও যে অংশে বিরুদ্ধতা তীব্র ও প্রকট হয়ে উঠেছিল এবং নবী করীম (সঃ)-এর ইসলামী দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে যত রকমের সম্ভব নিকৃষ্ট ধরণের চেষ্টা ও অপকৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল,- তখনকার সময়ে নাযিল হওয়া সূরা।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ কালামের এ অংশের বক্তব্য হচ্ছে নবী করীম (সঃ)-এর তওহীদী দাওয়াতের বিরুদ্ধে তখনকার সময়ের মক্কাবাসী ও তাদের সরদারগণ যেরূপ আচরণ গ্রহণ করে নিয়েছিল তার প্রেক্ষিতে উপদেশ দানের ভংগিতে তাদেরকে সাবধান ও তিরস্কার করা এবং শিক্ষাদানের ভংগিতে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাতে চেষ্টা করা। মূল কথা বা সার হল এই-হে অজ্ঞ লোকেরা! এ নবী তোমাদেরকে যে পথে আহবান জানাচ্ছে, সে পথে স্বয়ং তোমাদেরই কল্যাণ রয়েছে। সে জন্যে তোমাদের মনে ত্রেনধের সঙ্কল্প হওয়া, তার বিরুদ্ধে তোমাদের চালবাজি ও ষড়যন্ত্র করা এবং তাকে ব্যর্থ করে দিতে চেষ্টা করা আসলে তাঁর বিরুদ্ধে নয়-তোমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে কাজ করা। তাঁর কথা মেনে না নিলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে, তাঁর কিছুই এসে যাবে না। তিনি যা কিছু বলছেন তা চিন্তা করেই দেখ না! তাতে ভুল কি আছে? তিনি শিরকের প্রতিবাদ করেন; তোমরা নিজেরাই চোখ বুলে দেখ, এ দুনিয়ায় শিরকের কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি আছে কি? তিনি তওহীদের দাওয়াত দেন; আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া তাঁর গুণ ও ক্ষমতা-ইচ্ছাভিয়ারের ধারক আর কেউ আছে কি কোথাও? তিনি তোমাদেরকে বলেন, তোমরা এ দুনিয়ায় দায়িত্বহীন নও। তোমাদের আল্লাহর নিকট তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে এবং এ দুনিয়ার জীবনের পর আরো একটি জীবন আছে যেখানে প্রত্যেককে নিজের করা কাজের ফল ভোগ করতে হবে। এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করা এবং একে আশ্চর্যের ব্যাপার মনে করা কতখানি ভিত্তিহীন তা তোমরা নিজেরাই চিন্তা-ভাবনা করে দেখ। তোমাদের চোখ কি দেখতে পায় না এখানে রাতদিন সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটছে?... তাহলে তোমাদেরকে আবার সৃষ্টিকরী সেই আল্লাহর জন্যে অসম্ভব হবে কেন যিনি তোমাদেরকে সামান্য এক ফোঁটা পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?... ভাল ও মন্দ একই রকমের পরিণতি আনে না। তোমাদের নিজেদের বুদ্ধি-জ্ঞান কি সে কথার সাক্ষ্য দেয় না!.. তা হলে যুক্তিসংগত ও বুদ্ধিসম্মত কথা কোনটি, তোমরাই বল?... ভাল ও মন্দের পরিণাম কি তাহলে একই রকম হবে?... আর তা কি শুধু মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হওয়া ও চিরতরে বিলীন হয়ে যাওয়া?... কিংবা ভালকে ভাল ফল ও মন্দকে মন্দ ফল দেয়া হবে? এখন এসব পুরোপুরি যুক্তিসংগত ও বাস্তব সভ্যভিত্তিক কথাবার্তা যদি তোমরা মেনে না নাও, যদি মিথ্যা খোদা গণের- 'দাসত্ব ও বন্দেগী ত্যাগ না কর এবং নিজেদেরকে দায়িত্বহীন মনে করে দুনিয়ায় লাগামহীন উটের মতই জীবন-যাপন করতে চাও, তবে তাতে নবীর কি ক্ষতি হতে পারে? চরম বিপর্যয় তো আসবে তোমাদের নিজেদের জীবনে। নবীর দায়িত্ব হচ্ছে শুধু বুঝিয়ে দেয়া। আর তিনি সে দায়িত্ব তো পালন করেছেন।

কথার ধারাবাহিকতার মাঝে বার বার নবী করীম (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে : আপনি যখন নসীহত করার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন, তখন গোমরাহীর পথে ধাবিত লোকদের হেদায়াত কবুল না করার কোন দায়িত্বই আপনার ওপর আসেনা। সে সংগে নবী করীম (সঃ)-কে এ কথাও বুঝানো হয়েছে যে, যারা মানতেই চায় না তাদের অবাঞ্ছনীয় আচরণে আপনার তো দুঃখ-ভারাক্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নেই তাদেরকে হেদায়াতের পথে আনবার চিন্তায় নিজেকে ক্ষয় করারও কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। বরং তার পরিবর্তে আপনি লক্ষ্য আরোপ করুন সেই লোকদের প্রতি যারা কথা শুনবার জন্যে প্রস্তুত। যারা ঈমান এনেছে, এ প্রসংগে তাদেরকেও বড় সুংসবাদ শুনানো হয়েছে, -যেন তাদের দিল মজবুত হয় এবং তারা যেন আল্লাহর ওয়াদাকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে সত্যের পথে অবিচল হয়ে থাকে।



পাঁচ তার কুরু (সংখ্যা)

মকী

ফাতের

সূরা (৩৫)

পঁচাত্তিশ তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অতীষ মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (স্তা করছি)

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكَةِ

ফেরেশতাদেরকে

(তিনিই)

পৃথিবীর

ও

আকাশ মন্ডলির

(তিনি)

আল্লাহরই

সকল

নিয়োগকারী

প্রভা

অন্য

প্রশংসা

رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّى وَ ثَلَاثٌ وَ رُبْعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ

সৃষ্টি

মধ্যে

বাড়িয়েছেন

চারটি

ও

তিনটি

ও

দুইটি

(বহু) বাহ

বিনিষ্ট

বানো বাহক

(কাঠামোর)

(করে)

রূপে

مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ

আল্লাহ

খুলেদেন

যাকিছু

ক্ষমতাবান

কিছুই

সব

উপর

আল্লাহ

নিচর

ইচ্ছে করেন

যেমন

তিনি

لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَ مَا يُمْسِكُ

তিনি বন্ধ করেন

যাকিছু

এবং

তার কোন রক্ষকারী

সেফেজে

নাই

(তাঁর)

অনুগ্রহ

হতে

পৌঁছানোর জন্যে

فَلَا مُرْسِلَ لَهُ ۖ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

প্রজ্ঞাময়

পরাক্রমশালী

তিনিই

এবং

তার

পরে

তার

কোনউ প্রেরণকারী

(প্রেরণকারী)

তখনও

নাই

কুরুঃ১

১. তারীফ আল্লাহরই জন্যে, যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং ফেরেশতাদেরকে পয়গাম বহনকারীরূপে নিয়োগকারী, (এমন ফেরেশতা) যাদের দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চারটি বাহ রয়েছে। তিনি তাঁর সৃষ্টি কাঠামো গঠনে যেমন চান বৃদ্ধি দান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতাবান।
২. আল্লাহ যে রহমতের দুয়ারই লোকদের জন্যে খুলে দেবেন তা রক্ষকারী কেউ নেই। আর যা তিনি বন্ধ করে দেবেন, আল্লাহর পরে তাকে খুলে দেবারও কেউ নেই। তিনি মহা ক্ষমতাবান ও সুবিজ্ঞানী।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ
কোন (আছে) তোমাদের উপর আদ্বাহর অনুগ্রহের তোমরা শরণ কর লোকেরা যে

خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ
কোন নাই পৃথিবী ও আকাশ হতে তোমাদের মিত্বক আদ্বাহ ব্যতীত সৃষ্টিকর্তা

إِلَّا هُوَ فَآفَىٰ تَوَفُّكُونَ ۝ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ
নিচয় তাই তোমাকে তারা মিথ্যারোপ করে (হে নবী) এবং তোমাদের ফিরান তা হলে তিনি ছাড়া

كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝
(সব) বিষয় প্রত্যাবর্তিত আদ্বাহরই দিকে এবং তোমার পূর্বেও রসুলদেরকে মিথ্যারোপ করা হয়েছে

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ
জীবন তোমাদেরকে ধোকা দেয় (যেন) সুতরাং সত্য আদ্বাহর ওয়াদা নিচয় লোকেরা যে

الدُّنْيَا وَتَفْتَنُوا بِاللَّهِ يَغُرُّكُمْ
কোনবড় ধোকাবাজ আদ্বাহর ব্যাপারে তোমাদের ধোকা দেয় (যেন) না এবং দুনিয়ার

৩. হে লোকেরা তোমাদের প্রতি আদ্বাহর যে সব অনুগ্রহ রয়েছে তা তোমরা শরণ রাখ। আদ্বাহ ছাড়া আর কেউ সৃষ্টিকর্তা আছে কি- যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রেখক দেয়?- তিনি ছাড়া মানুদ আর কেউ নেই। তাহলে তোমরা কোথা থেকে ধোকা খাচ্?

৪. এখন যদি (হে নবী!) এই লোকেরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তবে তা কোন নতুন কথা নয়), তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আর সব ব্যাপারই শেষ পর্যন্ত আদ্বাহর দিকেই ফিরে যাবে।

৫. হে লোকেরা! আদ্বাহর ওয়াদা নিঃসন্দেহে সত্য। কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে। সেই বড় ধোকাবাজও যেন তোমাদেরকে আদ্বাহর ব্যাপারে ধোকা দিতে না পারে।

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ
তার দলবলকে সে ডাকে যুগল শত্রুহিসেবে ডাকে তোমরা সুতরাং শত্রু তোমাদের শয়তান নিচর
এইগ কর জন্যে

لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ
শক্তি তাদের জন্যে (রয়েছে) কুফরী করবে যারা দোজখের অধিবাসীদের অতীত তারা হয় যেন

شَدِيدٌ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
ক্ষমা তাদের জন্যে (রয়েছে) নেকীসমূহের কাজ করবে ও ঈমান আনবে যারা আর কঠোর

وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوؤُ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا
উত্তমহিসেবে (সে তা অতঃপর তার কাজকে মন্দ তার কাছে চাকচিক্যময় তবে কি বড় প্রতিদান ও
কি হেদায়াত পান?) সে মনে করে করা হয়েছে যে

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ۝ مَنْ يَهْدِيْ وَيُضِلُّ ۝ مَنْ يَشَاءُ ۝
তিনি ইচ্ছে করেন যাকে সং পথে পরিচালিত এবং ইচ্ছে করেন যাকে গোমরাহ আত্মাহ প্রকৃত পক্ষে
নিচর

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
খুব অবহিত আত্মাহ নিচর আক্ষেপ করে তাদের জন্যে তোমার প্রাণ চলে যায় সুতরাং
(অর্থাৎ কষ্ট পায় যেন) না

بِمَا يَصْنَعُونَ ۝
তারা তৈরী করছে এ বিষয়ে যা

৬. আসলে শয়তানই তোমাদের দূশমন। অতএব তোমরাও তাকে নিজেদের দূশমনই মনে কর। সে তো তার অনুসারীদেরকে নিজের পথে ডাকছে এ জন্যে, যেন এরা দোজখীদের মধ্যে शामिल হয়ে যায়।

৭. যে সব লোক কুফরী করবে, তাদের জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে। আর যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তাদের জন্যে মাগফেরাত ও বড় প্রতিদান রয়েছে।

রুকুঃ ২

৮. যে ব্যক্তির জন্যে তার খারাব আমলকে চাকচিক্যপূর্ণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে উহাকেই ভাল মনে করে (তার গোমরাহীর কোন শেষ আছে কি?), প্রকৃত কথা এই যে, আত্মাহ যাকে চান গোমরাহীতে ডুবিয়ে দেন, আর যাকে চান হেদায়াতের পথ দেখান। কাজেই (হে নবী!) তথু ওধুই এই লোকদের জন্যে চিন্তা ও দুঃখে যেন তোমার প্রাণ ক্ষয় হতে না থাকে। এরা যা কিছু করছে, আত্মাহ তা খুব ভাল জানেন।

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا
 এবং আল্লাহ যিনি প্রেরণ করেন মেঘমালা
 (তিনিই) আতঃপর (তা) উঠায়

فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ
 তা আমরা আতঃপর চাশিয়ে দেই
 দিকে বড়-মৃতের (যা ছিল) নিজন মৃত
 আমরা এভাবে সঞ্জীবিত করি

بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ⑩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ
 পরে তার মৃত্যুর এরূপেই হবে
 পুনরুত্থান যে চায়

الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ
 ইয়যত-সন্মান তবে (জেনে রাখুক) ইয়যত-সন্মান
 আতঃপর জনো

الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ⑪ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ
 পবিত্র এবং কাজ নেক ই
 তা উন্নীত করে এবং ফলি আটে

السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ⑫ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ
 মন্দ (কাজের) তাদের জন্যে (রয়েছে) শাস্তি
 তা তাদের তাদের

يَبُورُ ⑬
 নার্থ হবে

৯. তিনি তো আল্লাহই, যিনি বাতাসের প্রবাহ পাঠিয়ে থাকেন। পরে তা মেঘ চালিয়ে দেয়, পরে আমরা উহাকে এক উজ্জাড় অঞ্চলের দিকে নিয়ে যাই এবং সেই যমীনকেই জীবন্ত করে তুলি যা মৃত পড়েছিল। মরে যাওয়া মানুষগুলির পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠাও ঠিক এরূপ ব্যাপারই হবে।

১০. যে ব্যক্তি ইয়যত চায় তার একথা জানা আবশ্যিক যে, সমস্ত ইয়যত সর্বতোভাবে আল্লাহর। তাঁর নিকট যা উপরে উত্তীর্ণ হয় তা শুধু পবিত্র কথা। আর নেক আমলই উহাকে উপরে উত্তীর্ণ করে। তবে যারা বেহুদা চালবাজী করে, তাদের জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে এবং তাদের ধোঁকা-প্রতারণা আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ تُطْفَةٍ ثُمَّ
এর পর শুক্রবিন্দু থেকে এরপর মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহই এবং

جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا
এ বাতীত প্রসব করে না আর নারী কোন পর্ভধারণ করে না এবং জোড়া জোড়া তোমাদেরকে বানিয়েছেন

بِعِلْمِهِ طَوْماً يَعْمَرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمَرَةٍ
তার বয়স হতে হ্রাসপায় না আর বয়স্কসোক কোন বয়স লাভ করে না এবং তাঁর জানা থাকে

إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَمَا
না এবং (গুন) সহজ আল্লাহর জন্যে সেটা নিশ্চয় একটি কিতাবে (লিখিত) মধ্যে এছাড়া

يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ
তার পানীয় সহজ পোয় তৃষ্ণা নিবারক মিষ্ট (শোমান) দুই সমুদ্র সমান হয় এটা

وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَ
ও এটা লবণাক্ত; গলার ভিতর দেশের ছাল উঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই উভয় ধারা হতে তোমরা টাটকা তাজা গোশত (মাছ) লাভ করে থাক, ব্যবহারের জন্য অলংকারের জিনিস বের করে আনো। আর এই পানিতেই- তোমরা

تَسْتَخْرِجُونَ حُلِيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ
দেখছ- নৌকাতলি উহার বুক চিরে চলে যাচ্ছে, যেন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর শোকর

مَوَازِرَ لِّتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝
পোকার কর তোমরা যাতে এবং তার অনুগ্রহ থেকে তোমরা তালাশ করিতে পার যেন চলে

১১. আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি হতে পয়দা করেছেন। পরে শুক্রকীট হতে। অতঃপর তোমাদেরকে জোড়া বানিয়ে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী)। কোন নারী গর্ভবতী হয় না, না সন্তান প্রসব করে - কিন্তু এ সব কিছুই আল্লাহর জানা মতেই হয়ে থাকে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স লাভ করেনা, না কারো বয়সে কোন হ্রাস সাধিত হয় - কিন্তু এ সব কিছুই একটি কিতাবে লিখিত রয়েছে। আল্লাহর জন্যে ইহা খুবই সহজ কাজ।

১২. আর পানির দুটি ধারা সমান নয়; একটি মিষ্ট ও পিপাসা নিবারণকারী, পান করায় সুস্বাদু। আর অপর ধারা তীব্র লবণাক্ত; গলার ভিতর দেশের ছাল উঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই উভয় ধারা হতে তোমরা টাটকা তাজা গোশত (মাছ) লাভ করে থাক, ব্যবহারের জন্য অলংকারের জিনিস বের করে আনো। আর এই পানিতেই- তোমরা দেখছ- নৌকাতলি উহার বুক চিরে চলে যাচ্ছে, যেন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর শোকর আদায়কারী হও।

يُؤَيِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَيِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۝
 রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করান এবং দিনের মধ্যে রাতকে তিনি প্রবেশ করান

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۝
 নিদিষ্ট একটি (পরিভ্রমণ করে) প্রত্যেকেই চন্দ্রকে ও সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন এবং সময়ের অন্তে দৌড়ায়।

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
 তোমরা ডাক যাদেরকে এবং সন্তান তাই তোমাদের রব আল্লাহই তোমাদের সেই

مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝
 তাদেরকে তোমরা ডাক যদি (তুচ্ছাতিতুচ্ছ নতুন) কোন (তার অধিকারী) না তাকে ছাড়া

لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۖ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۝
 তোমাদেরকে তারা জবাব দিতে পারে না তারা শুনেও যদি আর তোমাদের ডাক তারা শুনেও পারে না

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكُمْ ۖ وَلَا يَنْبِيئُكَ
 তোমাকে অবহিত করতে পারে কেউ না এবং তোমাদের শিরককে তারা অস্বীকার করবে কিয়ামতের দিনে এবং

مِثْلُ خَيْرٍ ۝
 আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী তোমরা লোকেরা হে সর্ববিষয়ে ওয়াকিবহালের মত

১৩. তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করান। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি নিয়ন্ত্রিত ও অধীন বানিয়ে রেখেছেন। এই সব কিছুই একটি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। সেই আল্লাহই (যিনি এসব কাজ করছেন) তোমাদের রব। বাদশাহী তাঁরই; তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাক, তারা কোন তুচ্ছাতিতুচ্ছ নতুনও মালিক নয়।

১৪. তাদেরকে ডাকলে তারা তো তোমাদের দোআ শুনেও পারে না, শুনেও তোমাদেরকে কোন জবাব দিতে পারে না। আর কিয়ামতের দিন উহারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে। প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে এমন নির্ভুল খবর— একজন ওয়াকিবহাল ছাড়া যা তোমাদেরকে আর কেউ দিতে পারেনা।

রুকুঃ ৩

১৫. হে লোকেরা! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝۱۵ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبْكُمْ وَ
এবং তোমাদেরকে অপসারিত করিতে পারেন তিনি ইচ্ছা করেন যদি প্রশংসিত অভাব মুক্ত তিনিই আল্লাহঃ কিছ্র (এমন সে)

يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۶ وَ مَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝
কোন কঠিন আল্লাহর জন্যে এটা নয় আদ্য নতুন সৃষ্টিকে আনতে পারেন (তোমাদের স্থানে)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَ إِن تَذَعُ مُثَقَّلَةٌ إِلَىٰ
নিকে কোন বোকাগ্রহ ডাকে যদি এবং অন্যের বোঝা কোন বহনকারী বহন করবে না এবং ব্যক্তি

حِمْلَهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۖ وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ
কোন নিকট আত্মীয় সে হয়ও যদি এবং (সামান্য) তার থেকে উঠান হবে না তার বোঝার (তা বইতে)

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَ أَقَامُوا
কায়েম করে এবং না দেখা তাদের রবকে ভয় করে (তাদেরকে) তুমি সতর্ক (তাই যে নবী) কেবল মাত্র অবস্থায়

الصَّلَاةَ ۖ وَ مَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۖ وَ إِلَىٰ
দিকে এবং তার নিজের জন্যে সে পরিশুদ্ধ হয় প্রকৃতপক্ষে পরিশুদ্ধ হয় যে এবং নামাজ

اللَّهُ الْمَبْصُورُ ۝۱৭ وَ مَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ الْبَصِيرُ ۝
চক্ষুমান ও অন্ধ সমান হয় না এবং (তোমাদের হবে) প্রত্যাবর্তন আল্লাহই

আর আল্লাহ তো সর্বাধিকারী ও প্রশংসিত।

১৬. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করে নতুন কোন সৃষ্টি তোমাদের স্থানে নিয়ে আসবেন;

১৭. এরূপ করা আল্লাহর জন্যে কিছু মাত্র কঠিন নয়।

১৮. কোন বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। কোন বোঝা বহনকারী ব্যক্তি যদি নিজের বোঝা বহনের জন্যে ডাকে, তবে তার বোঝার এক সামান্য অংশও বহন করতে কেউ এগিয়ে আসবে না- সে নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন। (হে নবী!) তুমি কেবল মাত্র সেই লোকদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা না দেখেই নিজেদের আল্লাহকে ভয় করে এবং নামাজ কায়েম করে। যে ব্যক্তিই পবিত্রতা গ্রহণ করে, নিজেরই কল্যাণের জন্যে করে। সকলকে আল্লাহর নিকটই ফিরে যেতে হবে।

১৯. অন্ধ ও চক্ষুমান সমান হতে পারে না,

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۚ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۚ
 রৌদ্রতাপ না আর ছায়া না এবং আলো না আর অন্ধকার সমূহ না এবং

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْواتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ
 তনান আত্মাহ নিচয় মৃতসমূহ না আর জীবিতসমূহ সমান হয় না এবং

مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ۚ إِنَّ أَنْتَ
 তুমি নও কবরগুলোর মধ্যে যে তুমি তুমি না আর ইচ্ছা করেন থাকে
 (আহু) ডিনি

إِلَّا نَذِيرٌ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ
 নাই এবং সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা সত্য সহকারে তোমাকে আমরা নিচয় একজন এ ছাড়া
 হিসেবে রূপে প্রেরণ করেছি আমরা সতর্ককারী

مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۚ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ
 তবে তোমাকে তারা যদি এবং কোন তার মধ্যে অতিক্রম এ ছাড়া (এমন) কোন
 (নতুন কিছু নয়) মিথ্যারোপ করে সতর্ককারী করেছেন

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ
 তাদের পূর্বেও যারা মিথ্যারোপ করেছেন

২০. না অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে,

২১. সূর্যাতল ছায়া ও প্রখর রৌদ্রতাপ সমান হতে পারে না,

২২. আর না জীবিত ও মৃত সমান হতে পারে। আত্মাহ যাকে চান তনান; কিন্তু (হে নবী) তুমি সেই লোকদেরকে তুমি পাননা, যারা কবর-সমূহে দাফন হয়ে রয়েছে।

২৩. তুমি তো শুধু একজন সাবধানকারী মাত্র।

২৪. আমরা তোমাকে প্রকৃত সত্য সহই পাঠিয়েছি, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে। কোন উম্মতই অতিবাহিত হয়নি যাদের নিকট কোন না কোন সতর্ককারী আসেনি। এখন -

২৫. এ লোকেরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে এদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

১. অর্থাৎ আত্মাহতা'আলার মসীহতের (ইচ্ছার) কথা তো স্বতন্ত্র। তিনি ইচ্ছা করলে পাথরকে শ্রবণ শক্তি দান করতে পারেন। কিন্তু যেসব লোকের বুকের মধ্যে বিবেক সম্পূর্ণরূপে মরে কবরস্থ হয়েছে, তাদের অন্তরের মধ্যে নিজের কথা প্রবেশ করাতে পারা এবং যারা কথা শুনেই প্রস্তুত নয় তাদের বধির কানে সত্যের আওয়াজ শোনাতে পারা রসূলের সাধ্য নয়। তিনি তো মাত্র সেই সব লোকদেরকে শ্রবণ করাতে পারেন যারা যুক্তিসংগত কথায় কর্ণপাত করতে প্রস্তুত।

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ
 তাদের রসূলগণ তাদের কাছে এসেছিল তাঁদের প্রমাণাদী সহ এবং ছোট ছোট সহীফা সহ
 بِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 গ্রন্থসহ এরপর উজ্জ্বল (তাদেরকে) যারা অমান্য করেছে আমি ধরেছি
 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أُنْزِلَ
 ছিল কেমন অতঃপর তুমি কি দেখ না
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرَجْنَا بِهِ شَجَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا
 আকাশ থেকে তা নিয়ে আমরা অতঃপর ফল ফলসমূহ বিভিন্ন
 أَلْوَانَهَا وَ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ
 পাহাড়সমূহের মধ্যে ও এবং তার রংসমূহ বিভিন্ন
 أَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيبُ سُودٍ ۝ وَ مِنَ النَّبَاسِ وَ الدَّوَابِّ
 গাঢ় এবং তার রংসমূহ কাল (রংও) এবং লোকদের ও জীব জন্তুগুলোর
 وَ الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّا يَخْشَى اللَّهَ
 গৃহপালিত পশুদের এবং বিভিন্ন তার রংসমূহ এভাবে এতদে ভয় করে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকে
 مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝
 তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে জ্ঞানীগণই নিচয় আল্লাহ পরক্ষেমশালী কমাশীল

তাদের নিকট তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ, সহীফা ও উজ্জ্বল হেদায়াত দানকারী কিতাব নিয়ে এসেছিল।

২৬. তখন যারা মানেনি তাদেরকে আমি ধরে ফেললাম। আর লক্ষ্য কর, আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল।

রুকুঃ ৪

২৭. তোমরা কি দেখনা আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন, পরে উহার সাহায্যে আমরা রকম-বেরকমের ফল বের করে আনি, যেগুলোর বর্ণ বিভিন্ন? পাহাড়েও সাদা, লাল, ও গাঢ় কালো রেখা পাওয়া যায়, যেগুলোর রংও নানা প্রকারের।

২৮. এমনভাবে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার ও গৃহপালিত পশু-পাখির বর্ণও হয় বিভিন্ন প্রকারের। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলুম-সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও কমাকারী।

২. এর থেকে জানা গেল, মাত্র গ্রন্থ পাঠকারী বা কিতাবী বিদ্যায় বিদ্বানকে 'আলেম' বলা যায় না; বরং আলেম তিনি যিনি আল্লাহকে ভয় করেন।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا
যরচ করে ও নামাজ কায়েম করে এবং আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে যারা নিচয়

مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّنْ
(যার) (এমন) তারা ই আশা প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদেরকে আমরা তা হতে
ককণ না ব্যবসার করতে পারে

تَبَوَّءُوا لِيُؤْفِقَهُمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ
তাবু' (আমরা) তাদের পূর্ণমাত্রায় লোকসান হবে
(আমরা) দেন যেন

إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِن
অর্থঃ তিনি নিচয়
তোমার প্রতি আমরা ওহী করেছি যা এবং গণগ্রাহী ক্ষমাশীল

الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ
আল্লাহ নিচয় তার পূর্বে তার (তা) সত্য তাই কিতাব
(এসেছে) সত্যায়নকারী ও

بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ ۝ بَصِيرٌ ۝ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ
আবশ্যই তার বান্দাদের
খুব অবহিত খুব দর্শনকারী এরপর আমরা উত্তরাধিকারী বানিয়েছি

أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۝
আমাদের বান্দাদের মধ্যে হতে আমরা পছন্দ
করেছি

২৯, যেসব লোক আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামাজ কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যা কিছু রিয়ক দিয়েছি তা হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তাঁরা নিচয় এমন এক ব্যবসায়ের জন্য আশাবাদী যাতে কখনই লোকসান হবে না।

৩০. (এই ব্যবসায়ের তারা নিজেদের সবকিছু বিনিয়োগ করেছে এ উদ্দেশ্যে) যেন আল্লাহ তাদের প্রতিফল পূর্ণমাত্রায় তাদেরকে দেন এবং আরও অধিক নিজের অনুগ্রহ হতে তাদেরকে দান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাকারী ও গণগ্রাহী।

৩১. (হে নবী!) যে কিতাব আমরা তোমার প্রতি অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি তাই সত্য, - সেই কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে এসেছে, যা উহর পূর্বে এসেছিল। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ওয়াকিফহাল এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের উপর দৃষ্টি রাখেন।

৩২. পরে আমরা এই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি সেই লোকদেরকে যাদেরকে আমরা (এই উত্তরাধিকারী দানের জন্যে) আমাদের বান্দাদের মধ্যে হতে বাছাই করে নিয়েছি। এখন তাদের মধ্যে কেউ তো নিজের প্রতিই যুল্মকারী,

وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ
 (কেউ) তাদের মধ্য আবার (কেউ) তাদের মধ্য আবার
 অনুমতি ক্রমে কল্যাণ কর কাজ সমূহে (রয়েছে) (রয়েছে)

اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۖ جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
 তাতে তারা প্রবেশ করবে স্বামী বেহেশতসমূহ বড় অনুগ্রহ সেই এটাই আত্মাহর
 (রয়েছে)

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ۖ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ
 তাদের পোশাক এবং মণি মুক্তার ও স্বর্ণের দ্বারা কংকনসমূহ দিয়ে তার মধ্যে অলংকৃত করা হবে
 (তাদের কে)

فِيهَا حَرِيرٌ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
 আমাদের থেকে দূর করেছেন যিনি আল্লাহরই অন্য সব প্রশংসা তারা বলবে এবং রেশমের তার মধ্যে

الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۖ الَّذِي أَحَلَّنَا
 আমাদের জন্যে মনজুর করেছেন যিনি গুণগ্রাহী অবশ্যই আমাদের রব নিচয় দূর্চ্ছিত

دَارَ الْمَقَامَةِ ۖ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا
 না আর কোনক্লেশ তার মধ্যে আমাদের স্পর্শ না তার অনুগ্রহে চিরন্তন ঘর
 করবে

يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۖ
 কোনক্লান্তি তার মধ্যে আমাদের স্পর্শ করবে

কেউ মধ্যম-পন্থী, আর কেউ আল্লাহর অনুমতিক্রমে নেক কাজসমূহে অগ্রসর। এটাই বড় অনুগ্রহ।

৩৩. চিরকালীন বেহেশত - যাতে এরা প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মণি-মুক্তায় সজ্জিত করা হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

৩৪. আর তারা বলবেঃ শোকর সেই আল্লাহর যিনি আমাদের দূর্চ্ছিত দূর করে দিয়েছেন। আমাদের রব নিশ্চিতই ক্ষমাদানকারী এবং গুণগ্রাহী।

৩৫. যিনি আমাদেরকে নিজের অনুগ্রহে চিরন্তন বসবাসের জায়গায় এনে দিয়েছেন। এখন এখানে আমাদের না কোন কষ্ট হচ্ছে, আর না ক্লান্তি লাগছে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا
 এবং যারা কুফরী করেছেন তাদের জন্যে (রয়েছে) জাহান্নামের না

يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ
 তাদের উপর চূড়ান্ত করা হবে (মৃত্যু) তারা মরবে যে আর না তাদের থেকে হালকা করা হবে কিছু

عَذَابُهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ۝ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ
 তার শাস্তি এরূপে প্রত্যেক প্রতিফলদেই আমরা অকৃতজ্ঞকে তারা এবং চিৎকার করে বলবে

فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي
 তার মধ্যে হে আমাদের রব আমাদেরকে বের করুন আমরা নেকীর (তা হতে) ভিন্নতর যা

كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ
 আমরা করতে ছিলাম আমরা বয়স (বলা হবে) তোমাদের যাতে তোমাদের আমরা বয়স দান করেছি নাই কি এবং শিক্ষা-নিতে কেউ তার মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিল

جَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ
 তোমাদের এসেছিল সতর্ককারী তোমরা সুতরাং স্বাদ নাও অতঃপর নাই যালিমদের জন্যে

৩৬. আর যারা কুফরী করেছেন তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের ব্যাপার চূড়ান্ত করা হবে যে মরে যাবে, আর না তাদের জন্যে জাহান্নামের আযাব কোনরূপ হ্রাস করা হবে। এ ভাবে আমরা কুফরীকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রতিফল দান করে থাকি।

৩৭. সেখানে তারা চিৎকার করে বলবেঃ “হে আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নাও- যেন আমরা নেক আমল করি, সেই আমল হতে ভিন্নতর যেমন পূর্বে করতে ছিলাম”। (তাদেরকে জবাব দেয়া হবেঃ) “আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করেনি যাতে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিল ! এখন স্বাদ গ্রহণ কর। এখানে যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই”।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ
 খুব অবহিত তিনি নিচয় পৃথিবীর ও আসমানসমূহের গোপন রহস্যের অবগত আল্লাহ নিচয়

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي
 মধ্যে প্রতিনিধিহিসেলে তোমাদেরকে বানিয়েছেন যিনি তিনিই অন্তরসমূহের অংশ সম্পর্কে (আল্লাহ)

الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
 কাফেরদেরকে বাড়াবে না এবং তার কুফরীর তার উপর ডবন কুফরী করল যে অতঃপর পৃথিবীর (শান্তি) (পড়বে)

كَفْرَهُمْ ۖ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
 কুফরীদেরকে বৃদ্ধি করবে না আর ক্ষোভ এ ছাড়া তাদের রবের কাছে তাদের কুফরী

كَفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ
 যাদের তোমাদের শরীকদেরকে তোমরা (ভেবে) বল ক্ষতি এ ছাড়া তাদের কুফরী দেখেছ কি

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ
 কিছু তারা সৃষ্টি করেছে কি আমাকে দেখাও আল্লাহকে ছাড়া তোমরা ডেকে থাক

الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ
 আকাশমন্ডলির মধ্যে অংশীদারিত্ব তাদের জন্যে বা (আছে)

রুকুঃ ৫

৩৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ আসমান সমূহ ও যমীনের সব গোপন জিনিস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি তো বুকের গোপন রহস্য সম্পর্কেও জানেন।

৩৯. তিনিই তোমাদেরকে যমীনে খলিফা বানিয়েছেন। এখন যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরীর শান্তি তারই উপর বর্তবে। কুফরী কাফেরদেরকে কেবলমাত্র এই উন্নতিই দান কর যে, তাদের আল্লাহর গণ্যের মাত্রা তাদের প্রতি অধিক বৃদ্ধি করে দেয়। কাফেরদের জন্যে ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন উন্নতি নেই।

৪০. (হে নবী!) তাদেরকে বল: “তোমরা তোমাদের সেই শরীকদেরকে কখনও দেখেছ কি, যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে ডেকে থাক? আমাকে বল, তারা যমীনে কি পয়দা করেছে কিংবা আসমানসমূহে তাদের কি অংশীদারিত্ব রয়েছে?”

أَمْ أَتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَبْدُو
তামাদা দেয় না বরং তা থেকে প্রমাণাদির (প্রতিষ্ঠিত) উপর অতঃপর তারা কোন কিতাব তাদেরকে অথবা

الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ
ধরে রেখেছেন আল্লাহ নিচয় ধোকা এ ছাড়া অপরকে তাদের একে যালেমরা

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسِكَهُمَا
উভয়কে ধরে রাখতে পারেন না টলে যায় যদি অবশ্য আর টলেযায় যেন যমীনকে ও আসমান সমূহ (উভয়ে)

مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝۱۰ وَأَقْسَمُوا
তারা কসম খায় এবং ক্ষমাপরায়ণ সহনশীল হলেন নিচয় তার পরে কেউ তিনি

بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ
চেয়েও অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত তারা হবে কোন তাদের আসে যদি অবশ্যই তাদের কসমসমূহ দৃঢ় আল্লাহর (নামে)

أَحَدَى الْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝۱۱
পলায়ন এ ছাড়া তাদের বৃদ্ধি করেছে না সতর্ককারী তাদের আসল অতঃপর যখন (অন্যান্য) যে কোনটির জাতিগুলোর

(এ যদি তারা বলতে না পারে, তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করঃ) “আমরা কি তাদেরকে কোন লেখা লিখে দিয়েছি, যার ভিত্তিতে এরা (তাদের এই শিরকের পক্ষে) কোন পরিষ্কার সনদ রাখে?” না—এমন কিছুই নেই। বরং এই যালেমরা পরস্পরকে শুধু ধোকা দিয়েই চলেছে।

৪১. প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহই আসমান সমূহ ও যমীনকে টলে যাওয়া হতে ফিরিয়ে রেখেছেন। উহা যদি টলে যায়, তাহলে আল্লাহর পরে দ্বিতীয় কেউ উহাকে ধরে রাখবার নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাকারী।

৪২. এই লোকেরা আল্লাহর নামে কড়া কড়া ‘কসম’ খেয়ে বলছিল যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী যদি এসে থাকত, তাহলে এই লোকেরা অপর প্রত্যেক জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী হেদায়াত প্রাপ্ত হত। কিন্তু সতর্ককারী যখন তাদের নিকট এসে গেল, তখন তাদের আগমন সত্যদ্বীন হতে পলায়ন ছাড়া আর কোন জিনিস বৃদ্ধি করে দেয় নি।

اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ ۖ وَ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ
 ষড়যন্ত্র পরিবেষ্টন করে না অথচ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র ও পৃথিবীর মধ্যে ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করে
 (এটে)

السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ
 পূর্বজীদের রীতি নীতির এছাড়া তারা অপেক্ষা করছে তবে কি তার উদ্যোক্তা কিষ্টি নিকৃষ্ট
 (ক্ষেত্রে গৃহীত) দেবই

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ
 আল্লাহর নিয়ম নীতিতে পাবে তুমি কক্ষণ এবং কোন পরিবর্তন আল্লাহর রীতি নীতির পাবে তুমি তখন
 কক্ষণ না ক্ষেত্রে

تَحْوِيلًا ۝ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
 কেন তারা তখন পৃথিবীর মধ্যে তারা ভ্রমণ করে নাই কি বিচ্যুতি
 দেখে(নাই কি)

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ
 এদের চেয়েও প্রবলতর তারা ছিল অথচ তাদের পূর্বেছিল (তাদের) পরিণাম ছিল
 যারা

قُوَّةً ۖ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَ لَا
 না আর আকাশসমূহের মধ্যকার কিছুই কোন ভাবে অক্ষম করতে পারে আল্লাহ নন এবং শক্তিতে
 (এমন যে)

فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝
 মহাক্ষমতাবান মহাজ্ঞানী হলেন তিনি নিচয় পৃথিবীর (কোন কিছু) মধ্যকার

৪৩. এরা পৃথিবীতে আরও বেশী অহংকার করতে লাগল, আর নিকৃষ্টতম চাল চালতে শুরু করল। অথচ খারাব চাল যারা চালে, তা তাদেরকেই ধ্বংস করে। এখন কি তারা এর অপেক্ষা করছে যে, অতীত জাতিগুলির প্রতি আল্লাহর যে রীতি ছিল তাদের সাথেও তাই প্রয়োগ করা হবে? এই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা আল্লাহর নিয়ম-নীতিতে কবিনকালেও কোন পরিবর্তন পাবে না। আর আল্লাহর সুলতকে উহার জন্যে নির্দিষ্ট পথ হতে কোন শক্তিই ফিরাতে পারে তাও তোমরা দেখবে না!

৪৪. এরা যমীনে কখনো চলাফেরা করে দেখে নাই কি? তা হলে এদের পূর্বে যেসব লোক চলে গেছে এবং যারা এদের চাইতে অধিক শক্তিশালী ছিল তাদের যে পরিণতি হয়েছে তা তারা দেখতে পেত। কোন জিনিসই আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারে না- না আসমান-সমূহে, না যমীনে। তিনি সব কিছুই জানেন ও সব জিনিসের উপর তিনি ক্ষমতা রাখেন।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى

উপর ছাড়তেন না তারা অর্জন একারণে লোকদেরকে আল্লাহ ধরতেন যদি এবং

ظَهَرَهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ

একটা সময় পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে কিন্তু চলমান প্রাণীকেই কোন তার পৃষ্ঠের

مُسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

হবেন আল্লাহ নিচয় তখন তাদের সময় আসবে যখন অন্তঃপর নির্দিষ্ট

بِعِبَادَةٍ بِصِيرَاتٍ

যুব দৃষ্টিমান তাঁর বান্দাদের
(অর্থাৎ দেখে নিবেন) সম্পর্কে

৪৫. তাদের ক্রিয়া-কলাপের জন্যে তিনি যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তাহলে যমীনে কোন প্রাণীকেই বেঁচে থাকতে দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন। যখন তাদের সময় পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নিবেন।

সূরা ইয়া-সীন

নামকরণঃ সূরাটির শুরুতে দুটি অক্ষরকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ বর্ণানাতংগি চিন্তা-বিবেচনা করলে মনে হয়, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়-কাল হয় মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ের শেষ ভাগ, অথবা এ একেবারে শেষ কালে নাযিল হওয়া সূরা সমূহের মধ্যে একটি।

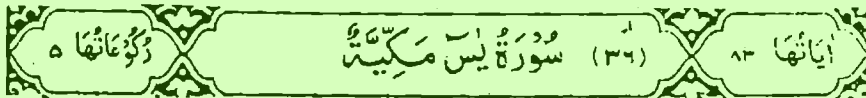
বিষয়বস্তু ও আলোচনাঃ এসূরায় যা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল হযরত মুহাম্মদ (সঃ- এর নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান না-আনা এবং তাঁর প্রতি যুলুম ও ঠাট্টা-বিক্রপমূলক ব্যবহার করার দরুন কুরাইশ কাফেরদেরকে পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা। এতে ভয় প্রদর্শনের সূরটি খুব বেশী সোচ্চার এবং জোরদার। কিন্তু বার বার ভয় প্রদর্শনের সংগে সংগে যুক্তি-প্রমাণ ও দলিল দিয়ে মূল তত্ত্ব বুঝিয়ে দেয়ার পদ্ধতিও অবলম্বিত হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়ের প্রমাণ পেশ করা হয়েছেঃ

তওহীদ সম্পর্কেঃ প্রাকৃতি নিদর্শনাদি ও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে; পরকাল সম্পর্কেঃ প্রাকৃতিক নিদর্শনাদি, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এবং স্বয়ং মানুষের নিজের অস্তিত্বের সাহায্যে; হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নবুয়্যাত ও রেসালাতের সত্যতা সম্পর্কেঃ এ পর্যায়ে প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তিনি রেসালাতের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও গরজহীন ভাবেই সমস্ত শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করছেন। সে সংগে এ কথাও যে, তিনি যেসব বিষয়ে লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন তা পরিপূর্ণ বিবেকসম্মত। তা কবুল করায় মানুষের নিজেরই কল্যাণ নিহিত।

এ প্রমাণের বলে তীব্র শাসনবাণী, তিরস্কার ও সাবধানকরনের কথাগুলি খুবই জোরদার করে বার বার বলা হয়েছে- যেন দিলের বন্ধ দুয়ার খুলে যায় এবং যাদের মধ্যে সত্য কবুল করার যোগ্যতা সামান্য মাত্রাও রয়েছে তারা যেন অবশ্য প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ইমাম আহম্মদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও তিবরানী প্রমুখ মুহাদ্দিস মা'কাল ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ **یس قلب القرآن** — “সূরা ইয়া-সীন কুরআনের দিল”। এ উপমাটি ঠিক তেমনি যেমন বলা হয়েছে, “সূরা ফাতেহা কুরআনের মা”। ফাতেহা সূরাকে ‘কুরআনের মা’ বলার তাৎপর্য এই যে, ওতে কুরআন মজীদের সমগ্র শিক্ষার সারকথা বিবৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা ইয়া-সীন কুরআনের জীবন্ত ও প্রাণবন্ত দিল এ হিসেবে যে, এ সূরা কুরআনের দাওয়াতকে অতীব জোরালো ও বলিষ্ঠভাবে পেশ করে। এর প্রচলিত স্ববিরতা চূর্ণ হয় এবং প্রাণে গতিশীলতা সূচিত হয়।

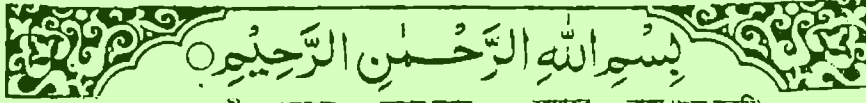
হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার হতে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ **اقرأ سورة يس على موتاكم** -তোমাদের মৃত্যু লোকদের সামনে সূরা ইয়া-সীন পাঠ কর"। এর তাৎপর্য এই যে, মৃত্যুমুখে পাতত মুসলমানের মনে এর দরুন মৃত্যুকালে সমস্ত ইসলামী আকীদাই ডাজা ও নতুন হয়ে ওঠে না, বিশেষ ভাবে তার সামনে পরকালের পুরা নকশাটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দুনিয়ার জীবন নিঃশেষ হওয়ার পর তাকে পরবর্তী কোন সব মনষিলের সম্মুখীন হতে হবে তা সে স্পষ্ট জ্ঞানতে পারে। এ কল্যাণ দৃষ্টির পূর্ণতা বিধানের জন্যে আরবী বোঝে না এমন লোকদের সামনে মূল সূরা পাঠ করার সংগে সংগে তার তরজমাও পড়ে গুনানো আবশ্যিক। এর সাহায্যেই নসীহত ও স্মরণ করে দেবার কাজটি পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন হতে পারে।



পাঁচ তার ক্ষু (সংখ্যা)

মকী ইয়াসীন সূরা (৩৬)

ভিত্তি তার আয়াত সংখ্যা



অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াশূ আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

يُس ١ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣ عَلَى

(তুমি প্রতিষ্ঠিত) রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই তুমি নিচয় হিকমতপূর্ণ কুরআনের শপথ ইয়া-সীন উপর

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥ لَتُنذِرَ قَوْمًا

(এমন) সতর্ক কর তুমি (যিনি) পরাক্রমশালীর (এই কুরআন) সরল সঠিক পথের জাতিকে মেহেরবান (পক্ষহতে) অবতীর্ণ করা

مَّا أَنْذَرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ٦ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى

উপর (শাস্তির) উপযুক্ত নিচয় গাফিল অতএব তাদের পিতৃ-সতর্ক করা না হয়েছিল (হয়েআছে) তারা পুরুষদেরকে হয়েছিল

أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧

ঈমান আনবে না সূতরাং তাদের অধিক অংশের তারা

রুকুঃ ১

১. ইয়া-সীন।
২. বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ;
৩. তুমি নিঃসন্দেহে রসূলগণের একজন।
৪. নির্ভুল সঠিক পথের অনুসারী।
৫. (এই কুরআন) পরাক্রমশালী সর্বজয়ী ও মেহেরবান মহান সত্তার নাযিল করা কিতাব।
৬. যেন তুমি এমন এক জাতিকে সাবধান ও সতর্ক করতে পার যাদের বাপ-দাদাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণেই তারা গাফলতের মধ্যে পড়ে রয়েছে।
৭. এদের অধিকাংশই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযুক্ত হয়েছে। এজন্যে তারা ঈমান আনে না।

১. এখানে সেই সব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা নবী করীমের (সঃ) দাওআতের মুকাবেলায় যীদ ও হঠকারিতা সহ এ কথা একেবারে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল যে- কোন মতেই তাঁর কথা শোনা হবে না। এই সব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে “ইহাদের অধিকাংশই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযুক্ত হয়েছে”, এজন্যে এরা ঈমান আনছে না।

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا ۖ فَفِيْ رِجْلِهَا
(রয়েছে) তা তাই বেড়াসমূহ তাদের গলদেশ সমূহের উপর আমরা লাগিয়েছি নিচয় আমরা

الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۝ ٨ وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
তাদের সম্মুখে আমরা স্থাপন করেছি এবং উর্ধ্বমুখী তারা এজন্য চিবুকগুলো (শৃংখলিত হয়ে)

سَدًّا ۖ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ۖ فَأَغْشَيْنَاهُمْ
প্রাচীর তাদের পেছনে ও প্রাচীর ফেলে দিয়েছি তারা অতএব তাদেরকে আমরা এভাবে ঢেকে দিয়েছি

لَا يَبْصُرُونَ ۝ ٩ وَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
তাদের সতর্ক কর তুমি নাহি আর তাদের তুমি সতর্ক কর কি তাদের উপর সমান এবং দেখতে পায় না

لَا يُؤْمِنُونَ ۝ ١٠
তারা ঈমান আনবে না

৮. আমরা তাদেরকে গলায় বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি, তাতে তারা খুত্‌নি পর্যন্ত শৃংখলিত হয়ে রয়েছে। এজন্য তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ২।

৯. আমরা একটি প্রাচীর তাদের সামনে খাড়া করে দিয়েছি, আর একটি প্রাচীর তাদের পিছনে। আমরা তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না ৩।

১০. তুমি তাদেরকে ভয় দেখাও আর না-ই দেখাও, তাদের জন্যে সমান। তারা মানবে না।

২. ‘তওক’- গল-শৃংখল অর্থাৎ- তাদের নিজেদের হঠকারিতা, সত্যকে স্বীকার করে নেবার ব্যাপারে যা তাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। “খুত্‌নি পর্যন্ত শৃংখলিত হয়ে” যাওয়া ও “মাথা তুলে দাঁড়িয়ে” থাকা অর্থ তারা “উদ্ধত গ্রীবা” হয়ে আছে যা অহংকার ও স্পর্ধার ফল।

৩. এক প্রাচীর সামনে ও এক প্রাচীর পিছনে খাড়া করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে -এই অহংকার ও হঠকারিতার স্বাভাবিক ফলে এরা অতীত ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না ও ভবিষ্যতের পরিণাম সম্পর্কেও কখনও কোন চিন্তা করে না। এদের কুসংস্কার সব দিক থেকে এদেরকে এরূপভাবে ঢেকে ফেলেছে ও এদের বিভ্রান্তি এদের চোখের উপর এরূপ পর্দা ফেলে দিয়েছে যে, সেই সুস্পষ্ট ও উশ্মুক্ত সত্যগুলিও তাদের দৃষ্টিতে পড়ে না যা প্রত্যেক সুস্থ-প্রকৃতি সংস্কারমুক্ত মানুষ সহজে দেখতে পায়।

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ
 দয়াময়কে ভয় করে ও উপদেশ মেনে চলে (তাকে) সতর্ক কর তুমি প্রকৃতপক্ষে

بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ ۖ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي
 জীবিতকরব আমরা নিচয় সম্মানজনক প্রতিফলের ও ক্ষমার তাকে সুতরাং না দেখা
 (একদিন) দাও সুসংবাদ অবস্থায়

الْمَوْتِ وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ ۖ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
 তা আমরা সংরক্ষিত জিনিস প্রত্যেক এবং তাদের কীর্তিসমূহ ও তার আগের যা আমরা লিখে এবং মৃতদেরকে
 করেছি (যা পিছনে রেখেছে) পাঠিয়েছে যাচ্ছি

فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝ وَ اضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۖ
 একটি জনপদের অধিবাসীদেরকে দৃষ্টান্ত তাদের কাছে বর্ণনা কর এবং সুপষ্ট একটি মধ্যে
 বিভ্রমের

إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
 দুজনকে তাদের প্রতি আমরা প্রেরণ যখন রসূলগণ সেখানে এসেছিল যখন

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۝
 রসূল হিসেবে তোমাদের প্রতি নিচয় তারা অতঃপর তৃতীয় জনকে আমরা সাহায্য উভয়কে তারা শুধন
 (প্রেরিত হয়েছি) আমরা বলল দিয়ে করলাম শুধন মিথ্যারোপ করল

১১. তুমি তো সাবধান করতে পার সেই ব্যক্তিকে যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখা দয়াবান আল্লাহকে ভয় করে। তাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক প্রতিফলের সুসংবাদ দিয়ে দাও।

১২. আমরা নিশ্চিতই একদিন মৃতদেরকে জীবন্ত করব! তারা যেসব কাজ করেছে তা সবই আমরা লিখে যাচ্ছি। আর যা কিছু নিদর্শন তারা পিছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমরা সংরক্ষিত করে রাখছি। প্রত্যেকটি জিনিসই আমরা একটি উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।

রুকুঃ ২

১৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ তাদেরকে সেই জনবসতির কাহিনী শুনাও, যখন সেখানে রসূলগণ এসেছিল।

১৪. আমরা তাদের প্রতি দু'জন রসূল পাঠাই, তারা এই দু'জনকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পরে আমরা তৃতীয়জন সাহায্যের জন্যে পাঠালাম। তখন তাঁরা সকলেরই বললঃ “আমরা তোমাদের প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি”।

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ

কোন দয়াময় অবতীর্ণ করেছেন না এবং আমাদেরই মত মানুষ এছাড়া তোমরা না (লোকেরা) বলল

شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ

জানেন আমাদের রব (রসূলরা) মিথ্যা বলছে এছাড়া তোমরা না কিছুই বলল

إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

সুস্পষ্ট পৌছান এ ব্যতীত আমাদের উপর না এবং প্রেরিত অবশ্যই তোমাদের প্রতি নিচয় আমরা (পর্যায়) (দায়িত্ব) (রসূল হিসেবে)

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ

এবং তোমাদেরকে আমরা তোমরা বিরত না অবশ্যই তোমাদেরকে আমরা অমঙ্গল নিচয় তারা বলল প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবই যদি মনে করি আমরা

لَيَمَسَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۖ

তোমাদের সাথে তোমাদের অমঙ্গলের (রসূলরা) মর্মান্তিক শাস্তি আমাদের পক্ষ হতে তোমাদেরকে ধরবে কারণ বল অবশ্যই

إِنِّ ذِكْرَتُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ

হতে আসল এ অবস্থায় সীমালংঘনকারী লোক তোমরা বরং তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে (এ সব বলছে) যদিও কি

أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَّسْعَىٰ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

রসূলগণকে তোমরা অনুসরণ কর হে সে বলল দৌড়ে এক ব্যক্তি নগরের এক প্রান্ত

১৫. জনবসতির লোকেরা বলল: “তোমরা তো কিছুই নও, আমাদের মতোই কয়জন মানুষ মাত্র। আর আল্লাহ দয়াময় কক্ষণই কোন জিনিস নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যা কথাই বলছ”।

১৬. রসূলগণ বলল: “আমাদের আল্লাহ জানেন আমরা নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতি রসূল হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।

১৭. এবং সুস্পষ্ট পয়গাম পৌছে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোন দায়িত্ব নেই”।

১৮. বসতির লোকেরা বলতে লাগল: “আমরা তো তোমাদেরকে আমাদের জন্যে দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করি। তোমরা বিরত না হলে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাত করব এবং আমাদের নিকট তোমরা বড় মর্মান্তিক শাস্তি পাবে”।

১৯. রসূলগণ জবাব দিল: “তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তো তোমাদের নিজেদের সংগে লেগে রয়েছে। এ সব কথা কি তোমরা এ জন্যে বলছ যে, তোমাদেরকে নসীহত করা হয়েছে? আসল কথা হল, তোমরা বড় সীমালংঘনকারী লোক”।

২০. ইতোমধ্যে শহরের উপকণ্ঠ হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল, এবং বলল: “হে আমার জাতির লোকেরা!

রসূলগণের আনুগত্য কবুল কর,

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

সং পথপ্রাপ্ত

তারা

এবং

কোন
মজুরী

তোমাদের কাছে চায়

না

(তার)
বে

তোমরা অনুসরণ কর

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٢﴾

তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

তারই দিকে

ও

আমাকে সৃষ্টি
করেছেন(তার)
যিনিইবাদত করব
আমি

না

আমার জন্যে কি এবং
(যুক্তি আছে যে)

أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرْدِنَ الرَّحْمَنُ بَصِيرًا ﴿٣٣﴾

না

কোন ক্ষতি
করতে

দয়াময়

আমাকে চান

(অথচ)
যদি

ইলাহ

তাকে

ছাড়।

গ্রহণ করব আমি
কি

تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٣٤﴾ إِنْ أَرَادْتَ إِلَّا أَنْ يَخِفُّ عَنِّي فَاتَّقِ اللَّهَ

তা হলে

নিশ্চয়
আমিআমাকে তারা উদ্ধার
করতে পারবে

না

আর কিছু মাত্র

তাদের সুপারিশ

আমার জন্যে কাছে আসবে

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٥﴾ إِنْ أَرَادْتَ إِلَّا أَنْ يَخِفُّ عَنِّي فَاتَّقِ اللَّهَ

আমাকে তোমরা স্তব্ধ
শোন (ও মান)তোমাদের রবের
প্রতিআমি ইমান
এনেছিনিশ্চয়
আমি

সুস্পষ্ট

বিস্তারিত

অবশ্যই
মাথো হব

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَلِيَّتْ قَوْمِي يَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

(যদি)
জানত

আমার জাতি

হায় আফসোস

সে বলল

জানতে

এবেশ কর

(তাকে তারা হত্যা
করল এবং তাকে)

বলা হল

২১. মেনে চল সেই লোকদেরকে যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিফল বা মজুরী চায় না এবং সঠিক পথে রয়েছে।

২২. আমি সেই সত্তার বন্দেগী করব না কেন যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার নিকট তোমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে?

২৩. তাঁকে ছেড়ে আমি কি অন্যদেরকে মাবুদ বানিয়ে নেব?... অথচ করুণাময়(আল্লাহ)যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে না তাদের শাফায়াত আমার কোন কাজে আসতে পারে, আর না তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারে।

২৪. আমি যদি তা করি তাহলে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ব।

২৫. আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি। তোমরাও আমার কথা মেনে নাও”।

২৬. (শেষ পর্যন্ত তারা সেই ব্যক্তিকে হত্যা করল আর) এ ব্যক্তিকে বলে দেয়া হল যে, ‘দাখিল হও জান্নাতে’। সে বললঃ “হায়, আমার জাতি যদি জানতে পারত

بِسَاغْفِرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ٢٧ وَمَا أَنْزَلْنَا

আমরা অবতীর্ণ না এবং সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত আমাকে করেছেন ও আমার রব আমাকে ক্ষমা যে কারণে করেছেন

عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا

আমরা না আর আকাশ থেকে সৈন্য কোন তার পরে তার জাতির উপর হিলাম

مُنْزِلِينَ ٢٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ

তারার তখন একটিমাত্র প্রচণ্ড ধ্বনি এছাড়া ছিল না অবতীর্ণকারী

خِيدُونَ ٢٩ يَحْسَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ

(এমন) তাদের কাছে এসেছে না বান্দাদের উপর পরিতাপ হয় নিশ্বর নিশ্বর হয়ে গেল কোন

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٣٠ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا

আমরা ধ্বংস কত তারাদেখেধাই কি ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তার সাথে তারা ছিল এব্যতীত রসূল করেছি (জাতিকে)

قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ٣١

ফিরে আসবে না তাদের নিকট তারা যে জাতিসমূহের মধ্য হতে তাদের পূর্বে

২৭. আমার রব কোন জিনিসের বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের মধ্যে গণ্য করেছেন।”

২৮. অতঃপর তার জাতির উপর আমরা আসমান হতে কোন সৈন্যবাহিনী পাঠাইনি। সৈন্যবাহিনী পাঠাবার আমাদের কোন প্রয়োজন ছিল না।

২৯. শুধু একটি প্রচণ্ড ধ্বনি হল, আর সহসা তারা সকলেই নিশ্বর হয়ে গেল।

৩০. আল্লাহর বান্দাদের অবস্থার জন্যে আফসোস! তাদের নিকট যে রসূলই আসল, তারা তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপই করতে থাকল।

৩১. তারা কি দেখেনি, তাদের পূর্বে আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি, তার পর তারা তাদের নিকট ফিরে আসল না?

وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ

যমীন তাদের জন্যে (অন্যতম) এবং উপস্থিত করা হবে আমাদের কাছে সকলকেই এছাড়া কেউ নাই এবং (এমন)

الْمَيِّتَةُ ۖ أَحْيَيْنَاهَا وَآخَرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ

অতঃপর শস্যদানা তা থেকে আমরা বের করি ও তাকে আমরা সঞ্জীবিত করি নিশ্চয়

يَاكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

আংগুরের ও খেজুরের বাগানসমূহ তার মধ্যে আমরা বানিয়েছি এবং তারা ভক্ষণ করে

وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۚ

তার ফল মূল তারা খেতে পারে যেন ঋণাসমূহ তার মধ্যে আমরা প্রবাহিত করেছি এবং

وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَنَ الَّذِي

যিনি (আল্লাহ) তারা শুকর করে তবুও কি তাদের হাতগুলো তা সৃষ্টিকরেছে না অথচ মহান পবিত্র

خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

তাদের নিজেদের মধ্য এবং যমীন উপস্থিত করে তাহতে সব কিছুকেই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন (মানবজাতিরও) হতে যা

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

(এবনও) না তাহতেও এবং তারা জানে না যা

৩২. তাদের সকলকেই তো একদিন আমার সামনে উপস্থিত করা হবে!

রুকু:৩

৩৩. এই লোকদের জন্যে নিঃস্রাণ যমীন একটি নিদর্শন বিশেষ। আমরা তাকে জীবন দান করেছি, তা হতে ফসল বের করেছি, যা তারা খেয়ে থাকে।

৩৪. আমরা উহাতে খেজুর ও আংগুরের বাগান বানিয়েছি, উহার মধ্যে হতে ঋণ প্রবাহিত করেছি,

৩৫. যেমন তারা উহার ফল খেতে পারে। এ সব কিছু তাদের নিজেদের হাতের বানানো নয়, তাহলে এরা কেন শোকর আদায় করেনা?

৩৬. পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি সব রকমের জোড়া পয়দা করেছেন, তা যমীনের উদ্ভিদই হোক, অথবা তাদের নিজেদের প্রজাতি (অর্থাৎ মানব জাতিই) হোক, কিংবা সেসব জিনিস যা তারা জানেও না।

وَ إِنْ نُّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَ لَا
 না আর তাদের ফরিয়াদ শ্রোতা তখন তাদেরকে ডুবিয়ে আমরা চাই যদি এবং
 জন্যে (পাবে) না দিতে পারি আমরা

هُمْ يُنْقَذُونَ ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ مَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝
 কিছুকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ এবং আমাদের অনুগ্রহ কিছু রক্ষা করা হবে তাদের
 পক্ষ হতে

وَ إِذَا قِيلَ لَهُم اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ
 তোমাদের পিছনে যা এবং তোমাদের সামনে (পরিণামের) তোমরা ভয় তাদেরকে বলা হয় যখন এবং
 (আছে) যা কর

نَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَ مَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ
 নিদর্শনাদির মধ্যাহতে নিদর্শন (এমন) তাদের কাছে এসেছে না এবং অনুগ্রহ করা যায় তোমাদের যাতে
 কোন (উপর)

رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَ إِذَا قِيلَ لَهُم
 তাদেরকে বলা হয় যখন এবং উপেক্ষাকারী তা হতে তারা ছিল এ ছাড়া তাদের রবের

أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ
 আশ্রাহ তোমাদেরকে তাহতে তোমরা
 রিয়কদিগেছেন যা খরচ কর

৪৩. আমরা চাইলে এদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি; তখন এদের ফরিয়াদ কেউ শুনার থাকবে না এবং এরা কোন ভ্রমেই রক্ষা পেতে পারবে না।

৪৪. একমাত্র আমাদের রহমতই তাদেরকে কিনারায় পৌছায় এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দেয়।

৪৫. এই লোকদেরকে যখন বলা হয়, তোমাদের সামনে যে পরিণাম আসছে তা হতে ভয় কর, আর যা তোমাদের পিছনে চলে গেছে, সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতি রহম করা হবে (তখন এরা শুনে শোনে না)।

৪৬. তাদের রবের আয়াত সমূহের মধ্যে হতে যে নিদর্শনই তাদের সামনে আসে, এরা সেদিকে ভ্রক্ষেপ করে না।

৪৭. আর তাদেরকে যখন বলা হয়, আশ্রাহ যে রিয়ক তোমাদেরকে দান করেছেন, তা হতে কিছু আশ্রাহর পথে ব্যয় কর,

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اطُّعْمُوا
বলে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে (যারা) ঈমান এনেছে খাওয়াব আমরা কি

مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۖ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي
যাকে (এমন কাউকে) যদি ইচ্ছে করতেন আল্লাহ তাকে খাওয়াতে পারতেন না তোমরা এছাড়া মধ্যে

ضَلَّلٍ مُّبِينٍ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ
বিস্তৃতির সূ-পষ্ট এবং তারা বলে কখন (পূর্ণ হবে) সেই (কেয়ামতের) যদি

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً
তোমরা হও সত্যবাদী না তারা অপেক্ষা করছে এ ছাড়া প্রচণ্ড শব্দের একটি মাত্র

تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۝ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً
তাদেরকে আঘাত হানবে তারা এ অবস্থায় যে বাক বিতর্ক করতে থাকবে তারা সমর্থ হবে না তখন ওসিয়তও করতে

وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا
আর প্রতি না আর তারা ফিরে যেতে তাদের পরিবারের পারবে এবং ফুঁক দেওয়া হবে শিংগার মধ্যে তখন অতঃপর

هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝
তারা হতে কবরসমূহ দিকে তাদের রবের দ্রুত বের হয়ে আসবে

তখন কাকের লোকেরা ঈমানদার লোকদেরকে জবাব দেয় “আমরা কি তাদেরকে খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ চাইলে নিজেই খাওয়াতেন? তোমরা তো একেবারেই গোলায় গেছো”।

৪৮. এই লোকেরা বলে, “এই কেয়ামতের হুমকি কবে পূরা হবে? ...বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও”।

৪৯. আসলে এই লোকেরা যে জিনিসের পথ চেয়ে আছে, তা হল একটি প্রচণ্ড শব্দ, তা সহসাই ঠিক সময়ই তাদেরকে আঘাত হানবে যখন তারা (নিজেদের বৈষয়িক ব্যাপারে) ঝগড়ায় লিপ্ত থাকবে।

৫০. তখন তারা অসীম পর্যন্ত করতে পারবে না, না নিজেদের ঘরেই তারা ফিরে আসতে পারবে।

রুকুঃ ৪

৫১. পরে এক শিংগার ফুঁক দেয়া হবে। আর সহসা তারা নিজেদের রবের সমীপে উপস্থিত হবার জন্যে নিজেদের কবর সমূহ হতে বের হয়ে পড়বে।

قَالُوا يَوِيلَنَا مِنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا مَرْتَدًا هَذَا مَا وَعَدَ
 ওয়াদা দিয়ে (তাই) এটাই আমাদের নিদ্রা স্থল হতে আমাদেরকে কে আমাদের দুর্ভোগ (ভীত হয়ে) তারাবলবে
 ছিলেন যার

الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝٥٢ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا
 এ ছাড়া হবে না রসূলগণ সত্যই বলেছিলেন এবং দয়াময়

صِيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝٥٣
 উপস্থিত করা হবে আমাদের কাছে সকলকেই তাদের অতঃপর একটি মাত্র প্রচল শব্দ
 তখনই

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
 যা এ ব্যতীত প্রতিফল দেওয়া হবে না আর কিছুই কাউকে যুলুম করা হবে না অতঃপর (বলা হবে) আজ

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٥٤ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي
 মধ্যে আজ জannahের অধিবাসীরা নিচর তোমরা কাজ করত্রে ছিলে

شُغْلٍ فَكِهِونَ ۝٥٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى
 উপর ছায়ার মধ্যে তাদের স্ত্রীরা ও তারা আনন্দিত থাকবে (মজার) কাজের

الْأَرَائِكِ مَتَكُونُونَ ۝٥٦
 হেলান দিয়ে বসবে উচ্চাসনসমূহের

৫২. ভীত-শংকিত হয়ে বলবেঃ “হায়রে! আমাদেরকে কে আমাদের শয়নস্থল হতে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল?” -

এ সেই জিনিস, দয়াময় আল্লাহ যার ওয়াদা করেছিলেন। আর নবী-রসূলগণের কথা তো সত্যিই ছিল।

৫৩. একটি মাত্র প্রচল শব্দ হবে, আর সকলকেই আমাদের সামনে উপস্থিত করে দেয়া হবে।

৫৪. আজ কারো প্রতি একবিন্দু যুলুম করা হবে না। আর তোমাদেরকে তেমন প্রতিফল দেয়া হবে, যেমন আমল তোমরা করছিলে।

৫৫. আজ জান্নাতী-লোকেরা মজা এহণের কাজে মশগুল হয়ে রয়েছে।

৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ঘন সন্নিবেশিত ছায়ার মধ্যে আসন সমূহের উপর ঠেস লাগিয়ে রয়েছে।

৫. হতে পারে মু'মেন লোকেরা তাদেরকে এ উত্তর দেবে। হতে পারে কিছুক্ষণ পরে তারা নিজেরাই বুঝে নেবে যে এতো সেই দিনই এসে গিয়েছে রসূল আমাদেরকে যার খবর দিয়েছিলেন। আর এও হতে পারে যে - ফেরেশতারা তাদেরকে এ উত্তর দেবে, অথবা কোরামতের সমস্ত পরিবেশ দ্বারা তারা একথা বুঝতে পারবে।

لَهُمْ فِيهَا ۖ وَ لَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٤﴾
তাদের জন্যে তার মধ্যে ও তারা চাইবে তাদের জন্যে (থাকবে)

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٥﴾ وَ امْتَازُوا
“সালাম” বলা (হবে) পক্ষ হতে রবের (মির্জা) এবং তোমরা পৃথক হয়ে যাও (বলা হবে) বড় মেহেরবান

الْيَوْمَ آيَهَا السُّجْرُمُونَ ﴿٥٦﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ
আজ ওহে অপরাধীরা আমি নির্দেশ দেই নাই কি তোমাদের প্রতি

يَبْنَىٰ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
সন্তান হে আদমের না যে তোমরা ইবাদত করো শয়তানের সে নিচর তোমাদের জন্যে

مُبِينٌ ﴿٥٧﴾ وَ أَنْ اْعْبُدُونِي ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥٨﴾
প্রকাশ্য এবং (এও) যে আমারই তোমরা ইবাদত কর এটাই সরল সঠিক পথ

وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ
নিচর এবং (এ সত্ত্বও) সে পথ ভুল করেছিল তোমাদের মধ্যে হতে এক বিরাট সংখ্যক লোককে গোমরাহ করে দিয়েছে, তোমাদের কি তবুও কি না

تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾
তোমরা বুঝতে ছিলে এই সেই জাহান্নাম যে বিষয়ে তোমাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল তোমাদের ভয় দেখান হয়েছিল

৫৭. সব রকমের সুবাদু খাদ্য ও পানীয় তাদের জন্যে সেখানে মওজুদ রয়েছে। তারা যা কিছুই চাইবে, তাই তাদের জন্যে রয়েছে।

৫৮. দয়াময় রবের তরফ হতে তাদেরকে সালাম বলা হয়েছে।

৫৯. আর হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও।

৬০. হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদেরকে হেদায়াত করিনি যে, তোমরা শয়তানের বন্দেগী করবে না, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন।

৬১. আর আমারই বন্দেগী করবে। এটাই সরল সোজা সঠিক পথ।

৬২. কিন্তু তা সত্ত্বও সে তোমাদের মধ্যে হতে এক বিরাট সংখ্যক লোককে গোমরাহ করে দিয়েছে, তোমাদের কি কোন বুদ্ধি-তুদ্ধি ছিল না?

৬৩. এই সেই জাহান্নাম যে বিষয়ে তোমাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল।

إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝۴۳ الْيَوْمَ نَخْتِمُ

আমরা তাতে তোমাদেরই হও আজ তোমরা কফরী করতে ছিলে আজ তোমরা মোহর করে দিব

عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ

তাদের মুখ শুনে তাদের হাত শুনে তাদের পা ওলো সাক্ষ্য দিবে এবং আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের মুখ শুনে উপর

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۴৪ وَ لَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ

এ বিষয়ে যা তারা অর্জন করতে ছিলে আমরা নিতিয়ে দিতে পারি অবশ্যই চাই আমরা যদি এবং

أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ۝۴৫ وَ لَوْ

তাদের চক্ষুদীপ তুলোকে তারা অতঃপর পথে তারা সেখানে পাবে যদি এবং

نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا

চাই আমরা তাদেরকে আমরা অবশ্যই চাই আমরা তাদের (নিজ নিজ) উপর তারা সমর্থ হবে অতঃপর না

مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝۴৬ وَ مَنْ تَعْمِرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي

আগে যেতে না আর আনে যেতে পিছনে ফিরতে কোন এবং যাকে দীর্ঘায় দেই তার উল্টিয়ে দেই যাকে আমরা

الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝৪৭

তারা জ্ঞানবুদ্ধি দেহ গঠনের তবুও কি না কাজে লাগায় (কি ও যোগ্যতার)

৬৪. তোমরা দুনিয়ায় যে কফরী করতেছিলে উহার প্রতিফল হিসেবে এখন ইহার ইকন হও।

৬৫. আজ আমরা এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। এদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে, আর এদের পাগুলি সাক্ষ্য দিবে যে, এরা দুনিয়ায় কি কি করতেছিল।

৬৬. আমরা চাইলে তাদের চক্ষুদীপ নিভিয়ে দিতে পারি। পরে তারা পথে বের হয়ে দেখুক—কোথা হতে তারা পথ ভেঙতে পাবে!

৬৭. আমরা চাইলে তাদেরকে তাদেরই স্থানে এমন ভাবে বিকৃত করে রাখব যে, তারা না সামনের দিকে চলতে পারবে, না পিছনে ফিরতে পারবে।

রুকুঃ ৫

৬৮. যে ব্যক্তিকে আমরা দীর্ঘ জীবন দেই, তার দেহ-সংগঠনকেই আমরা উল্টিয়ে দেই। (এই অবস্থা দেখে) তাদের জ্ঞান-চক্ষু উপয় হয় না কি?

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۖ
তার জন্যে শোভা পায় না আর কবিতা তাকে আমরা শিখিয়েছি না এবং

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُّبِينٌ ۝ ٧٩
(এমনপ্রত্যেককে) সতর্ক করে যেন সুস্পষ্ট (পাঠযোগ্য কিতাব) ও নসীহত এছাড়া তা না

كَانَ حَيًّا ۖ وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ ٨٠
নাই কি কাফেরদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) বাণী প্রতিষ্ঠিত হতে এবং জীবিত হল

يَرَوْنَا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا
(যেমন) আমাদের হাতগুলো তৈরী করেছে তা সব তাদের জন্যে আমরা সৃষ্টি করেছি যে তারা দেখে

فَهُمْ لَهَا مِلْكُونَ ۝ ٨١
তাদের বাহনও অতঃপর (রয়েছে) তাদের সেগুলোকে আমরা এবং মালিক সেগুলোর এখন তারা ই

وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝ ٨٢
(নানা প্রকার) এবং (নানা রকম) সেগুলোর তাদের জন্যে এবং তারা আহরণও সেগুলোরমধ্য হতে

أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ ٨٣
তারা কৃতজ্ঞ হবে তবুও কি না

৬৯. আমরা তাকে (নবীকে) কবিত্ব শিখাইনি, না কবিত্ব তাঁর পক্ষে শোভনীয় হতে পারে। এ তো একটি নসীহত ও স্পষ্ট পাঠযোগ্য কিতাব—

৭০. যেন তা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সতর্ক করে দেয় যে জীবিত আছে, আর অবিশ্বাসী-অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অকাটা দলীল হতে পারে।

৭১. এই লোকেরা কি দেখে না যে, আমরা আমাদের হাতে তৈরী করা জিনিসগুলি হতে তাদের জন্যে গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি, আর এখন তারা এই সবের মালিক।

৭২. আমরা এগুলিকে এমন ভাবে তাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছি যে, এগুলির কোনটির উপর তারা সওয়ার হয়, কোনটির গোশত তারা খায়।

৭৩. আর এগুলির মধ্যে তাদের জন্যে রকম-বেরকমের কল্যাণ ও পানীয় রয়েছে। তা হলে তারা শোকর-গুয়ার হয় না কেন?

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ
তারা যাতে ইলাহ রূপে (অন্যদেরকে) আত্মাহ হাড়া তারা গ্রহণ করেছে এবং (এ সত্ত্বও)

يُنْصَرُونَ ۝ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ
তারাই বরং তাদের সাহায্য করতে তারা সমর্থ হবে না সাহায্য গ্রাণ্ড হয়

لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ۝ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا
আমরা তাদের কথা তোমাকে দুঃখ দেয় কাজেই না (যেন) সদা উপস্থিত সৈন্য তাদের জন্যে (রক্ষাকারী রূপে)

تَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ۝ أَوَلَمْ يَرِ
দেখে নাই কি তারা প্রকাশ করে যা আর তারা গোপন করে যা জানি আমরা

إِلَّا نَسَانُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
অগড়াটে সে (হয়েছে) পরে অথচ শুক্রবিন্দু থেকে তাকে আমরা সৃষ্টি করেছি আমরা মানুষ

مُبِينٌ ۝ وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسَى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ
প্রাণ সকার করবে কে সেবলে তার সৃষ্টিকে সেহুলে অথচ উপমা আমাদের শোণ করে এবং সূক্ষ্ম

الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ۝
পচাগলা তা যখন অস্তিত্বে জরাজীর্ণ (হয়ে যাবে)

৭৪. এ সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও তারা আত্মাহকে ছাড়া আরো ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, আর এ আশা পোষণ করেছে যে, তাদের সাহায্য করা হবে।

৭৫. তারা এই লোকদের কোন সাহায্যই করতে পারে না। বরং এই লোকেরাই তাদের জন্যে সর্বক্ষণ উপস্থিত সৈন্য হয়ে আছে।

৭৬. কাজেই এই লোকেরা যেসব কথা বলে তা যেন তোমাকে দুঃখগ্রস্ত ও দুঃখিত না করে। তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কথাই আমরা জানি।

৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাদেরকে শুক্রকীট হতে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে সুস্পষ্ট অগড়াটে হয়ে উঠেছে।

৭৮ এখন সে আমাদের উপর দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের জন্ম ও সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায়। বলে: “কে এই অস্থিতলিকে জীবন্ত করবে, যখন ইহা জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে?”

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ
বল (তাদেরকে) তাতে প্রাণসঞ্চার করবেন (তিনিই) যিনি প্রথম তার সৃষ্টি করেছেন

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ
এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে (তার) সৃষ্টির সম্যক অবগত

مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ۝
থেকে গাছ সবুজ অতঃপর আগুন তা থেকে তোমরা চুলা ধরাও

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ
ন'ন কি (সেই আল্লাহ) যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সক্ষম একেত্রে

أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝
যে সৃষ্টি করবেন তাদের সদৃশ হাঁ নিচয় তিনিই মহাশক্তিমান সুদক্ষ তুমি

أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝
যখন তার নির্দেশ হয় কিছু ইচ্ছে করেন তাকে বলেন যে কন ফিকুন মহান অতঃপর পবিত্র হয়ে যার তখনই হও

الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝
(সেই সত্ত্বা তিনিই) যার হাতে (আছে) কর্তৃত্ব সব জিনিষের তারই দিকে এবং তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

৭৯. তাকে বলঃ এই গুলিকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সেইগুলিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তো সৃষ্টির সব কাজই জানেন।

৮০. তিনি, যিনি তোমাদের জন্যে শ্যামল সবুজ গাছ হতে আগুন সৃষ্টি করেছেন, তোমরা এখারা নিজেদের চুলা ধরাও।

৮১. যিনি আকাশ সমূহ ও যমীন পয়দা করেছেন, তিনি কি তাদের মত আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নন? তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা।

৮২. তিনি যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি উহাকে হুকুম করবেন যে, হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়।

৮৩. পবিত্র তিনি যার হাতে সব জিনিসের কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

সূরা আস্-সাফফাত

নামকরণঃ প্রথম আয়াত আস্-সাফফাত হতেই নাম গৃহীত।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ বিষয়বস্তু ও বাক-ভংগি হতে স্পষ্ট হয় যে, এ সূরাটি সম্ভবতঃ সন্ধী যুগের মধ্যবর্তী সময়- বরং তারও শেষ ভাগে নাযিল হয়েছে। বর্ণনা-ভংগি স্পষ্ট বলে দেয় যে, এর পটভূমিকায় তীব্র ও প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা রয়েছে এবং নবী (সঃ) ও তার সংগী-সাথীগণ অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ সে সময় নবী করীম (সঃ)-এর তওহীদ ও পরকাল বিশ্বাসের দাওআতকে নানা প্রকার ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করা হত। আর নবী করীম (সঃ) এর নবী হবার দাবীকে মেনে নিতে খুব শক্ত ভাবে অস্বীকার করা হচ্ছিল। এ সব বিষয়ে মক্কার কাফেরদেরকে অতীব জোরদার ভাষা ও ভংগিতে ভয় দেখানো হয়েছে এ সূরায়। আর শেষ ভাগে তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সানধান ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করছো এ নবী অতি শীঘ্রই তোমাদের উপর জয়ী হবেন। আল্লাহর সৈন্য বাহিনীকে তোমরা নিজেদের ঘরের আভিনায় উপস্থিত দেখতে পাবে (১৭১-১৭৯ আয়াতে)। এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তখন যখন নবী করীম (সঃ)-এর সাফল্য লাভের কোন দূরতম চিহ্ন বা লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। এ সূরার আয়াতে যাদেরকে আল্লাহর সেনাবাহিনী বলে অভিহিত করা হয়েছে- সেই মুসলমানরা মর্মান্তিকভাবে নিপীড়িত, অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল। তাদের চার ভাগের তিন ভাগ লোকই দেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (সঃ)-এর সংগে খুব বেশীর পক্ষে মাত্র ৪০-৫০ জন সাহাবী থেকে গিয়েছিলেন, আর অতিশয় অসহায় অবস্থায় সব রকমের নির্গাতন সহ্য করছিলেন। এরূপ অবস্থায় বাহ্যিক কার্যকারণের দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সংগী-সাথীরাই অসী হলে এ কথা দাবী করার কোন ভিত্তিই ছিল না। বরং এ অবস্থা যারা লক্ষ্য করছিল তারা মনে করতো যে, এ আন্দোলনটা মক্কার পর্বত গুহায়ই দাফন হয়ে থাকবে চিরকাল। কিন্তু পনের মৌল বছরের বেশী কাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই মক্কা বিজয়ের সেই ঘটনা ঘটনাই সংঘটিত হয় যা ইতিপূর্বে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

কাফেরদেরকে ভয় দেখানোর সংগে সংগে এ সূরায় তাদেরকে নানা ভাবে বুঝাতে এবং ইসলামী দাওআতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতেও চেষ্টা করা হয়েছে, এবং এতে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে। তওহীদ ও পরকাল-বিশ্বাস যে সত্য ও নির্ভুল, এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মস্পর্শী দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। মোশরেকদের আকীদা বিশ্বাসের সমালোচনা করে বলা হয়েছে, তাঁরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জিনিসের উপর ঈমান এনেছে। এ গোমরাহী আকীদার খারাব পরিণাম সম্পর্কেও তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। আর ঈমান ও নেক আমলের ফল যে অনেক ভাল এবং কল্যাণকর, তাও বলে দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে অতীত ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও পেশ করা হয়েছে। এ থেকে জানতে পারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রসূল এবং তাঁদের জাতি সমূহের সঙ্গে কিরূপ আচরণ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি তাঁর অনুগত ও বিশ্বাসী বান্দাগণকে কিভাবে সম্মানিত করেন, আর অমান্যকারীদেরকেই বা তিনি কিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন তাও এ থেকে জানতে পারা যায়।

এ সূরায় যেসব ঐতিহাসিক কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষাপ্রদ হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মহান জীবনের ঘটনা। তিনি আল্লাহতা'আলার একটি ইংগিত পেয়েই স্বীয় একমাত্র পুত্রকে কোরবানী করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এ ঘটনায় কেবল সেই কুরাইশ কাফেরদের জন্যেই শিক্ষার বিষয় ছিল না যারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে নিজেদের বংশীয় সম্পর্কের গৌরব করে বেড়াত; বরং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমানদারদের জন্যেও ছিল অনেক কিছু শিখবার বিষয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ ঘটনা শুনিye তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব ও বিপ্লবী ভাবধারা বুঝানো হয়েছিল এবং এ দীনকে নিজেদের দীন তথা জীবন-ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করার পর একজন নিষ্ঠাবান মু'মেনকে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কিভাবে নিজে সবকিছুকে কোরবান করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে, তাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূরার শেষ আয়াত সমূহে কেবল কাফেরদের জন্যেই ভীতি প্রদর্শন নেই, বরং ঈমানদার লোকেরা নবী করীম (সঃ)-এর সাহায্য ও সমর্থন করার কারণে কঠিন অবস্থার সঙ্গে মুকাবেলা করেছিলেন তাদের জন্যেও এতে অনেক কিছুই শিখবার, জ্ঞানবার ও বুঝবার আছে। এ আয়াতসমূহ শুনিye তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছিল যে, ইসলামী দাওআতের প্রথম ভাগে তাদেরকে যেসব কঠিন বিপদ-মুসীবতের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেজন্যে তারা যেন চানড়ে না যায়। শেষ পর্যন্ত তারাই বিজয় লাভ করবে। বাতিল পন্থীরা এখন যতই বিজয়ী মনে হোক না কেন, তারা তাদেরই হাতে পরাজিত হবে। কয়েক বছর পরই যে ঘটল ঘটলো তাতে প্রমাণিত হল যে, এ কথা ভিত্তিহীন সাধুনার বাণীই ছিল না, বরং এ ছিল এক বাস্তব ব্যাপার। পূর্বাঙ্কে তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়ে তাদের দিলকে অধিক মজবুত করে তোলা হয়েছিল।

أَيُّهَا ۙ (১৮) سُوْرَةُ الصَّٰفَّٰتِ مَكِّيَّةٌ ۙ (৩৬) زُوْمًا ۙ (১৮) ۙ

পাঁচ তার রুকু (সংখ্যা) মকী আস্‌সাফাত সূরা (৩৭) একশত বিরাশি তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াদান আচ্চাহর নামে (তরু করছি)

وَالصَّٰفَّٰتِ ۙ صَفًّا ۙ فَالزَّجْرٰتِ ۙ زَجْرًا ۙ فَالْثَلٰٓئِتِ ۙ

অতঃপর (শপথ তাদের) ধমক দিয়ে অতঃপর (শপথ) কাতারে কাতারে সারিবদ্ধ হয় শপথ যারা শুনায়

ذِكْرًا ۙ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوٰحِدٌ ۙ رَبُّ السَّمٰوٰتِ ۙ وَ الْاَرْضِ ۙ

উপদেশবাণী নিচয় তোমাদের ইলাহ একজন অবশ্যই (তিনি) রব আকাশ মন্ডলির ও পৃথিবীর

وَمَا بَيْنَهُمَا ۙ وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ۙ

এবং তাদের উভয়ের মাঝে এবং রব উদয় স্থলসমূহের

রুকুঃ১

১. কাতারের পর কাতার বৈধে যারা সারিবদ্ধ হয় তাদের শপথ!
২. তাদের শপথ যারা ধমক ও শাসনবাণী শুনায়।
৩. তাদেরও শপথ যারা উপদেশবাণী শুনিতে থাকে।
৪. তোমাদের প্রকৃত মা'বুদ শুধু একজনই মাত্র—
৫. যিনি যমীন ও আসমানসমূহের এবং এই আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সব জিনিসেরই মালিক, মালিক সব উদয় দিগন্তের।

১. তফসীরকারদের অধিকাংশ এ বিষয়ে একমত যে— এই তিন দল বলতে ফেরেশতাদের দলকে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা আদ্বাহতা'আলার আদেশ-সমূহ পালনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, তাঁর নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে তাঁরা ধমকি ও দিষ্কার দান করেন, এবং বিভিন্ন পন্থায় আদ্বাহতা'আলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন ও উপদেশ-বাণী শোনান।
২. সূর্য সব সময় একই উদয়স্থল থেকে নির্গত হয়না; বরং প্রত্যেক দিন নতুন নতুন কোণ করে উদিত হয়। তাছাড়া সমস্ত পৃথিবীর উপর তা একই সময়ে উদিত হয় না, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে সূর্যের উদয় ঘটে। এই কারণে পূর্বের স্থলে (পূর্বসমূহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এর সংগে পশ্চিম সমূহের উল্লেখ করা হয়নি; কেননা পূর্বসমূহ শব্দটি স্বতঃই পশ্চিম সমূহের অস্তিত্বের প্রমাণ দান করে।

৪ এর অর্থ উর্দ্ধ-জগতের সৃষ্ট জীব অর্থাৎ ফেরেশতা।

بَلْ عَجَبْتَ وَ يَسْخَرُونَ ۝ وَإِذَا دُكِّرُوا لَا
না তাদের বুঝান যখন এবং তারা বিদ্রূপ করছে আর তুমি বিম্বিত হচ্ছ বরং
হয়

يَذْكُرُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ۝ وَقَالُوا إِن
নয় তারা বলে এবং তারা বিদ্রূপ করে উড়িয়ে কোন তারা দেখে যখন এবং তারা উপদেশ গ্রহণ
দেয় নির্দশন করে

هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا
অস্থিসার ও মাটি আমরা হয়ে এবং আমরা মরে কি সুস্পষ্ট যাদু এম্বীত এটা
যাব যাব যখন

ءَاِنَّا لَسَبْعُونَ ۝ اَوْ اَبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ ۝ قُلْ نَعَمْ وَ اَنْتُمْ
তোমরা এবং হ্যাঁ বল পূর্বকালের আমাদের পিতৃ এবং কি পুনরুত্থিত হব অবশ্যই নিশ্চয়কি
পুরুষদেরকেও (উঠানো হবে) আমরা

دَاخِرُونَ ۝ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝
প্রত্যক্ষ করবে তারা অন্তঃপর একটি বিকট শব্দ তা মূলতঃ লক্ষিত হবে
তখন (মাত্র) কম্পন (হবে)

১২. তুমি তো (আল্লাহর কুদরতের কীর্তি কলাপ দেখে) আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ, আর এরা এর বিদ্রূপ করছে।

১৩. বুঝানো হলে বুঝতে প্রস্তুত হয় না।

১৪. কোন নির্দশন দেখতে পেলে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে চায়।

১৫. আর বলে: “এ তো সুস্পষ্ট যাদু।

১৬. এমন কি কখনো হতে পারে যে, আমরা যখন মরে যাব ও মাটি হয়ে যাব এবং শুধু হাড়ের পিঞ্জর থেকে যাবে, তখন আমাদেরকে পুনরায় জীবন্ত করে উঠিয়ে দাঁড় করানো হবে?

১৭. আর আমাদের পূর্বকালের পিতা-প্রপিতাদেরকেও উঠানো হবে?”

১৮. তাদেরকে বল, হ্যাঁ তোমরা (আল্লাহর) মুকাবেলায়) অক্ষম-অসহায়।

১৯. একটি মাত্র ধাক্কা ও কম্পন হবে। আর সহসা এরা নিজেদের চোখে (যে সব বিষয়ে খবর দেয়া হয়েছে সে সব কিছুই) দেখতে পাবে।

وَقَالُوا يُوَيَّلُنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ هَذَا يَوْمَ الْقُصَلِ
আমাদের দুর্ভাগ্য তারা বলবে এবং
এটাই দিন এটাই দিন
বিচারের দিন
এটাই দিন
ফয়সালা দিন
কয়সালা দিন

الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝ أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا
তোমরা ছিলে যা
মিথ্যা বলতে তা সম্পর্কে তোমরা ছিলে
(বলা হবে) একত্র করে আন
জুলুম করেছিল (তাদেরকে)
যারা

وَأَرْوَاهُمْ وَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ
যাদের এবং তাদের সহচরদেরকে এবং
তারা ইবাদত করত
যাদের
হাড়া
আল্লাহ
ফাহ্দু হুম
আলি
সিরাট
আল-জহিম
ও
ফফু হুম
ইনহুম
তাদেরকে পরিচালিত তাই
দিকের
পথের
আহানামের
এবং
খামাও
তাদেরকে
তারা নিচয়

مَسْئُولُونَ ۝ مَا لَكُمْ لَ تَتَنَصَّرُونَ ۝ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ
জিজ্ঞাসিত হলে
তোমাদের হল (বলা হবে)
না
তোমরা পরস্পরে সাহায্য
করছ
আজ তারা বরং
করছ
কি
(যে)
মস্‌তাসিলুন
পূরস্পরকে আত্ম সমর্পণকারী

২০. তখন এরা বলবেঃ "হায় ! আমাদের দুর্ভাগ্য, এতো বিচারের দিন—

২১. এ সেই ফয়সালা দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেছিলে" ৫।

রুকুঃ ২

২২-২৩. (হুকুম হবে) : সব যালেম, তাদের সব সংগী-সাথী এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মা'নুদের ও বন্দেগী করত তাদের সকলকেই ঘেরাও করে নিয়ে এস। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাও।

২৪. আর এই লোকদেরকে একটু খামাও, এদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার আছেঃ

২৫. "তোমাদের কি হয়ে গেল? এখন তোমরা পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসছ না কেন?

২৬. কি ব্যাপার। আজ তো এরা নিজেরা নিজেদেরকে (এবং একে অপরকে) আত্মসমর্পিত করে দিচ্ছে" !

৫. হতে পারে ঈমানদাররা তাদেরকে এ কথা বলবেন; হতে পারে এ ফেরেশতাদের উক্তি; হতে পারে হাশরের ময়দানের সমস্ত পরিবেশ সে সময়ে 'যবানে হাল' (অবস্থার ভাষা) দ্বারা একথা বলবে, এবং হতে পারে এ সব লোকের নিজেদের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ নিজেদের অন্তরে তারা নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেঃ পৃথিবীতে সারাজীবন তোমরা এই বুঝে এসেছিলে যে— ফয়সালা কোন দিন আসবে না। এখন তোমাদের দুর্ভাগ্য-পরিণামের দিন এসে গিয়েছে যে দিনকে তোমরা মিথ্যা জানতে।

৬. এখানে 'উপাসাগণ' বলতে ফেরেশতা, আওলিয়া, বা আমবিয়াদেরকে নয় বরং অন্যান্যদের বুঝানো হয়েছে। যেমন উপাস্য দুই প্রকারের হয়; ১. সেই সব মানুষ আর শয়তান যাদের নিজেদের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল যে লোকে আল্লাহকে ছেড়ে তাদের বন্দেগী-উপাসনা ও দাসত্ব করুক ২. সেই সব মূর্তি, প্রতিমূর্তি প্রভৃতি দুনিয়ামে যে সবার পূজা করা হয়।

وَأَقْبَلَ	بَعْضَهُمْ	عَلَى	بَعْضِ	يَتَسَاءَلُونَ	وَأَقْبَلَ
এবং	সামান্যামনী	তাদের একে	দিকে	অপরের	তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসা
হবে				করবে	
قَالُوا	إِنَّكُمْ	كُنْتُمْ	تَأْتُونَنَا	عَنِ	الْيَمِينِ
তোমরা নিচয়	(অনুসারীরা)	আমাদের কাছে আসতে	থেকে	ডানদিন	(নেতারা)
বলবে	বলবে	(অর্থঃ শক্তি নিয়ে)			
لَمْ	تَكُونُوا	مُؤْمِنِينَ	وَمَا	كَانَ	لَنَا
তোমরা ছিলে	না	ইমানদার	এবং	না	আমাদের জন্যে ছিল
سُلْطٰنٌ	بَلْ	كُنْتُمْ	قَوْمًا	طٰغِيْنَ	فَحَقَّقَ
কণ্ডু	এবং	তোমরা ছিলে	লোক	বিদ্রোহী	সুতরাং
					সত্য হল
رَبِّنَا	إِنَّا	لَذٰلِكَ	نَقُولُ	فَاغْوَيْنٰكُمْ	إِنَّا
আমাদের রবের	আমরা	নিচয়	অবশ্যই (শাস্তির)	কারণ	তোমাদেরকে আমরা
			বাদ গ্রহণকারী		বিভ্রান্ত করেছিলাম
					হিলাম
					বিভ্রান্ত

২৭. এর পর তারা পরস্পরের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে এবং পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে দিবে।
২৮. (অনুসরণকারীরা নিজেদের নেতাদেরকে) বলবেঃ “তোমরা তো আমাদের নিকট সোজামুখে আসতেছিলে” ৭।
২৯. তারা জবাবে বলবেঃ “না, আসলে তোমরাই ইমান আনতে প্রতৃত ছিলে না।
৩০. তোমাদের উপর আমাদের তো কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তোমরা নিজেরাই ছিলে বিদ্রোহী।
৩১. শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের রবের এই ফরমানের যোগ্য হয়ে গেলাম যে, আমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হব।
৩২. আসলে আমরা তোমাদেরকে গোমরাহ করেছি, আর আমরা নিজেরাই ছিলাম পথভ্রান্ত”।

৭. মূলে ‘ইয়ামীন’ ‘ডান হাত’ ব্যবহৃত হয়েছে। বাগধারা অনুসারে যদি এর অর্থ শক্তি ও ক্ষমতা গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে- তোমরা জবরদস্তিমূলক ভাবে আমাদেরকে পথ ভ্রষ্টতার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে। যদি এর অর্থ মংগল ও শুভ গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে- তোমরা আমাদের শূভাকাংখীর বেশ ধরে আমাদেরকে প্রতারিত করেছিলে। আর যদি এর অর্থ শপথ বলে ধরা হয় তবে মর্ম হবে- তোমরা শপথ করে করে আমাদেরকে নিশ্চয়তা দান করেছিলে যে যা তোমরা পেশ করছো সেটাই সত্য।

فَاتَّهَمُ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّا كَذَلِكَ

এরূপই নিশ্চয়। সম অংশীদার হবে শাস্তির মধ্যে সেদিন অতঃপর তারা নিশ্চয়

نَفَعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٨﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ

কেন ইলাহ নাই তাদেরকে বলা হত যখন ছিল তারা নিশ্চয় অপরাধীদের সাথে আমরা করি

إِلَّا اللَّهُ ۖ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَ يَقُولُونَ إِنَّا لَنَنكَرُكُمُ الْهِنَا

আমাদের ইলাহ অবশ্যই নিশ্চয় আমরা তারা বলত এবং তারা অহংকার করত আল্লাহ ছাড়া

لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٤٠﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤١﴾

(তার পূর্বের) রসূলদের সত্যতা ঘোষণা করেছি এবং সত্যসহকারে (এইনসী) বরং (যে) এক কবির জন্যে

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْإِلِيمِ ﴿٤٢﴾ وَ مَا تَجْزُونَ

প্রতিফল দেওয়া হবে না এবং মশখুদ শাস্তির অবশ্যই স্বাদ গ্রহণকারী হবে নিশ্চয় তোমরা

إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ ﴿٤٤﴾

(যারা ছিল) বহাইকরা আল্লাহর বান্দারা তবে তোমরা কাজ করতে ছিলে যা এছাড়া

৩৩. এভাবে তারা সকলে সেদিন আযাবে সমান শরীক হবে।

৩৪. অপরাধী লোকদের সাথে আমরা এরূপ ব্যবহারই করে থাকি।

৩৫. এই লোকেরা এমন ছিল যে, তাদেরকে যখন বলা হতঃ “আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত মা’বুদ কেউ নেই” তখন এরা অহংকারে ফেটে পড়ত।

৩৬. বলতঃ “আমরা এক বিকৃত মস্তিষ্ক কবির কথায় নিজেদের মা’বুদদের ত্যাগ করব?”

৩৭. অথচ সে তো সত্য নিয়েই এসেছিল এবং সে রসূলদের সত্যতা ঘোষণা করেছিল।

৩৮. (এখন এদেরকে বলা হবে যে) তোমরা অবশ্যই পীড়াদায়ক আযাব আবাদন করবে।

৩৯. তোমাদেরকে যা কিছুই প্রতিফল দেয়া হবে তা তোমাদের নিজেদের কৃত কাণ্ডেরই প্রতিফল।

৪০. কিন্তু আল্লাহর বাহাই করা বান্দারা (এই দুঃখজনক পরিণাম হতে) রক্ষা পেয়ে যাবে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۝ فَوَاكِهِ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ۝
 জানা-বুঝা রিয়ক তাদের জন্যে এসবলোক
 (নির্ধারিত) ফলমূলসমূহ সন্মানিত তারা এবং (হবে)

فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّتَقَبِلِينَ ۝ يَطَافُ
 নিয়ামতে উদ্যানসমূহের মধ্যে
 উপর আসনসমূহের (সমাসীন হবে) মুখোমুখি হয়ে ঘুরান হবে

عَلَيْهِمْ بِكَاسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۝ بَيْضَاءُ لَّدَّةٍ ۝ لِلشَّرِبِينَ ۝
 পান পাত্রকে তাদের কাছে থেকে
 প্রবাহিত শরাবের স্বাদু সুগেয় পানকারীদের জন্যে

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۝ وَ عِنْدَ هُمْ
 তার মধ্যে না আর কতকর না তার মধ্যে না
 (থাকবে) তাহতে তারা না আর কতকর না তার মধ্যে না
 (এমন তরুণী থাকবে) এতদে

فُصِرَتْ الطَّرْفُ عَيْنٌ ۝ كَاثَنٌ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۝
 দৃষ্টি সুন্দর চক্ষু-বিশিষ্ট তারা যেন ডিম লুকিয়ে রাখা
 (যারা) সংরক্ষণকারিণী

فَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالَ
 অতঃপর তাদের একে একে সামনা-সামনি হবে
 বলবে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসা করবে

قَالَ إِنِّي كَانُ لِي قَرِينٌ ۝
 একজন সঙ্গী আমার ছিল নিশ্চয় আমার তাদের মধ্যে হতে এক কথক

৪১. তাদের জন্যে জানা-বুঝা রিয়ক রয়েছে,

৪২-৪৩. সর্বপ্রকার সুস্বাদু দ্রব্যাদি ও ফলমূল এবং নেআমতে উরা জান্নাতও- যাতে তারা সন্মানের সাথে বসবাস করবে।

৪৪. আসনে মুখা-মুখী আসীন হবে।

৪৫. শরাবের স্বাদু-সমূহ হতে পান-পাত্র পূর্ণ করে তাদের মাঝে ঘুরানো হবে।

৪৬. তা উজ্জ্বল পানীয়, পানকারীদের জন্যে সুগেয়-সুস্বাদু।

৪৭. না তাদের দেহে এর দরুন কোন ক্ষতি হবে, না তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হবে।

৪৮. তাদের নিকট দৃষ্টি সংরক্ষণকারিণী সুন্দর চক্ষু-বিশিষ্ট নারীরা থাকবে।

৪৯. এমন স্বচ্ছ, যেমন ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি।

৫০. পরে তারা পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে।

৫১. তাদের একজন বলবে দুনিয়ায় আমার একজন সাথী ছিল,

يَقُولُ أَيْنِكَ لَيْسَ الْمُصَدِّقِينَ ۝ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ

ও মাটি আমরা হব এবং আমরা মারা যখন কি সত্যতাবীকারকারীদের অবশ্যই তুমি কি সে বলত
অন্তর্ভুক্ত নিশ্চয়

عَظَمًا ؕ إِنَّا لَمَدِينُونَ ۝ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ۝

(সেসব লোকদেরকে) তোমরা কি বগবে প্রতিফল প্রাপ্ত হব অবশ্যই আমরা কি অস্থি (সর্বস্ব)
ঝুঁকে দেখতে পাও নিশ্চয়

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝ قَالَ تَاللَّهِ إِنِ

যে আল্লাহর শপথ সে বগবে জাহান্নামের গভীরতায় মথো তাকে ফলে সে তখন
দেখতে পাবে ঝুঁকে দেখবে

كَذَّبْتَ لِتُزْدِرِينَ ۝ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ

অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই আমার অনুগ্রহ না যদি এবং আমাকে ধ্বংস করেই তুমি গ্রাম
আমি হতাম রবের (হতো) ফেলেছিলে

السَّخِرِينَ ۝ أَمَّا نَحْنُ بِمَبِيتِينَ ۝

মৃত্যু বরণকারী হব আমরা তবে কি * (জাহান্নামে) উপস্থিত করা
না লোকদের

৫২. যে আমাকে বলতঃ “তুমিও কি ইহা সত্য বলে স্বীকারকারীদের মধ্যে शामिल!

৫৩. আমরা যখন মরে যাব ও মাটিতে পরিণত হব এবং অস্থির জীর্ণ স্থূপ হয়ে যাব তখন বাস্তবিকই কি আমাদেরকে পুরস্কার ও শান্তি দেয়া হবে?”

৫৪. এখন সে লোক কোথায় আছে তা কি আপনারা দেখতে চান?

৫৫. এই কথা বলে যখনই সে মস্তক অবনত করবে তখনই সে তাকে জাহান্নামের গভীরতায় দেখতে পাবে।

৫৬. তাকে সে ডেকে বলবেঃ “আল্লাহর শপথ, তুমি তো আমাকে ধ্বংসই করে দিতেছিলে!

৫৭. আমার রবের! অনুগ্রহ যদি না পেতাম তাহলে আজ আমিও সেই লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম যারা প্রেফতার হয়ে এসেছে!

৫৮. আল্লাহ ৮, তো এখন কি আমরা আর কখনো মরে যাব না?

৮. কথার ধরণ থেকে স্পষ্টরূপে বোঝা যায়— নিজের সেই দোষখী বন্ধুর সংগে কথা বলতে অকস্মাৎ এই জ্ঞানাতী ব্যক্তি স্বগত নিজে নিজেকে বলতে শুরু করেছে। এ বাক্যাংশ তার মুখ থেকে একরূপ ভাবে নির্গত হয় যেমন কোন ব্যক্তি নিজেকে প্রত্যেকটি আশা ও প্রত্যেকটি অনুমান থেকে উচ্চতর অবস্থার মধ্যে পেয়ে অত্যন্ত বিশ্বাসে ও স্মৃতি-আনন্দের প্রাচুর্যে নিজে নিজেই কথা বলতে শুরু করে।

* প্রশ্নবোধক অব্যয়টি এখানে নিশ্চয়তার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝٥٩ إِنَّ هَذَا لَهُوَ
অবশ্যই এটা নিশ্চয় শাস্তি প্রাপ্ত হব আমরা না এবং প্রথম আমাদের মৃত্যু ব্যতীত
সেই

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝٦٠ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ۝٦١ أَذْلِكَ
উত্তম সাফল্য বিরতি অনুরূপ (সাফল্যের) জন্যে এর পরিপ্রয়মদের পরিপ্রয়ম করা উচিত এটাকি

خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّاقِمِ ۝٦٢ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً
উত্তম আপ্যায়ন উত্তম না বাগ্ময়ন উত্তম
শ্রীকাকারূপ তা আমরা বানিয়েছি নিশ্চয় আমরা যাক্কমের বৃক্ষ

لِلظَّالِمِينَ ۝٦٣ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۝٦٤
যাফিমদের জন্যে তা নিশ্চয় (এমন) একটি বৃক্ষ (যা) জাহান্নামের মূল হতে উদগত হয়

طَلْعَهَا كَأَنَّه رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ۝٦٥ لَا تَكُونُوا
তার ছড়াগুলো (হচ্ছে এমন) তা যেন মস্তকসমূহ শয়তানগুলোর নিচম অতঃপর উক্ষণকারী হবেন তারা

مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝٦٦
তা থেকে এভাবে তা থেকে
উদরসমূহকে তা থেকে পূর্ণকারী হবে

৫৯. মৃত্যু- যা আমাদের ঘটবার ছিল তা পূর্বেই কি এসেছে? এখন আমাদের জন্যে কি কোন আযাবই নেই?"

৬০. নিঃসন্দেহে ইহাই বিরতি সাফল্য।

৬১. এরূপ সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত।

৬২. বলঃ এই আতিথেয়তা উত্তম না যাক্কম গাছ?

৬৩. আমরা সেই গাছটিকে যালেমদের জন্যে ফেতনা বানিয়ে দিয়েছি।

৬৪. উহা এমন একটি গাছ যা জাহান্নামের তলদেশ হতে বের হয়।

৬৫. এর ছড়াগুলি এমনই, যেমন শয়তানগুলির মাথা।

৬৬. জাহান্নামের অধিবাসীরা তা খাবে এবং তা দিয়েই পেট ভরবে।

৯. অর্থাৎ অমান্যকারীরা এ কথা শুনে কুরআনের প্রতি বিদ্রূপ ও নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি ঠাট্টার একটা নতুন সুযোগ পায়। তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলতে থাকে-“নাও, আবার নতুন কথা শোন -জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের মাঝে বৃক্ষ জন্মাবে”।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۖ ثُمَّ إِنَّ

নিচয় এরপর গরম পানির অবশ্যই তার উপর তাদের জন্যে নিচয় এরপর
(খাকবে)

مَرْجِعَهُمْ لَا إِلَى الْجَحِيمِ ۚ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِِّينَ ۖ

বিপথগামী তাদের পিতৃপুরুষ পেয়েছিল তারা নিচয় জাহান্নামের দিকে অবশ্যই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে

فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۚ وَقَدْ جَاءَهُمْ نَذْرٌ مِّنْ رَبِّهِمْ

তাদের পূর্বেও পথচ্যুত হয়েছিল নিচয় এবং ধাবিত হচ্ছে তাদের পদাঙ্কের উপর অভ্যস্ত তারা

أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ۚ فَانْظُرْ

দেখ অতঃপর সতর্ককারীদেরকে (রসূলরূপে) তাদের মধ্যে আমরা পাঠিয়েছিলাম নিচয় এবং পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ۚ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ

আল্লাহর বান্দাদের তবে স্বতন্ত্র যাদের সতর্ক করা পরিণাম হয়েছিল কেমন (সেই লোকদের)

الْمُخْلِصِينَ ۚ وَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْجَوَابُ

অতঃপর নূহ আমাদেরকে নিচয় এবং প্রকৃষ্ট করা হয়েছিল (আমরা) (যাদের)

৬৭. তারপর পান করার জন্যে তাদেরকে ফুটন্ত পানি দেয়া হবে।

৬৮. আর এর পর সেই জাহান্নামের আগুনের দিকেই হবে তাদের প্রত্যাবর্তন।

৬৯. এই লোকেরা তাদের বাপ-দাদাকে গোমরাহ পেয়েছে।

৭০. এবং তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা দৌড়ে চলেছে।

৭১. অথচ তাদেরও পূর্বে বহু লোকই গোমরাহ হয়েছিল।

৭২. আর আমরা তাদের মধ্যে হুশিয়ারকারী রসূল পাঠিয়েছিলাম।

৭৩. এখন দেখ, এই হুশিয়ার করে দেয়া লোকদের পরিণাম কি হয়েছে।

৭৪. এই খারাব পরিণাম হতে আল্লাহর কেবল সেসব বান্দাই রক্ষা পেয়েছে, যাদেরকে তিনি নিজের জন্যে খালেস ও খাঁটী বানিয়ে নিয়েছেন।

রুকুঃ ৩

৭৫. আমাদেরকে (ইতোপূর্বে) নূহ ডেকেছিল, তোমরা লক্ষ্য কর আমরা কত উত্তম জবাবদাতা ছিলাম।

وَ نَجَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝ وَ جَعَلْنَا
আমরা করে এবং কঠিন সংকট হতে তার পরিবারকে ও তাকে আমরা এবং
হিলাম করেছিলাম উদ্ধার

دُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ۝ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَّمَ
শান্তি পরবর্তীদের মধ্যে তার সৎকে আমরা ছেড়েছি এবং অবশিষ্ট তারাই তার বংশধরকে
(বর্ষিত হউক) (এমন যে)

عَلَىٰ نَوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিফল দেই এভাবে নিচম সমগ্রবিশ্বের মধ্যে নূহের উপর

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ ثُمَّ أَغْرَقْنَا
আমরা ছুঁবিয়ে দেই এরপর ইমানদার আমাদের বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত সে নিচম
(হিল)

الْآخِرِينَ ۝ وَ إِنَّا مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ جَاءَ
সে এসেছিল (বরণকর) ইব্রাহিম অবশ্যই তার পছন্দ মধ্যহতে নিচম এবং অন্যদেরকে
যখন (অন্তর্ভুক্ত ছিল) সারীদের

رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مَاذَا
কিসের তার আভিকে ও তার পিতাকে সে বলেছিল যখন বিতর্ক চিন্তসহ তার রবের
(সমীপে)

تَعْبُدُونَ ۝ أَيَفْكَاءَ إِلَهَةٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۝
তোমরা পেতে আত্মাহকে ব্যতীত ইলাহদের কি তোমরা ইবাদত করছ
চাও মিথ্যা

৭৬. আমরা তাকে ও তার ঘরের লোকদেরকে মহা যন্ত্রনা ও পীড়ন হতে রক্ষা করলাম।

৭৭. এবং তারই বংশধরকে বাঁচিয়ে রাখলাম।

৭৮. আর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনার ধারা অবশিষ্ট রাখলাম।

৭৯. নূহের প্রতি সালাম সারা দুনিয়াবাসীর মধ্যে।

৮০. নেক আমলকারীদেরকে আমরা এমনই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

৮১. আসলে সে আমাদের মুমিন বান্দাদের মধ্যেই একজন।

৮২. পরে অন্যদেরকে আমরা ছুঁবিয়ে ফেললাম।

৮৩. আর নূহেরই পছন্দসূরী ছিল ইব্রাহীম।

৮৪. সে যখন তার রবের সমীপে প্রশান্ত-অনুগত মন নিয়ে আসল,

৮৫. সে যখন তার পিতা ও তার জাতির জনগণকে বলল: “তোমরা যে গুলোর ইবাদত করছ, এগুলো কি?”

৮৬. ...তোমরা কি আত্মাহকে বাদ দিয়ে মিথ্যে-মিথ্যা মনগড়া মা'বুদ পেতে চাও?

قَالُوا	ابْنُوا لَهُ	بُنْيَانًا	فَالْقُوَّةَ	فِي الْجَحِيمِ ١٩
তারা বলল	তোমরা	তার	তাকে অতঃপর	প্রাচীর বেটনীর
বানাও	অন্য	অন্য	নিষ্কেপ কর	অগ্নিকুন্ডে
فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا	فَجَعَلْنَاهُمْ	الرَّاسِفِينَ ٢٠	وَقَالَ إِنِّي	نَارًا
তারা অতঃপর	তাদেরকে তখন:	অতিশয় হীন	সে বলল	আমি
বিরুদ্ধে	একটি গড়ায়ত্রের	অতি নীচু	এবং	নিচর
সংকল্প করল	আমরা করলাম			আমি
ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي	سَيَهْدِينِ ٢١	رَبِّ	هَبْ لِي مِنْ	مَتَابُكَ
আমার	পথ দেখাবেনগীঃই	(সে দোয়া করল)	আমাকে	মধ্যরাত্রে
দিকে	তিনি আমাকে	হে আমার রব	দাও	(সন্তান)
الصَّالِحِينَ ٢٢	فَبَشِّرْنَاهُ	بِعِلْمٍ	حَلِيمٍ ٢٣	فَلَمَّا بَلَغَ
সৎকর্মশীলদের	তাকে আমরা ফলে	এক পুত্রের	ধৈর্যশীল	অতঃপর
	সুসংবাদ দিলাম		সুস্থীর	যখন
مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يُبْنَىٰ إِنِّي	أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ	إِنِّي	مَعَهُ	السَّعَىٰ
সে বলল	দৌড়াদৌড়ির	নিচর	আমি	আমি
তার সাথে	(বয়সে)	আমি	পুত্র	
أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ٢٤	قَالَ يَآبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ	يَا	أَفَنِي	أَفَنِي
তোমাকে জবেহ	তাই	আগনি	হে	আগনি
করাছি	ভেদে দেখ	করুন	আমার পিতা	আগনি
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٥	مِنْ الصَّادِقِينَ ٢٦	مِنْ الصَّادِقِينَ ٢٧	مِنْ الصَّادِقِينَ ٢٨	مِنْ الصَّادِقِينَ ٢٩
আপনি	আমাকে	আপনি	আপনি	আপনি
পাবেন				

৯৭. তারা পরস্পর বলাবলি করল: “এর জন্যে একটি অগ্নিকুন্ড বানাও এবং একে সেই জ্বলন্ত আগুনের স্তূপে নিষ্কেপ কর”।

৯৮. তারা তাঁর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল; কিন্তু আমরা তাদেরকেই হীন করে ছাড়লাম।

৯৯. ইবরাহীম বলল: “আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি”। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।

১০০. হে খোদা! আমাকে একটি পুত্র-সন্তান দান কর যে সৎকর্মপ্রবানদের মধ্যে একজন হবে”।

১০১. (এই দোয়ার জবাবে) আমরা তাকে একটি অতীব ধৈর্যশীল (সুস্থীর) পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিলাম”।

১০২. সেই ছেলেটি যখন তার সাথে দৌড়াদৌড়ি করবার বয়স পর্যন্ত পৌছিল, তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বলল: “পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন তুমি বল, তোমার মত কি?” সে বলল: “যা কিছু আপনাকে হুকুম দেয়া হচ্ছে তা আপনি করুন, খোদা চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের একজন পাবেন”।

১২. অর্থাৎ নিজের প্রভুর জন্যে ঘর ও স্বদেশ ত্যাগ করছি।

১৩. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ)।

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝ وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهِيمُ ۝

ইব্রাহীম হে যে তাকে আমরা এবং কপালের উপর তাকে সে এবং আত্মসমর্পণ যখন অতঃপর
আওয়াজ দিলাম শায়িত করল করল উভয়ে

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

সৎকর্মশীলদের প্রতিফল দিই এরূপে নিচর আমরা স্বপ্নকে তুমি সত্য করেছ নিচর
আমরা

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ وَ فَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ

কোরবানীর তাকে আমরা ছাড়িয়ে এবং সুস্পষ্ট পরীক্ষা তা অবশ্যই এটা নিচর
বিনিময়ে নেই (ছিল)

عَظِيمٍ ۝ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَى

উপর সালাম পরবর্তীদের মধ্যে তার উপর আমরা প্রচলিত এবং বড়
(বর্ষিত হউক) (তার স্বরণ) রাখলাম

إِبْرَاهِيمَ ۝ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

উত্তম কর্মশীলদেরকে প্রতিফল দিই এরূপে ইব্রাহীমের
আমরা

১০৩. শেষে যখন এই দুজনই আনুগত্যের মাথা নোয়ায়ে দিল এবং ইব্রাহীম পুত্রকে ললাটের অভিমুখে শোয়ায়ে দিল

১০৪. এবং আমরা আওয়াজ দিয়ে বললাম : “হে ইব্রাহীম,

১০৫. তুমি তো স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করে দেখালে ১০৬। আমরা সৎ লোকদের এরূপ প্রতিফলই দান করে থাকি।

১০৬. নিঃসন্দেহে এটা একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষার ব্যাপার ছিল”।

১০৭. আর আমরা একটি বড় কোরবানীর ১৫ বিনিময়ে সেই ছেলোটিকে ছাড়িয়ে নিলাম।

১০৮. আর তার প্রশংসা ও শুণ বর্ণনা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত রাখলাম।

১০৯. সালাম ইব্রাহীমের প্রতি।

১১০. সৎ লোকদেরকে আমরা এরূপ প্রতিফলই দিয়ে থাকি।

১৪. স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল- তিনি যবেহ করছেন। তিনি যবেহ করে ফেলেছেন এমন দেখানো হয় নি। এজন্যে যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যবেহ করার জন্যে পূর্ণ পত্নত্ব গ্রহণ করেন তখন বলা হলো-“ তুমি নিজের স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে।”

১৫. ‘বড় কোরবানী’ অর্থ একটি ভেড়া, পুত্রের পরিবর্তে যবেহ করার জন্যে সে সময় আব্বাহতা’আলার ফেরেশতা হযরত ইব্রাহীমের সামনে পেশ করেছিলেন। একে বড় কোরবানী এই কারণে বলা হয়েছে যে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মতো আব্বাহর অনুগত বান্ধার জন্যে তাঁর পুত্রের ন্যায় ধৈর্যশীল ও জীবন উৎসর্গকারী বালকের পরিবর্তে এটা ফিদিয়া (উদ্ধার মূল্য) ছিল। বড় কোরবানী বলার আরো একটি কারণ হচ্ছে, আব্বাহতা’আলা কেয়ামত পর্যন্ত এ সুনত জারী করে দিয়েছেন যে- ঐ তারিখে সারা দুনিয়ার সমস্ত মু’মিনরা পত্ন কোরবানী করবে এবং আনুগত্য ও প্রাণোৎসর্গের এই বিরাট মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনা নতুন করে স্বরণ করবে।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَ بَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا

একজন নবী ইসহাক সম্পর্কে তাকে আমরা এবং (যারা ছিল) আমাদের বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত সে নিচয়
হিসেবে সুসংবাদ দিলাম মুমিন (ছিল)

مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَ بَرَكْنَا عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ إِسْحَاقَ وَ مِنْ

সংযুক্তি এবং ইসহাকের উপর ও তার উপর আমরা বরকত এবং সংকর্মণীলদের অন্যতম
দিলাম

ذُرِّيَّتَيْهَا مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ۝ وَ لَقَدْ مَنَّآ

আমরা অনুগ্রহ নিচয় এবং সুস্পষ্ট তার নিজের (কেউ হয়) ও (কেউ হয়) তাদের দুজনের
করেছি উপর জুলমকারী উত্তমকর্মণীল বংশধরদের

عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ ۝ وَ نَجَّيْنَاهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنْ

হতে উভয়ের জাতিতে ও উদ্ধার করেছি এবং হারুনের ও মূসার উপর
আমরা উভয়কে

الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ۝ وَ نَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝

বিজয়ী তারাই অতঃপর তাদেরকে আমরা এবং কঠিন সংকট
তারা হয়েছিল সাহায্য করেছি

وَ آتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۝ وَ هَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ

পথে উভয়কে আমরা এবং অতীব স্পষ্ট কিতাব উভয়কে আমরা এবং
পরিচালিত করেছি দিয়েছি

الْمُسْتَقِيمَ ۝

সরল সঠিক

১১১. নিচয় সে আমাদের মু'মেন বান্দাদের মধ্যের একজন ছিল।

১১২. আর আমরা তাকে ইসহাক সম্পর্কেও সুসংবাদ দিলাম। সে হল নবী- নেক আমলকারী লোকদের একজন।

১১৩. এবং তাকে ও ইসহাককে বরকত দিলাম ১৬। এখন এই দু'জনের বংশের লোকদের মধ্যে কেউ তো
নেককার আর কেউ নিজের উপর সুস্পষ্ট জুলমকারী।

রুকুঃ ৪

১১৪. আর আমরা মূসা ও হারুনের প্রতি অনুগ্রহ করেছি।

১১৫. তাদেরকে এবং তাদের জাতিতে মহা প্রাণাত্তর কষ্ট হতে মুক্তিদান করেছি।

১১৬. তাদেরকে সাহায্য দান করেছি, যে কারনে তারা বিজয়ী হল।

১১৭. তাদেরকে অতীব স্পষ্ট কিতাব দান করেছি,

১১৮. তাদেরকে নির্ভুল সঠিক পথ দেখিয়েছি

১৬. অর্থাৎ কোরবানীর এই ঘটনার পর হযরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্মলাভের সুসংবাদ দান করেন।

وَتَرْكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ
 উপর সালাম পরবর্তীদের মধ্যে তাদের উত্তরের মধ্যে আমরা অবশিষ্ট রেখেছি এবং
 (বর্ষিত হউক) (উত্তম স্বরণ)

مُوسَىٰ وَ هَارُونَ ۝ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
 মুসা হারুন ১১০ ১১১
 উচ্চ কর্মশীলদের প্রতিফল দেই এরূপে নিশ্চয় হারুনের ও মুসার
 আমরা আমরা

إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ
 অবশ্যই ইল্যাস নিশ্চয় এবং (যারা ছিল) আমাদের অতীত নিশ্চয়
 অন্যতম ইমানদার বান্দাদের তারা দুজনও

الرُّسُلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِلَّا تَتَّقُونَ ۝ أَتَدْعُونَ
 তাদের ডাকবে কি তোমরা সাবধান না কি তার জাতিকে সে বলেছিল (স্বরণ কর) রসূলদের
 হবে যখন

بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَ
 ও (যিনি) (অর্থাৎ) নির্মাতাদের যিনি কেড়ে নেবে আর না'আল
 তোমাদের রূপ আত্মাহুত প্রেত (নামক সৃষ্টিকে)

رَبِّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝
 উপস্থিত করা হবে নিশ্চয় তাই তাকে তারা তখন পূর্বের তোমাদের পিতৃ রূপ
 (শান্তির জন্যে) অবশ্যই তাদের অমান্য করল

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝ وَ تَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝
 পরবর্তীদের মধ্যে তার সম্বন্ধে আমরা অবশিষ্ট এবং (যারা) আত্মাহুত বান্দারা তবে
 (উত্তম স্বরণ) রেখেছি একনিষ্ঠ (নাতিক্রম)

১১৯. এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তাদের ভাল স্বরণকে জারী রেখেছি।

১২০. মুসা ও হারুনের প্রতি সালাম।

১২১. নেক আমলকারীদেরকে আমরা এরূপই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১২২. তারা প্রকৃতপক্ষেই আমাদের মু'মেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১২৩. আর ইল্যাসও নিঃসন্দেহে রসূলগণের একজন ছিল।

১২৪. স্বরণ কর, সে যখন তার জাতির লোকদেরকে বলেছিলঃ “তোমরা কি ভয় কর না?”

১২৫. তোমরা কি ‘বায়াল’ কে ডাকো, আর সর্বোত্তম সৃষ্টিকারীকে পরিভ্যাগ করে চল—

১২৬. সেই আত্মাহুত, যিনি তোমাদের ও তোমাদের আগে-পিছের বাপ-দাদার রব?”

১২৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব এখন তাদেরকে নিশ্চয় শান্তির জন্যে পেশ করা হবে।

১২৮. আত্মাহুত সেই সব বান্দাদের ছাড়া, যাদেরকে খাটি করে নেয়া হয়েছিল যারা মুখলেস।

১২৯. ইল্যাসের ভাল স্বরণকে আমরা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে অবশিষ্ট রেখেছি।

سَلَّمَ عَلَىٰ إِيَّاكَ ۖ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٠﴾
 উপর সালাম (বর্ষিত হউক) ইলিয়াসের নিচয় আমরা প্রতিফলদেই আমরা উত্তম কর্মশীলদেরকে

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣١﴾ وَ إِنَّ لَوْطًا لَّمِنْ
 সে নিচয় অর্পিত আমাদের (যারা) আমাদের আমাদের নিচয় অন্ততম অবশ্যই লুত ও (ছিল) নিচয় এবং

الرُّسُلِينَ ۖ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٢﴾ إِلَّا عَجُوزًا
 রসূলদের (স্বরণকর) যখন তাকে আমরা এবং তার পরিবারের একবৃদ্ধকে ব্যতীত (অর্থাৎ তার স্ত্রীকে) সকলকে

فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٣﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٣٤﴾ وَ أَتٰكُم لَتَمُوتُنَّ
 (সে ছিল) পচাতে অবস্থান করারীদের অন্তর্ভুক্ত আমরা ধ্বংস করেছিলাম এরপর এবং অবশিষ্টদেরকে নিচয় অবশ্যই গমন করে থাক তোমরা

عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٥﴾ وَ بِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٦﴾ وَ إِنَّ
 তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকার) উপর দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যায় তুমিও কি তোমরা জ্ঞান না নিচয় এবং কাজে লাগাও

يُونُسَ لَمِنْ الرُّسُلِينَ ۖ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٣٧﴾
 ইউনুসও (ছিল) অবশ্যই অন্যতম রসূলদের (স্বরণকর) যখন সে পালিয়ে ছিল দিকে নৌবানের বোঝাই করা

১৩০. ইলিয়াসের প্রতি সালাম।

১৩১. নেক্ আমলকারীদের প্রতিফল আমরা এ রকমই দিয়ে থাকি।

১৩২. বাতবিকই সে আমাদের মু'মেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৩৩. আর লুতও ছিল সেই সব লোকের একজন, যাদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠান হয়েছে।

১৩৪. স্বরণ কর, আমরা যখন তাকে এবং তার ঘরের সব লোককে মুক্তি দান করেছিলাম

১৩৫. - এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের একজন ছিল।

১৩৬. অবশিষ্ট সকলকেই আমরা তছনছ করে দিয়েছি।

১৩৭-১৩৮. আজ তোমরা দিন-রাত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চল অতিক্রম করে যাতায়াত করে থাক; তোমাদের কি জানোদয় হয় না?

রুকুঃ ৫

১৩৯. আর ইউনুসও নিঃসন্দেহে রসূলগণের একজন ছিল।

১৪০. স্বরণ কর, সে যখন একটি ভরা নৌকার দিকে পালিয়ে যেতে লাগল,

نَسَاهُمْ	فَكَانَ	مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٣٧﴾	فَالْتَقَمَهُ	الْحُوتُ
অতঃপর	তখন	অন্তর্ভুক্ত	প্রত্যাখ্যাতদের	তাকে অতঃপর
মটাঙ্গী করল	সে হল	(আর পানিতে নির্ধিক্ত হইল)	গিলে ফেলল	মাছে
وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٣٨﴾	فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ	مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٣٩﴾	لَكَيْتَ	
তখন	সে না	ওসবীহকারীদের	অবশ্যই	
যদি	হত	অন্তর্ভুক্ত	সে থাকত	
তিরঙ্কত হই	না	হত	সে থাকত	
فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٠﴾	فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ	وَهُوَ		
দিন	পথান্ত	তার পেটের	মধ্যে	
নিষ্কপ করলাম	পুণঃপ্রাণের	তাকে-আমরা এর পর	ভূগর্ভীন প্রান্তরে	সে এবং
স্ব-প্রাণের	নিষ্কপ করলাম			
سَقِيمٌ ﴿١٤١﴾	وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ	شَجَرَةً	مِّنْ يَّفْطِينِ ﴿١٤٢﴾	
(খিল)	আমরা	গাছ	লতা-পাতাযুক্ত	
রূপ	উদগত	তার জন্যে		
	করলাম			

১৪১. পরে লটারীতে শরীক হল এবং তাতে ধরা পড়ে গেল।
 ১৪২. শেষ পর্যন্ত মাছ এসে তাকে গিলে ফেলল এবং সে ছিল তিরঙ্কত^{১৭}।
 ১৪৩. এখন যদি সে তসবীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হত,
 ১৪৪. তাহলে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত মাহের পেটে থাকতে বাধ্য হত^{১৮}।
 ১৪৫. শেষে আমরা তাকে বড় ক্রান্ত অবস্থায় এক মরু গমীনে নিষ্কপ করলাম
 ১৪৬. এবং তার উপর একটি লতা-পাতাযুক্ত গাছ সৃষ্টি করে দিলাম।

১৭. এই বাক্যাংশগুলি সম্পর্কে চিন্তা করলে যে পরিস্থিতি বোঝা যায় তা হচ্ছে : ১. হযরত ইউনুস (আঃ) যে কিশতীতে আরোহণ করেছিলেন তা নিজ ধারণক্ষমতা থেকে বেশী বোঝাই ছিল। ২. নৌকার মধ্যেই ভাগ্য-নির্ধারক-পাশা নিষ্কপণ করা হয়েছিল, যখন সামুদ্রিক সফরের মধ্যে বুঝা গেল যে নৌকার ভার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে নৌকার সকল মুসাফিরের জীবনাশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাশা এই উদ্দেশ্যে নিষ্কপ করা হয়েছিল যে, বার নাম শুটিকাতে বের হবে তাকে পানিতে নিষ্কপ করা হবে। ৩. শুটিকাতে হযরত ইউনুসের (আঃ) নাম উঠেছিল সুতরাং তাঁকে সমুদ্রের মধ্যে নিষ্কপ করা হলো এবং একটি মৎস তাঁকে গ্রাস করলো। ৪. হযরত ইউনুস (আঃ) নিজ প্রভুর (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার) অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কারণে এই বিপদে পতিত হয়েছিলেন। ١٧. 'আবাকা' শব্দ দ্বারা এই অর্থ প্রমাণিত হয়। কেননা, আরবী ভাষায় পলাতক দাসের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়।
 ১৮. অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত মাহের পেটই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কবর স্বরূপ থাকতো।

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٩﴾ فَآمَنُوا

তার। অতঃপর। ততোধিক বা হাজার একশত প্রতি তাকে আমরা এবং
ঈমান আনে (লোকদের কাছে) (অর্থাৎ একলক্ষ) পাঠালাম

فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٥٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَّبِّكَ بُنَاتٌ

কন্যাসমূহ (আছে) তোমার রবের তাদেরকে অতঃপর নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে আমরা অতঃপর
জীবনোপভোগ দিলাম

وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٥١﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ

তাঁরা আর নারীরাই ফেরেশতাদেরকে আমরা সৃষ্টি অথবা পুত্রসমূহ তাঁদের জন্যে এবং
করেছি (আছে)

شَاهِدُونَ ﴿١٥٢﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ آفِكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥٣﴾

কথা বলছে অবশ্যই তাদের মন গড়া হতে তারা নিচয় সাবধান স্বচক্ষে দেখেছে
(যে) ধারণা

وَلَدَ اللَّهُ ۖ وَ إِنَّهُمْ لَكَاِبُونَ ﴿١٥٤﴾ أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَىٰ

পরিবর্তে কন্যাদেরকে তিনি পছন্দ মিথ্যাবাদী অবশ্যই তারা নিচয় এবং আল্লাহ সন্তান জন্য
করেছেন কি দিয়েছেন

الْبَنِينَ ﴿١٥٥﴾ مَا لَكُمْ تَكُفٌ ۖ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٦﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٧﴾

তোমরা উপদেশ গ্রহণ করে কি তোমরা বিচার কর কেমন তোমাদের কি পুত্র সন্তানদের
করবে না হয়েছে

১৪৭. তার পর আমরা তাকে এক লক্ষ কিংবা ততোধিক লোকদের প্রতি^{১৯} পাঠালাম।

১৪৮. তারা ঈমান আনল এবং একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তাদেরকে সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী করে রাখলাম।

১৪৯. অতঃপর এই লোকদেরকে একটু জিজ্ঞাসাই কর, (এই কথাটা কি তাদের মনঃপুত হয় যে,) তোমাদের জন্যে তো হবে অনেক কন্যা, আর তাদের জন্যে হবে শুধু পুত্র সন্তানগন!

১৫০. আমরা কি ফেরেশতাদেরকে বাস্তবিকই মেয়ে করে বানিয়েছি, আর এরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে কথা বলছে?

১৫১-১৫২. ভালভাবে শুন! আসলে এরা নিজেদের মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে! এরা প্রকৃতই মিথ্যাবাদী।

১৫৩. আল্লাহ কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তানই নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়েছেন?

১৫৪. তোমাদের হল কি, কি রকমের তোমরা. মত প্রকাশ করছ?

১৫৫. তোমাদের কি হুঁশ হবে না?

১৯. একলক্ষ বা তার থেকে বেশী বলার অর্থ এই নয় যে এর সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সন্দেহ ছিল, বরং এর অর্থ হচ্ছে— যদি কেউ তাদের বক্তি দেখতো তবে এই অনুমান করতো যে এই শহরের বসতি এক লাখ থেকে বেশী হবে; তার কম হবে না।

أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ فَآتُوا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

সত্যবাদী তোমরাও যদি তোমাদের কিতাব তাহলে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ তোমাদের অথবা হও তোমরা আন সনদ (আছে)

وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا ۚ وَ لَقَدْ عَلِمْتَ الْجَنَّةُ ۙ

জিনরা ছেনেছে নিচয় এবং বংশীয় জিনদের মাঝে ও তাঁর তারা এবং বানিয়েছে

اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ اِلَّا عِبَادُ

(এইসব) তবে তারা বর্ণনা করে তা হতে আল্লাহ পাক-পবিত্র অবশ্যই নিচয় বান্দা ব্যতিক্রম যা উপস্থিত করা হবে তাদেরকে

اللّٰهِ الْمَخٰصِيْنُ ۝ فَآتِكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ مَا اَنْتُمْ

তোমরা না তোমরা ইবাদত কর যাদেরকে এবং সুতরাং (যারা) আল্লাহর একমিষ্ট

عَلَيْهِ بِفَتْنَيْنِ ۝ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ۝ وَ مَا مِنَّا

আমাদের নাই এবং প্রত্ননিত ভয়ংকর যে তাকে তবে বিগ্রহ করতে তাঁর সমক্ষে মাঝ কেউ আতনে (পারবে) পারবে (কাউকে)

اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ۝ وَاِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّوْنَ ۝ وَاِنَّا

নিচয় এবং সারিবদ্ধভাবে দভায়মান আমরা অবশ্যই নিচয় এবং নির্দিষ্ট স্থান তার এখ্যাতীয় আমরা (রয়েছে) জন্যে যে

لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۝

তসবীহকারী আমরা অবশ্যই

১৫৬. অথবা, তোমাদের নিকট তোমাদের এইসব কথাবার্তার জন্যে কোন স্পষ্ট সনদ আছে কি?

১৫৭. থাকলে পেশ কর তোমাদের সেই কিতাব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৫৮. এই লোকেরা আল্লাহ ও জিনদের ২০ মাঝে বংশীয় সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়েছে। অথচ - জিনরা ভালভাবে জানে যে, তারা অপরাধী হিসাবে উপস্থাপিত হবে।

১৫৯. (আর তারা বলে যে,) “আল্লাহ সেসব গুণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র,”

১৬০. যা তাঁর খাতি বান্দাগণ ছাড়া অন্য লোকেরা তাঁর সম্পর্কে বলে।

১৬১-১৬২. অতএব তোমরা ও তোমাদের এই মা'বুদ আল্লাহ হতে কাউকে কিরিয়ে রাখতে পারে না-

১৬৩. পারে কেবল তাকে, যে দোষখের জ্বলন্ত আতনে জ্বলে ভস্ম হবে।

১৬৪. “আর আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমাদের প্রত্যেকেরই একটা স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে।

১৬৫-১৬৬. আমরা সারিবদ্ধ ভাবে দভায়মান; তসবীহকারী”।

২০. যদিও জিন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এখানে ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। ‘জিন’-এর শব্দগত অর্থ গুপ্ত সৃষ্টজীব।

وَ إِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ۖ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا

বিকর আমাদের কাছে হত যদি তারা বলেই আসছে যদিও এবং
(অর্থাৎ কিভাবে)

مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكِنَّا أَكْبَرُ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۖ

(যারা) আত্মাহর বান্দা অবশ্যই আমরা হতাম
দুর্ভাগীদের মত

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا

আমাদের বাণী (ওয়ারদা) পূর্বস্থির হয়েছে নিশ্চয় এবং তারা জানবে শীঘ্রই তাই তাকে কিন্তু তারা অস্বীকার করল

لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۖ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۖ وَ إِنْ

নিশ্চয় এবং সাহায্য গ্রাঃ হবে তারাই (এ বিষয়ে যে) তারা নিশ্চয় যারা প্রেরিত রসূল আমাদের বান্দাদের জন্যে

جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۖ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ وَ

এবং কিছুকাল পর্যন্ত তাদেরকে সুতরাং বিজয়ী হবে তারা আমাদের সৈন্যরা
ছেড়েদাও

أَبْصُرْ هُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۖ أَفَبِعَدَابِنَا يُسْتَعْجِلُونَ ۖ

তারা তাড়াহুড়া করছে আমাদের আযাব সম্পর্কে তবে কি 'তরাই দেখবে' অতঃপর তাদেরকে দেখতে থাক শীঘ্রই

১৬৭. এই লোকেরা আশে তো বলতঃ

১৬৮.-১৬৯. “হায়, আমাদের নিকট সেই ‘বিকর’ যদি হত যা অতীত জাতিগুলি লাভ করেছিল, তাহলে আমরা আত্মাহর খাটি বান্দা হতাম”।

১৭০. কিন্তু (যখন তা আসল) তখন তারা একে অস্বীকার ও অমান্য করল। এখন খুব শীঘ্রই তারা (এরূপ আচরণের ফল) জানতে পারবে।

১৭১. আমার প্রেরিত বান্দাদের নিকট আমরা পূর্বই ওয়াদা করেছি যে,

১৭২. নিশ্চয় তাদের সাহায্য করা হবে,

১৭৩. আর আমাদের সৈন্যরাই বিজয়ী হয়ে থাকবে।

১৭৪. অতএব হে নবী! কিছুকাল পর্যন্ত তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও,

১৭৫. আর দেখতে থাক, শীঘ্রই তারা নিজেরাই দেখবে।

১৭৬. আমাদের আযাব পাবার জন্যে তারা কি খুব তাড়াহুড়া করছে?

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ ۝ وَ تَوَلَّى

ছেড়ে দাও এবং

সতর্কীকৃতদের

প্রভাত

কত মন্দ
হবে তখন

তাদের আওগিনায়

নেমে আসবে
(তা)সতঃপর
যখন

عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ وَ أَبْصُرْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ۝

তারাও দেখতে পাবে

শীঘ্রই

দেখতে থাক

আর

কিছুকাল

পর্যন্ত

তাদেরকে

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَ سَلَّمَ

শান্তি
(বর্ষিত হউক)

এবং

তারা আরোপ করে

তাহতে
যাইযযত-সম্মানের
(মালিক)

রব

তোমার রব

পাক পবিত্র

عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

বিশ্বজাহানের

(যিনি)
রব

আল্লাহরই

সমস্ত প্রশংসা

এবং

রসূলদের

উপর

১৭৭. তা যখন তাদের আওগিনায় নেমে আসবে, তখন সেই দিনটি তাদের জন্যে খুবই খারাব হবে যাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

১৭৮. অতএব এদেরকে কিছুকালের জন্যে ছেড়ে দাও,

১৭৯. আর দেখতে থাক - শীঘ্র তারা নিজেরাই দেখে নিবে।

১৮০. পবিত্র তোমার রব - ইযযত-সম্মানের মালিক - সে সব কথাবার্তা হতে যা এরা বলছে।

১৮১. আর সালাম প্রেরিত পুরুষদের প্রতি।

১৮২. এবং সকল প্রশংসা রবুল আ'লামীনের জন্যেই।

সূরা সাদ

নামকরণঃ শুরু ۞ শব্দটিকেই এই সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ পরে যেমন বলা হবে, কোন কোন হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায়, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম (সঃ) মক্কা মুয়াযযমায় প্রকাশ্য ভাবে ধীন-ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে শুরু করেছিলেন এবং কুরাইশ সরদারদের মধ্যে সে জন্যে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এ দৃষ্টিতে তার নাযিল হওয়ার সময়-কাল নবুয়্যাতের চতুর্থ বছর নির্দিষ্ট হতে পারে। অপর কিছু হাদীসের বর্ণনা হতে এটা হযরত ওমর (রাঃ)-এ ইসলাম কবুল করার পরের ঘটনা বলে জানা যায়। আর তিনি যে হাবশার (আবিসিনীয়ার) হিজরতের পরে ঈমান এনেছিলেন তাতে সর্বজন বিদিত। হাদীসের অপর এক বর্ণনা হতে জানা যায়, আবু তালিবের শেষ রোগের সময় সে ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছিল যার দরুন এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। একে সত্য মেনে নিলে নবুয়্যাতের দশম বা একাদশ বছরই হয় এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ ঈমাম আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে জরীর, ইবনে আবু শাইবা, ইবনে আবু হাতিম ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ পর্যায়ে যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার সারকথা হল এই যে, আবু তালিব যখন রোগাক্রান্ত হলেন, কুরাইশ সরদাররা অনুভব করলো যে, এটাই তার শেষ সময়। সুতরাং তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে সব বিষয়ে কথাবার্তা বলা আবশ্যক মনে করলো তার ভাইপো ও আমাদের মধ্যে যে বিবাদটি রয়েছে তার মীমাংসা করে দিলে তো ভালই হয়। নতুবা তার মৃত্যু ঘটে যাবার পর আমরা যদি মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে কোন শত্রু ব্যবহার করি তখন আরবের লোকেরা আমাদের মন্দ বলবে। বলবে যে, যতদিন শায়খ জীবিত ছিল ততদিন তো তার খেয়াল রাখা হয়েছে, আর এখন যখন সে মরে গেছে, তখন লোকেরা তার ভাইপোর ওপর আঘাত হেনেছে। এ কথায় সকলেই একমত হল। আর প্রায় ২৫জন কুরাইশ সরদার- আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া ইবনে খালফ, আস ইবনে অয়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব, উকবা ইবনে আবু মুআযত, উতবা ও শাইবা প্রমুখ তার নিকট উপস্থিত হল। তারা প্রথমে তো হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে কিছু সাধারণ অভিযোগ পেশ করলো। তার পর বলল: আমরা আপনার নিকট ইনসাফের কথা পেশ করবার জন্যে এসেছি। আপনার ভাইপো আমাদেরকে আমাদের দ্বীনে থাকতে দিক। আমরা তাকে তার দ্বীনের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, সে যে মা'বুদের ইবাদত করতে চায় করতে পারে। তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই; কিন্তু সে যেন আমাদের মা'বুদদের মন্দ বলা ত্যাগ করে। আর আমরা আমাদের মা'বুদদের ত্যাগ করব- সেজন্য যেন সে চেষ্টা না করে। এ শর্তে আপনি আমাদের ও তার মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিন। আবু তালিব নবী করীম (সঃ)-কে ডেকে পাঠাল এবং তাঁকে বলল: “ভাইপো! তোমার জাতির এই লোকেরা আমার নিকট এসেছে। তারা চায়, তুমি একটি ইনসাফ পূর্ণ কথায় তাদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও, যেন তোমার ও তাদের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ না থাকে, যা আছে তা যেন শেষ হয়ে যায়”। অতঃপর কুরাইশ সরদাররা যা বলেছিল, সে তা তাঁকে জানালো। নবী করীম (সঃ) জবাবে বললেন: চাচাজান! আমি তো তাদের সামনে এমন একটি কলেমা পেশ করছি, যা এরা মেনে নিলে সমস্ত আরব এদের আদেশানুগামী ও অনারব দেশ এদের অধীন হয়ে যাবে*।

এ বর্ণনামূল্যের শাদিক পার্থক্য সত্ত্বেও মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন। এর অর্থ- নবী করীম (সঃ) তাদেরকে বললেনঃ আমি যদি এমন একটি কথা তোমাদের সামনে পেশ করি, যা কবুল করে তোমরা সমস্ত আরব ও অনারবের মালিক হয়ে বসতে পারবে, তবে বল তাই অতি উত্তম কিনা? না সেটি ভাল, যা তোমরা ইনসাফের দোহাই দিয়ে আমার সামনে পেশ করছো? তোমাদের প্রকৃত কল্যাণ এই কলমাকে মেনে নেয়ার মধ্যেই নিহিত, না তাতে যে, তোমরা যে অবস্থায় পড়ে আছ তাতেই তোমাদেরকে পড়ে থাকতে দেয়া হবে, আর নিজের মত নিজের জায়গায় নিজের মাবুদের বন্দেগী করতে থাকবে?

* নবী করীম (সঃ)-এর এই কথা বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। একটা বর্ণনায় তিনি বলেছেনঃ **أرأيهم على كلمة واحدة يقرؤونها تدين لهم بها العرب وتردى اليهم بها العجم**।
অপর বর্ণনায় ভাষা এরূপঃ **ادعهم الى ان يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم**

অপর এক বর্ণায় বলা হয়েছে; নবী করীম (সঃ) আবু তালিবের পরিবর্তে কুরাইশ সরদারদেরকেই সম্বোধন করে বললেনঃ **كلمة واحدة تعطرف فيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم**

এ কথা শুনে প্রথমে তো তারা জবাবহীন হয়ে গেল। এরূপ মহাকল্যাণময় বাণীকে তারা কি বলে প্রত্যাখ্যান করবে তা তাদের বুঝে আসছিল না। কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর বলল তুমিতো একটি কলমার কথা বল, আমরা এমন দশ কলমা বলতেও রাজী আছি। কিন্তু সে কলমাটা কি, তাই বল না? তখন নবী করীম (সঃ) বললেনঃ তা হল **لا اله الا الله** একথা শুনা মাত্রই তারা সকলে চট করে উঠে দাঁড়াল। আর এ সূরার প্রাথমিক আয়াত কটিতে আল্লাহ যেসব কথা বলেছেন তা বলতে বলতে চলে গেল।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ এ সমস্ত কথাই পূর্বোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা মতে এ আবু তালিবের মৃত্যুকালীন রোগের সময়ের ঘটনা নয়। বরং এ তখনকার ঘটনা যখন নবী করীম(সঃ) সাধারণ ভাবে দ্বীনের দাওআত দিতে শুরু করেন। তখন মক্কায় পরপর খবর হচ্ছিল : আজ অমুক ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে, কাল অমুক ব্যক্তি। তখন কুরাইশ সরদাররা পরপর কয়েক দফাতেই আবুতালিবের নিকট প্রতিনিধি দল নিয়ে পৌছেছিল। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে এ তবলীগ হতে বিরত রাখাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এ সময়কারই এক প্রতিনিধির সঙ্গে এরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল।

জামাখশারী, রাযী, নীশাপুরী ও অপরাপর কয়েকজন মুফাসসির বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম কবুল করার কারনে কুরাইশ সরদাররা যখন একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছিল, তখন এ প্রতিনিধি দল আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু হাদীসের কোন কিতাবেই আমরা এর সূত্র খুঁজে পেলাম না। তাঁরা নিজেরাও এর সূত্রের উল্লেখ করেন নি। তা সত্ত্বেও এটাই যদি সত্য হয় তবে এ বোধগম্য হওয়ার মত কথা। কেননা তাদের মধ্যকার এমন এক ব্যক্তি যিনি ভদ্রতা, নিষ্কলংক চরিত্র এবং বুদ্ধি-জ্ঞান ও গাভীরের দৃষ্টিতে সমগ্র জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনিই ইসলামের দাওআত নিয়ে উঠেছেন দেখে কাফের কুরাইশরা প্রথমেই ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর দক্ষিণ হস্তরূপে দেখতে পাওয়ায় ঘাবড়ার কারণ দ্বিগুন হয়ে গিয়েছিল। কেননা, মক্কার প্রতিটি ব্যক্তিই তাঁকে অত্যন্ত শরীফ, সত্যনিষ্ঠ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলেই জানতো। এর পর হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় বীর, সাহসী ও উচ্চ-দৃঢ় সংকল্পশালী ব্যক্তিত্বকেও যখন এ দুইজনের সংগে মিলিত হতে দেখলো, তখন বিপদ যে ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে তাতে তাদের আর কোনই সন্দেহ থাকলো না।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ উপরে যে মজলিশের কথা বলা হয়েছে তার পর্যালোচনা দ্বারা ই এ সূরাটি শুরু হয়েছে। কাফের ও নবী করীম (সঃ)-এর পারস্পরিক কথা-বার্তাকে ভিত্তি করে আল্লাহতা'আলা বলেছেন, ইসলামী দাওআতের কোন ক্রটির কারনে তারা একে অমান্য বা অস্বীকার করছে না। বরং তাদের অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ ও অনুসরণে মগ্ন হয়ে থাকার জন্যে বাড়াবাড়িই দাওআতে ইসলামীকে অবিশ্বাস করার কারণ। নিজেদেরই সমাজের এক ব্যক্তিকে আল্লাহর নবী মেনে তার অনুসরণ করতে তারা প্রস্তুত নয়। কাছাকাছি সময়ের লোকদের যে সব মূর্খতাপূর্ণ ধারণা-বিশ্বাসে মশগুল দেখতে পেয়েছে তাতেই তারা দৃঢ়ভাবে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে চায়। আর এক ব্যক্তি যখন এ মূর্খতার পর্দা ছিন্ন করে প্রকৃত মহাসত্যকে তাদের সামনে স্পষ্ট করে ধরলো, তখন তারা সেদিকে কান খাড়া করলো এবং তাকে এক আশ্চর্যজনক কথা, অপরিচিত অজানা কথা এবং অসম্ভব কথা বলে উড়িয়ে দিতে চাইল। তাদের মতে তওহীদ ও আখেরাতের বিশ্বাস কেবল অগ্রহণ যোগ্যই নয়, অধিকন্তু এমন প্রকারের ধারণা যাকে নিয়ে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করাও চলে। এর পর আল্লাহতা'আলা সূরার প্রাথমিক অংশে ও শেষ বাক্যসমূহেও কাফের সমাজকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান ও সতর্ক করেছেন যে, তোমরা আজ যে ব্যক্তির ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করছো এবং যার নেতৃত্ব কবুল করতে তোমরা আজ কঠিন ভাবে অস্বীকার করছো, খুব শীঘ্রই সে তোমাদের উপর জয়ী হবে আর এ মক্কা শহরেই যেখানে তাকে হীন প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছ তার সামনে তোমাদের অবনত মস্তকে দাঁড়াতে হবে- সেদিন বড় বেশী দূরে নয়।

পরে পরপর ন'জন পরগণ্যবীরের কথা - হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর কথা অধিক বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করে আল্লাহতা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর সুবিচার, আইন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, অকাটা। মানুষের সঠিক আচরণই তাঁর নিকট গ্রহণীয়; অন্যায় কথা বা কাজ যে করবে তাকেই পাকড়াও করা হবে। তাঁর দরবারে তাদেরকেই পছন্দ করা হয় যারা পদাঙ্কলন হলে তাতেই নিমজ্জিত থাকার জন্যে যীদ ধরে না, বরং সতর্ক ও হুশ হওয়ার সংগে সংগেই তওবা করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে জবাবদিহির কথা মনে রেখেই জীবন যাপন করে। এরপর আল্লাহর অনুগত বান্দা এবং আল্লাহদ্রোহী বান্দাদের পরকালীন পরিণামের চিত্র উজ্জ্বল করে ধরেছেন। এ পর্যায়ে কাফেরদেরকে দুটো কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। একটি হল এই যে, আজ যেসব সরদার ও নেতার পিছনে জাহেল লোকেরা অন্ধ হয়ে গোমরাহীর পথে চলছে, কাল তারা অনুসারীদের আগেই জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। আর উভয় উভয়কে মন্দ বলতে ও দোষারোপ করতে থাকবে। দ্বিতীয় হল এই যে, আজ যে ঈমানদার লোকদেরকে এরা অধীন ও নীচ মনে করেছে, কাল চোখ খুলে বিশ্বাসের সংগে দেখতে পাবে যে, তারা কেউই জাহান্নামে যায় নি; বরং তারা নিজেরাই জাহান্নামের আযাবে প্রেক্ষতার হয়ে গিয়েছে।

আদম ও ইবলীস সংক্রান্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনী বলে পরিশেষে কুরাইশ কাফেরদেরকে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সামনে নত হবার পথে তোমাদের যে অহংকার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই অহংকারই আদম (আঃ)-এর সামনে নত হতে ইবলীসকে বাধা দিয়েছিল। আল্লাহ আদমকে যে মর্যাদা দান করেছিলেন, সেজন্যে ইবলীস হিংসা করলো, আর আল্লাহর হুকুমের মুকাবেলায় বিদ্রোহী হয়ে আল্লাহর অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য হল। অনুরূপভাবে আল্লাহতা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, সে জন্যে তোমরা হিংসায় লিপ্ত হয়েছ এবং আল্লাহ যাকে রসূল বানিয়েছেন তোমরা তাঁর আনুগত্য করতে প্রস্তুত নও। এ কারণে ইবলীসের যে পরিণাম হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তোমাদেরও সেই পরিণামই হবে।

آيَاتُهَا ٨٨ (٣٨) سُورَةُ صَ مَكِّيَّةٌ رُكُوعَاتُهَا ٥
 আটটি তার আয়াত সংখ্যা, মকী সাদ সূরা (৩৮) পাঁচ তার রুকু সংখ্যা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
 মধ্য অস্বীকার যারা কিন্তু উপদেশ পূর্ণ কোরআনের শপথ সাদ
 (লিখ)

عِزَّةٍ وَ شِقَاقٍ ۝ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرَبٍ
 জাতিসমূহের মধ্যহতে তাদের পূর্বে আমরা ধ্বংস করেছি (জাতিকেই) বিরোধিতার ও ঔদ্ধত্যের

فَنَادَوْا وَ لَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ ۝ وَ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ
 তাদের এসেছে যে আশ্চর্য হয়েছে এবং পরিহ্রানের সময় আর ছিল না কিছু তারা তখন
 কাছে আত্নাদ করেছে তারা

مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ۚ وَ قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ ۝
 বড় মিথ্যাবাদী যাদুকর এই (ব্যক্তি) কাফেররা বলল এবং তাদেরই মধ্য একজন
 হতে সতর্ককারী

أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۝
 বিশ্বাসকর অবশ্যই এটা নিশ্চয় একই ইলাহ সমস্ত ইলাহকে বানিয়েছে কি
 সে

রুকুঃ ১

১. সাদ। উপদেশে পরিপূর্ণ কুরআনের শপথ।

২. বরং এই লোকেরাই - যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারাই চরম অহংকার ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত।

৩. এদের পূর্বে আমরা এরূপ কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি (তাদের দুর্ভাগ্য যখন সামনে এসেছে) তখন তারা চীৎকার করে উঠেছে! কিন্তু তখন রক্ষা পাবার সময় নয়।

৪. এ লোকেরা এই কথায় বড়ই আশ্চর্যান্বিত হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের মধ্যে হতেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছে। অবিশ্বাসীরা বলতে শুরু করলঃ "এই ব্যক্তি যাদুকর, বড় মিথ্যাবাদী।

৫. সে কি সকল ইলাহর পরিবর্তে একজন মাত্র ইলাহ বাসিয়ে নিয়েছে? এ তো বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!"

১. এই অমান্যকারীদের অমান্যতার কারণ এ ছিল না যে যে-দীন তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছিল তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি ছিল; বরং এর কারণ ছিল শুধুমাত্র তাদের মিথ্যা অহংকার, তাদের মূর্থতাসূচক ঔদ্ধত্য এবং তাদের হঠকারিতা।

وَ انْطَلَقَ الْمَلَكُ مِنْهُمْ اَنْ اَمْشَوْا وَ اصْبِرُوا عَلٰى اِلْهٰتِكُمْ ۚ

তোমাদের ইলাহদের উপর তোমরা অবিচল ও তোমরা চলে (এই বলে) তাদের প্রধান প্রধান করল এবং
(উপাসনায়) থাক যে, মধ্যকার কর্মকর্তারা

اِنَّ هٰذَا كَشٰىءٌ يُّرَادُّ ۝ۙ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْاٰلَةِ

মিষ্টাভের মধ্যে এসম্পর্কে আমরা শুনেছি না উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার এটা নিচর
(লোকদের) অবশ্যই

الْاٰخِرَةِ ۚ اِنَّ هٰذَا اِلَّا اٰخِثَاقٌ ۝ۚ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ

যিকর তার উপর নাখিল কি মনগড়া কথা ব্যতীত এটা নয় (অতীতের) অন্যান্য
(কিতাব)

مِّنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ۚ بَلْ

বরং আমার যিকর হতে সন্দেহের মধ্যে তারা বরং আমাদের মধ্যে হতে
(অর্থাৎ কিতাব) (আছে)

لَّمَّا يَذُّوْقُوْا عَذَابٌ ۝ۙ

আমার আযাবের তারা বাদ গ্রহণ করে
নাই

৬. আর জাতির সরদাররা এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে গেলঃ “চল এবং নিজেদের মা’বুদদের পূজা-উপাসনায় অবিচল হয়ে থাক, এ কথাটি অন্য কোন উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে?”

৭. এরূপ কথা তো আমরা নিকট অতীত কালের মিষ্টাভের লোকদের কারো নিকট শুনে পাই নি। এ তো মন-গড়া কথা ছাড়া আর কিছু না।

৮. আমাদের মধ্যে কি মাত্র এই ব্যক্তিই এমন রয়েছে যার প্রতি আত্মাহর ‘যিকর’ নাখিল করা হয়েছে? আসলে এরা আমার যিকর এর প্রতি সন্দেহ পোষণ করছে। আর এসব কথা বলছে এজন্যে যে, এরা আমার আযাবের বাদ গ্রহণ করেনি।

২. তাদের মনে হলো— এ ‘ডালের মধ্যে কিছু কালো আছে’ (এর মধ্যে কিছু মতলববাজি আছে!)। আসলে এই উদ্দেশ্যে এ দাওআত দেয়া হচ্ছে— যেন আমরা সব মুহাম্মদের (সঃ) হুকুমের অনুগত হয়ে যাই এবং তিনি আমাদের উপর ফরমান চালান।

৩. অন্য কথায় আত্মাহতা’আলা বলেন ‘হে মুহাম্মদ (সঃ) এরা আসলে তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করছে না বরং আমার প্রতি মিথ্যারোপ করছে। তোমার সত্যতার প্রতি এরা সন্দেহ পোষণ করেনা, বরং আমার শিকার প্রতি সন্দেহ করে’।

أَمْ عِنْدَ هُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ
(যিনি) তোমার রবের রহমতের ভান্ডারসমূহ তাদের কাছে আছে কি
পরাক্রমশালী

الْوَهَّابِ ۝ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا
যা এবং পৃথিবীর ও আকাশমন্ডলির সার্বভৌমত্ব তাদের কি মহান দাতা
(আছে) আছে

بَيْنَهُمَا نَدْبٌ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ
এখানেই যা (এটাতো) (উচ্চজগতের) মধ্যে তারা আরোহন তাদের উত্তরের
(মক্কায়) একটি বাহিনী কার্যকারণসমূহের করণক তাহলে মাঝে

مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادُ
আদ ও নূহের জাতি তাদেরপূর্বে মিথ্যারোপ করেছিল (অনেকগুলো) মধ্য হতে পরাজিত হবে
দলের

وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۝ وَ ثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ أَصْحَابُ
অধিবাসী ও লুতের জাতি ও সামুদ ও কিলক ও অধিপতি ফিরআউনের ও
স্তম্ভসমূহের

لَيْكَةِ ۝ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۝
(বিশাল) বাহিনীসমূহ এসবই আইকার
(ছিল)

৯. তোমার দানশীল সর্বজয়ী -পরওয়ারদেগারের রহমতের ভান্ডার কি এদের আয়ত্তে এসে গেছে?

১০. এরা কি আসমান-যমীন ও এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল জিনিসের মালিক হয়ে গেছে? আল্লাহ। এরা কার্য-কারণ জগতের উচ্চতায় আরোহন করেই দেখুক।

১১. এ তো বহু কয়টি বাহিনীর মধ্যে একটা ছোট বাহিনী যারা এখানেই^৪ পরাজয় বরণকারী হবে।

১২-১৩. এদের পূর্বে নূহের জাতি, 'আদ, কিলক ও স্তম্ভসমূহের অধিপতি ফেরাউন, সামুদ, লুতজাতি এবং আইকাবাসী অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। আসলে তারা ই তো ছিল বাহিনী।

৪. 'এইখানেই' বলতে মক্কা মোআযযমার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে এরা এই সব কথা বানাতো সেই জায়গাতেই একদিন তাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। আর এখানেই- সেই সময় আসছে যখন এরা মুখ নীচু করে সেই ব্যক্তির সামনে খাড়া হবে যাকে আজ এরা তুচ্ছ মনে করে নবী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝١٧
 না কেউই মিথ্যারোপ এব্যক্তিও (ছিল) রসূলদেরকে অতঃপর আমার শাস্তি কার্যকর হয়েছিল

وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا هَؤُلَاءِ مَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ ۝١٨
 এবং না অপেক্ষা করছে এই সব(লোক) এব্যক্তিও (ছিল) একটা (মাত্র) মহাশব্দের

مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝١٩ وَ قَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا
 না তার জন্যে (থাকবে) কোন বিরতি ও তারা বলে হে আমাদের রব শীঘ্র দাও আমাদের জন্যে

قَطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝٢٠ إصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
 আমাদের প্রাপ্য পূর্বেই দিনের হিসাবের (হেনবী) ধৈর্যধর তারা বলছে যা উপর

وَإِذْكَرُ عَبْدًا ذَا الْأَيْدِ ۝٢١ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝٢٢ إِنَّا سَخَّرْنَا
 এবং বর্ণনা কর আমাদের বান্দা দাউদের (যে ছিল) নিচয় (আল্লাহ) নিচয় আমরা গিয়াজিত করেছিলাম

الْجِبَالِ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝٢٣
 তার সাথে পাহাড়সমূহকে তসবীহ করত সন্ধ্যায় ও সকালে

১৪. এদের প্রত্যেকেই রসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছে এবং আমার আযাবের ফয়সালা তাদের উপর কার্যকর হয়েছে।

রুকুঃ ২

১৫. এই লোকেরাও শুধু একটা বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রয়েছে, যার পর দ্বিতীয় কোন বিস্ফোরণ হবে না।

১৬. আর তারা বলে : “হে আমাদের রব ! হিসেবের চূড়ান্ত দিনের আগেই আমাদের অংশ আমাদেরকে অনতিবিলম্বে বুঝিয়ে দিন”।

১৭. হে নবী ! ধৈর্য ধারণ কর এই লোকদের কথা-বার্তার ব্যাপারে। আর এদের সামনে আমাদের বান্দা দাউদের কাহিনী বর্ণনা কর, যে বড় শক্তি-সামর্থের অধিকারী ছিল, সব ব্যাপারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাভর্তনকারী ছিল।

১৮. আমরা পাহাড় সমূহ তার সংগে অধীন-নিয়ন্ত্রিত বানিয়ে রেখেছিলাম, সকাল-সন্ধ্যা উহা তার সাথে তসবীহ করত।

وَ الطَّيْرَ مُحْشُورَةً ۖ كُلُّ لَّهُ آوَابٌ ۝ ١٩ وَ شَدَدْنَا مُلْكَهُ وَ

এবং তার রাজত্বকে আমরা সুদৃঢ় এবং অভিযুক্তী তারই প্রত্যেকে একত্রিত হত পাখিগুলো এবং
করেছিলাম (ও অনুগত) (ছিলো)

أَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ۝ ٢٠ وَهَلْ أَتَاكَ نَبُؤُا الْخَصْمِ

মামলা ওয়ালাদের খবর তোমার কাছে কি এবং কাগিজতা চূড়ান্তকারী ও প্রজ্ঞা তাকে আমরা
দিয়েছিলাম

إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝ ٢١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا

তারা বলল তাদের সে তখন দাউদের কাছে তারা প্রবেশ যখন বালাখানায় তারা দেয়াল যখন
থেকে ঘাবড়ে গেল করেছিল টপকিয়ে এসেছিল

لَا تَخَفْ ۚ خَصَمِينَ ۚ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا

আমাদের সূতরাং বিচার অপরজনের উপর আমাদের সীমা লংঘন (আমরা) ভয়করবেন না
মাঝে করে দিন একজন করেছে মামলার দুইপক্ষ

بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَ اهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝ ٢٢ إِنَّ هَذَا

এই নিশ্চয় পথের সরল দিকে আমাদের পরিচালনা এবং অবিচার না এবং ন্যায়ভাবে
সঠিক করবেন

أَخِي تَذَكَّرْ ۚ تَسَعَّ وَ تَسْعُونَ نَعْبَةَ ۚ وَ لِي نَعْبَةٌ وَاحِدَةٌ ۚ تَذَكَّرْ

একটি দুখী আমার ও দুখী নববই এবং নয় তার আমার
আছে (অর্থাৎ নিরানবইটি) ভাই

১৯. পাখিগুলি সমবেত হত, আর সকলেই তার সাথে অনুগত হয়ে তসবীহকারী ছিল (১)

২০. আমরা তার রাজত্ব সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম, তাকে বুদ্ধি শক্তি দান করেছিলাম এবং চূড়ান্তকথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলাম।

২১. আর তুমি কি সেই মামলাওয়ালাদের কোন খবর জানতে পেরেছ যারা দেয়াল টপকিয়ে তার বালাখানায় প্রবেশ করেছিল?

২২. তারা যখন দাউদের নিকট পৌছিল, তখন সে তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেল। তারা বলল: “ভয় পাবেন না! আমরা মামলার দুই পক্ষ। আমাদের একজন অপর জনের উপর সীমালংঘন করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে যথাযথ সত্য সহকারে ফয়সালা করে দিন, অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন।

২৩. এ আমার ভাই। এর নিকট নিরানবইটি দুখী আছে, আর আমার নিকট মাত্র একটি।

(১) বিস্তারিত দেখুন সূরা আখিয়া আয়াত ৭৯, সূরা সাবা আয়াত ১০

فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَ عَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ

যুল্ম করেছে নিচয় সে বলল কথাবার্তার মধ্যে সে আমাকে নিল এবং তা আমার জিম্মায় তবুও তোমার উপর দাবিয়ে দাও সে বলল

بِسُؤَالٍ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

পাশাপাশি বসবাস মধ্যহতে অনেকেই নিচয় এবং তার দুইগুলির সাথে তোমার দুই (সংযুক্তকারার) দাবীর কারণে কারীদের

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

সংকর্মসমূহ কাজ করে ও ঈমান আনে যারা (তবে) অন্যের উপর তাদের একে বাড়াবাড়ি করে ব্যতিক্রম অবশ্যই

وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَ ظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ

তার রবের কাছে সে ক্ষমা চাইল তখন তাকে আমরা যে দাউদ বুঝতে এবং তারা যা স্বপ্নই এবং পরীক্ষা করেছি আসলে পারল (সংখ্যায়)

وَ خَرَّ رَاكِعًا ۖ وَ أَنَابَ ۝ فَغَفَرْنَا لَهُ ۖ ذَٰلِكَ ۖ

সেই তাকে আমরা তখন সে (আল্লাহ) এবং রুকুতে পড়ল এবং (অপরাধ) মাফ করলাম অভিযুক্ত হল (সিজদায়)

সে আমাকে বলল: 'এই একটি দুইও আমাকে দাও', আর সে কথাবার্তায় আমাকে দাবিয়ে নিল।

২৪. দাউদ জবাব দিল: "এই ব্যক্তি নিজের দুইর সাথে তোমার দুই শামিল করে নেয়ার দাবী জানিয়ে নিঃসন্দেহে তোমার উপর যুল্ম করেছে। আর সত্য এই যে, একত্রে পাশাপাশি বসবাসকারী লোকেরা পরস্পরের প্রতি প্রায়ই বাড়াবাড়ি করে থাকে। কেবল তারাই এ হতে রক্ষা পেতে পারে যাদের ঈমান আছে ও যারা নেক আমল করে। আর এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম"। (এই কথা বলতে বলতে) দাউদ বুঝতে পারল যে, আসলে আমরা তাকে পরীক্ষা করেছি। তখন সে তার রবের নিকট ক্ষমা চাইল ও সিজদায় পড়ে গেল এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (সিজদা)

২৫. তখন আমরা তার সেই অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম।

৫ অভিযোগকারী একথা বলেনি যে- আমার দুই ছিনিয়ে নিয়েছে বরং এই কথা বলেছে যে- আমার কাছে আমার দুই চাচ্ছে এবং অধিকন্তু এও যে- আমি নিজে আমার দুই তাকে সোপর্দ করে দিই। সে বড় ব্যক্তিত্বের লোক হওয়ায় আমার উপর তার চাপ ও দাবাও পড়ছে।

৬. এর দ্বারা জানা যায়- হযরত দাউদ (আঃ) অবশ্য দোষ করেছিলেন। আর সে এমন কোন দোষ ছিল যা দুইর মকদ্দমার সংগে সাদৃশ্য রাখতো। এ জন্যে এই মকদ্দমার ফয়সালা শোনাতে গিয়ে সেই সংগে তাঁর মনে হলো- 'এ আমার পরীক্ষা হচ্ছে'। কিন্তু এ দোষ এরূপ কঠিন ছিলনা যে, তা ক্ষমা করা যেতোনা বা ক্ষমা করলেও তাঁকে তাঁর উচ্চমর্যাদা থেকে অবনমিত করা হতো। আল্লাহ তা'আলা নিজে এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে- যখন তিনি সিজদায় পতিত হয়ে তওবা করলেন তখন মাত্র তাকে ক্ষমা করাই হল না বরং দুনিয়া ও পরকালে তাঁর যে উচ্চ মর্যাদা ছিল তাতেও কোন ভিন্নতা সৃষ্টি হলো না।

وَإِنِّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿٢٥﴾ يُدَاوِدُ إِنَّ

নিশ্চয় (আল্লাহ বললেন) প্রত্যাবর্তনস্থান উত্তম ও অবশ্যই আমাদের কাছে তার জন্যে নিশ্চয় এবং
আমরা হে দাউদ (পরিণাম) নৈকট্যের মর্যাদা আছে

جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا

না এবং ন্যায্যভাবে লোকদের মাঝে সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে প্রতিনিধি তোমাকে আমরা
বানিয়েছি

تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْلُتُونَ

বিচ্যুত হয় যারা নিশ্চয় আল্লাহর পথ হতে তোমাকে তা হলে নফসের অনুসরণ
করবে থাকে

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ

দিন তারা ভুলে একারণে কঠোর শাস্তি তাদের জন্যে আল্লাহর পথ হতে
গিয়েছে (রয়েছে)

الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

উভয়ের মাঝে যা এবং পৃথিবীকে ও আকাশকে আমরা সৃষ্টি না এবং হিসাবের
(আছে) করেছি

بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

কুফরী (তাদের) জন্যে দুর্ভাগ সুতরাং কুফরী (তাদের) ধারণা সেটা অনর্থক
করেছে যারা

مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

(জাহান্নামের)
আগুনের

আর নিঃসন্দেহে আমাদের নিকট তার জন্যে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম পরিণাম রয়েছে।

২৬. (আমরা তাকে বললাম): “হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সত্য ন্যায্যভাবে শাসন চালাও এবং নফসের খাহেশের আনুগত্য করো না। অন্যথায় উহা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দিবে। যারা আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যায় নিশ্চয় তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে এজন্যে যে, তারা হিসাব নিকাশের দিন ভুলে গেছে”।

রুকুঃ ৩

২৭. আমরা আসমান ও যমীনকে এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে অনর্থক পয়দা করিনি। এ সেই লোকদের ধারণা যারা কুফরী করেছে। আর এই ধরনের কাফেরদের জন্যে জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়া অনিবার্য।

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 কি আমরা যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্মসমূহ কাজ করেছে

كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ٢٨
 সমতুল্য ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মধ্যে পৃথিবীর কি মুতাকীদেরকে পাপাচারীদের সমতুল্য

كُنْ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا
 (হে নবী) আমরা তা নাখিল করোছ এই কিতাব বরকতময় তোমার প্রতি তা আমরা উপদেশ নেয় যেন এবং তার আয়াত তারা চিন্তা ভাবনা করে যেন (কিতাব) সম্পন্নরা

الْأَلْبَابِ ٢٩ وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ
 বুদ্ধি-জ্ঞান আমরা দান এবং করেছিলাম (তার পুত্র) সুলায়মানকে অতি উত্তম বান্দা সে নিচয় (ছিল)

أَوَّابٌ ٣٠ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشيِّ الصَّفِيفَتِ
 অতিশয় (আল্লাহ) অভিশ্রুতী (সরণ কর) যখন তার সমীপে উপরোধে দ্রুতগামী ঘোড়া সমূহ

الْجِيَادُ ٣١ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ٤
 উৎকৃষ্ট মানের (ঘোড়া) তখন সে বলল আমি ভাল ভালবাসি আমার রবের স্মরণের কারণে (এই) ভালবাসা আমি ভালবাসি যেসেছি আমার রবের স্মরণের কারণে

২৮. যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আর যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের সকলকে কি আমরা সমান করে দিব? মুতাকীদেরকে কি আমরা নাকরমান ওনাহগার লোকদের মত করে দিব?

২৯. ইহা এক বহু বরকত সম্পন্ন কিতাব যা, (হে নবী,) আমরা তোমার প্রতি নাখিল করেছি; যেন এই লোকেরা এর আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-সম্পন্ন লোকেরা তা হতে সবক গ্রহণ করে।

৩০. আর দাউদকে আমরা সুলায়মান (এর মত পুত্র) দান করেছি, অতি উত্তম বান্দা, বার বার রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

৩১. উল্লেখযোগ্য সেই সময়ের কথা, যখন সন্ধ্যাকালে তার সামনে খুব শিক্ষিত সুসজ্জিত দ্রুতগামী ঘোড়া পেশ করা হল।

৩২-৩৩. তখন সে বলল: “আমি এই মাল ভালবাসি আমার রবের স্মরণের কারণে”।

حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۚ رَدُّوْهَا ۚ عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ

(ঘোড়ার) (হাত) সে অতঃপর আমার (সে বলল) সেগুলো (চোখের) অদৃশ্য হয়ে গেল এমনকি
পাগুলোর উপর বুলাতে শুরু করল কাছে ফিরিয়ে আন আড়ালে

وَالْأَعْنَاقِ ۚ وَلَقَدْ فُتِنَّا سُلَيْمَانَ ۖ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ

তার আসনের উপর আমরা রেখে ও সুলায়মানকে আমরা পরীক্ষা নিচয় এবং গলাগোড়োতে ও
দিলাম করেছিলাম

جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۚ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا

না (এমন) আমাকে দাও ও আমাকে মাক. হে আমার সে বলল সে রাজত্ব অতঃপর একটি দেহ
রাজত্ব কর রব

يَتَّبِعُنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۚ

মহাদাতা তুমিই তুমি নিচয় আমার পরে কারও জন্যে শোভনীয় হবে
(যা)

এমন কি সেই ঘোড়াটি যখন চোখের আড়ালে চলে গেল তখন (সে হুকুম দিল,) তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে এনে দাও এবং পরে সে উহার পা ও গলার উপর হাত মলে দিতে লাগল।

৩৪. আর (দেখ), সুলায়মানকেও আমরা পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তার আসনের উপর একটি দেহ এনে রেখেছি। পরে সে ফিরে আসল।

৩৫. এবং বললঃ “হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে এমন বাদশাহী দাও যা আমার পরে কারো জন্যে শোভনীয় হবে না। নিঃসন্দেহে তুমিই প্রকৃত ‘দাতা’।”

৭. কথার ধারাবাহিকতা হতে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে -এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে আল্লাহতা'আলা হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী ও প্রিয় বান্দাদেরকেও পরীক্ষা না করে ছাড়েন নি। যে পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার এরূপ কোন সুনিশ্চিত বিবরণ আমাদের জানা নেই যে সম্পর্কে তফসীরকাররা একমত হতে পেরেছেন। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রার্থনার এই ভাষা “হে আমার রব আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে এমন বাদশাহী দাও যা আমার পরে কারো জন্যে শোভনীয় হবে না-” যদি বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের আলোকে পাঠ করা যায় তবে স্পষ্টতঃ মনে হবে- তাঁর অন্তরে সম্ভবতঃ এই বাসনা ছিল যে- তাঁর পুত্র যেন তাঁরা স্থলাভিষিক্ত হয়- এবং রাজত্ব ও শাসনাধিকার যেন ভবিষ্যতে তাঁরই বংশ-ধারার মধ্যে থাকে। এই জিনিসকেই আল্লাহতা'আলা তাঁর জন্যে পরীক্ষা ছিল বলেছেন। এবং এ সম্পর্কে তিনি সেই সময় অবহিত ও সতর্ক হন, যখন তাঁর যুবরাজ রোবআম এমন এক না-লায়েক অযোগ্য নওযোয়ান-রূপে গড়ে উঠলো, যার লক্ষণ দেখে পরিষ্কার রূপে বোঝা গেল যে, সে দাউদ (আঃ) ও সোলায়মানের (আঃ) রাজত্বকে চারটি দিনও সামলে রাখতে পারবে না। তাঁর সিংহাসনে একটি দেহ নিয়ে স্থাপন করার অর্থ সম্ভবত এই যে- যে পুত্রকে তিনি নিজ-সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন সে ছিল নির্বোধ অযোগ্য এক কাষ্ঠ-পুত্রলি।

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝٣٦
এবং পৌছান চাইত যেখানে মৃদুমন্দভাবে তার আদেশে প্রবাহিত হত বাতাসকে তার আমরা তখন
জানো অধীন করে দিলাম

الشَّيْطَانِ كُلِّ بَنَاءٍ وَ غَوَاصٍ ۝٣٧ وَ الْخَرِينِ مُقَرَّنِينَ فِي
মধ্যে আবদ্ধ অন্যান্যদেরকে এবং ডুবুরী ও প্রাসাদ প্রত্যেকে শয়তানগুলিকেও
(করলাম) (যারা ছিল) (অধীন করেছিলাম)

الْأَصْفَادِ ۝٣٨ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٩
কোন হিসাব ছাড়াই রেখে দাও অথবা দান কর সুতরাং আমাদের দান (আমি বললাম) শিকলসমূহের
(নিজের জন্যে) (যাকে চাও) এটা

وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَ حَسَنَ مَّآبٍ ۝٤٠ وَ أَذْكُرْ عَبْدَنَا
আমাদের বান্দা স্মরণ কর এবং প্রত্যাবর্তন স্থান উত্তম ও অবশ্যই আমাদের কাছে তার নিশ্চয় এবং
(পরিণাম) নৈকট্যের মর্যাদা আছে জানো

أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَ عَذَابٍ ۝٤١
আয্যাবে ও কষ্ট দিয়ে শয়তান আমাকে স্পর্শ
করেছে নিশ্চয় তার সে ডেকে যখন আইয়ুবকে
আমি রবকে ছিল

৩৬. তখন আমরা তার জন্যে বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত-অধীন বানিয়ে দিলাম, তা তার হুকুমে মৃদুমন্দ প্রবাহিত হত যে
দিকে সে চাইত,

৩৭. এবং শয়তানগুলিকে অধীন নিয়ন্ত্রিত করে দিলাম -সব রকমের নির্মাতা এবং ডুবুরী,

৩৮. এবং অন্যান্য যারা শৃংখলাবদ্ধ ছিল।

৩৯. (আমরা তাকে বললামঃ) “এ আমাদের দান, তোমার ইচ্ছে, যাকে চাও দিতে পার, যা হতে চাও ফিরিয়ে
নিতে পার; কোন হিসাব নাই”।

৪০. নিশ্চয় তার জন্যে আমাদের নিকট নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম পরিণাম রয়েছে।

রুকুঃ ৪

৪১. আর আমাদের বান্দা আইউবের কথা স্মরণ কর সে যখন তার রবকে ডাকল যে, শয়তান আমাকে বড় কষ্ট
ও আযাবে ফেলেছে।

৮. এর অর্থ এই নয় যে -শয়তান আমাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে দিয়েছে এবং আমার উপর বিপদ-মুসীবত অবতীর্ণ
করেছে। বরং এর সঠিক মর্ম- রোগের যন্ত্রণা, ধন-সম্পদের ক্ষতি ও আত্মীয়-স্বজনের বিমুখতায় আমি যে
দুঃখ ও কষ্টে পতিত হয়েছি- তার থেকে আমার পক্ষে অধিকতর দুঃখ ও যন্ত্রণা এই যে- শয়তান তার
প্ররোচনা দ্বারা আমাকে উত্থাপ্ত করেছে। সে এই পরিস্থিতিতে আমাকে আমার প্রভু থেকে হতাশ করার জন্যে
চেষ্টা করছে, আমাকে আমার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চাইছে এবং আমি যাতে ধৈর্যচ্যুত হই তার জন্যে
সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টায় লেগে আছে।

أَرْكُضْ بِرَجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ ۝۴۲

এবং পানীয় ও শীতল গোসলের পানি এটা তোমার পা দিয়ে (তাকে বললাম) (যমীনে) আঘাত কর

وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْرًا
শিক্ষা এবং আমাদের অনুগ্রহ তাদের সাথে তার সমান আরও তার তার আমরা (ফিরিয়ে) দিলাম

لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۝۴۳ وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِهِ

তা দিয়ে অতঃপর একমুঠি তৃণ তোমার হাত দিয়ে ধর এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্নদের (তাকে বললাম) জন্যে

وَلَا تَحْنُطْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ

সে নিচয় ছিল বান্দা অতি উত্তম সবরকারী তাকে আমরা পেয়েছি নিচয় তুমি শপথ না এবং আমরা ভঙ্গ করো

أَوَابٌ ۝۴৪

বড় (আল্লাহ) অভিমুখী

৪২. (আমরা তাকে হুকুম দিলামঃ) তুমি নিজের পা দিয়ে যমীনের উপর আঘাত দাও। এই হল ঠান্ডা পানি গোসল করবার জন্যে এবং পান করার জন্যে।

৪৩. আমরা তার পরিবারবর্গকে তার নিফট ফিরিয়ে দিলাম, আর সেই সংগে তত পরিমাণে আরো, নিজের তরফ হতে রহমত হিসেবে। আর সুস্থ চিন্তা ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা হিসেবে।

৪৪. (আর আমরা তাকে বললামঃ) এক মুঠি তৃণ গ্রহণ কর এবং তার দ্বারা আঘাত দাও, নিজের কসম ভঙ্গ করিও না। আমরা তাকে ধৈর্যশীল পেলাম, অতি উত্তম বান্দা, নিজের সর্বের দিকে বড় প্রত্যাভর্তনকারী।

৯. এই শব্দগুলোর উপর চিন্তা করলে একথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে রোগগ্রস্থ অবস্থায় হযরত আইউব (আঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে কাউকে প্রহার করার শপথ করেছিলেন। (স্ত্রীকে প্রহারের শপথ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে) এই শপথে তিনি কত ঘা কশাঘাত করবেন তাও বলেছিলেন। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করলেন এবং রোগাবস্থায় যে ক্রোধ বশে তিনি এই শপথ করেছিলেন সে ক্রোধ দূর হয়ে গেল, তখন তিনি এই উদ্ভিগুতার মধ্যে পড়লেন যে যদি শপথ পালন করি তবে অনর্থক এক নিষ্পাপ ব্যক্তিকে প্রহার করতে হয়, আর যদি শপথ ভংগ করি তবে তাও হবে একটি পাপের কাজ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই কাঠিন্য থেকে মুক্তিদান করে আদেশ দিলেন যে- একটি ঝাড়ু লও তাতে যেন তত সংখ্যক কাঠি থাকে যত ঘা কশাঘাত করার শপথ তুমি করেছিলে, ও সেই ঝাড়ু নিয়ে ঐ ব্যক্তিকে মাত্র একটি আঘাত কর, এতে তোমার শপথও পালন করা হবে এবং সেই ব্যক্তিকে অন্যায় অসংগত কষ্টও দেয়া হবে না।

وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ اُولٰٓئِ
সম্পন্ন ইয়াকুব ও ইসহাক ও (যেমন) আমাদের বান্দা অরণ কর এবং
দেবকে ইবরাহীম

اَلْاَيْدِي وَ الْاَبْصَارِ ۝۴৫ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرٰى
(তা ছিল) একটি স্বত্ত্বগুণের তাদেরকে আমরা নিচয় সুস্বদৃষ্টি (সম্পন্ন) ও কর্মক্ষমতা
অরণ কারণে মর্যাদা দিয়েছিলাম আমরা

الدَّارِ ۝۴৬ وَ اِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنْ الْمَصْطَفٰىنِ الْاٰخِيَارِ ۝
উত্তম (বান্দাদের) বাছাইকরা (বান্দাদের) অবশ্যই আমাদের কাছে তারা নিচয় এবং পরকালের
অন্তর্ভুক্ত

وَ اذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكِفْلِ ۝ وَ كُلٌّ مِّنَ الْاٰخِيَارِ ۝
উত্তম (বান্দাদের) অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকে এবং যুল-কিফলকে ও আল-ইয়াসা ও ইসমাইল অরণ এবং
(ছিল) কর

هٰذَا ذِكْرُهُ وَ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَّآبٍ ۝۴৭ جَنَّتْ
জান্নাত আবাস অবশ্যই মুত্তাকীদের জন্যে নিচয় এবং একটি অরণ এটা
উত্তম (রয়েছে)

عَدْنٍ مَّفْتَحَةٍ لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ۝۵০ مُتَكِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ
তার চাইবে তার মধ্যে তারা হেলান দিয়ে দরজাসমূহ তাদের জন্যে উন্মুক্ত চিরস্থায়ী
বসবে (রয়েছে)

فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَ شَرَابٍ ۝۵১
পানীয় ও অনেক ফলমূল তার মধ্যে

৪৫. আর আমাদের বান্দাগণ -ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা অরণ কর। তারা বড় কর্ম-ক্ষমতাসম্পন্ন ও দৃষ্টিমান লোক ছিল।

৪৬. আমরা তাদেরকে এক ঝাঁটি গুণের কারণে মর্যাদাবান করেছিলাম। আর তা ছিল পরকালের অরণ।

৪৭. নিঃসন্দেহে আমাদের নিকট তারা বাছাই করা নেক লোকদের মধ্যে গণ্য।

৪৮. আর ইসমাইল, আল-ইয়াসা, ও যুল-কিফল এর কথা অরণ কর। তারা সকলে নেক লোকদের মধ্যে ছিল।

৪৯. এ ছিল একটি অরণ। (এখন শোন!) মুত্তাকী লোকদের জন্যে নিঃসন্দেহে অতি উত্তম পরিণাম রয়েছে,

৫০. চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার দয়ারগুলি তাদের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে থাকবে।

৫১. তাতে তারা হেলান দিয়ে আসীন হয়ে থাকবে। প্রচুর ফল ও পানীয় চেয়ে পাবে।

وَعِنْدَهُمْ قَصْرِاتُ الظُّرُفِ أَتْرَابٌ ۝٥٢ هَذَا

এই (সব) সমবয়স্ক নয়ন সু নিয়ন্ত্রিত তাদের কাছে (থাকবে) এবং

مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝٥٣ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا

অবশ্যই এটা নিশ্চয় হিসাবের দিনের জন্যে তোমাদের ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে যা আমাদের রিয়ক

مَا لَهُ مِنْ تَفَادٍ ۝٥٤ هَذَا وَ إِنَّ لِلطَّغِيَّةِ

সীমালংঘনকারীদের জন্যে নিশ্চয় আর এটাই (মুক্তার্কী) ঘাটতি কোন তার নাই

لَشَرِّ مَا بَ ۝٥٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسُ إِلَيْهَا ۝٥٦ هَذَا

এটাই বিশ্রামস্থল কত আর তাতে তারা জ্বলবে জাহান্নাম প্রত্যাবর্তন অবশ্যই (তাদের পরিণাম) স্থান নিকট

فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَ غَسَاقٌ ۝٥٧ وَ آخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ۝٥٨

বিভিন্নপ্রকার সেধরণের অন্য এবং পূজ-রক্তের ও ফুটন্ত পানির তার তারা সূতরাং স্বাদনিক

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ۝٥٩ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۝٦٠ إِنَّهُمْ صَالُوا

জ্বলবে তারা নিশ্চয় তাদের জন্যে কোন নাই তোমাদের সাথে বেগে প্রবেশ করায় একটি (তারা বলবে) দল এইতো

النَّارِ ۝٦١

(জাহান্নামের) আগুনে

৫২. আর তাদের নিকট লজ্জাবনত সমবয়স্ক স্ত্রী থাকবে।

৫৩. এসব জিনিস এমন যা হিসাবের দিন দান করার জন্যে তোমাদের নিকট ওয়াদা করা যাচ্ছে।

৫৪. এ আমাদের দেয়া রিয়ক, এ কখনই ফুরিয়ে যাবে না।

৫৫. এ হল মুত্তাকীলোকদের পরিণাম। আর সীমা লংঘনকারী লোকদের জন্যে নিকট ধরনের পরিণতি রয়েছে-

৫৬. জাহান্নাম; এতে তারা জ্বলবে। এ অতি খারাব স্থান।

৫৭. এটাও তাদেরই জন্যে। অতএব তারা স্বাদ গ্রহণ করবে টগবগ করে ফোটা পানি, পূজ-রক্ত,

৫৮. এবং এই ধরনের আরো অনেক কষ্টের।

৫৯. (তারা নিজেদের অনুসারীদেরকে জাহান্নামের দিকে আসতে দেখে পরস্পরে বলবেঃ) “এ একটি বাহিনী তোমাদের সাথে এসে প্রবেশ করেছে। এদের জন্যে কোন ‘উভাগমন’ নেই। তারা আগুনে জ্বলবে”।

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ

তা তোমরাই সম্পূর্ণ তোমরাই তোমাদের জন্যে কোন অভিনন্দন নাই তোমরাও বরং (অনুসারীরা) বলবে করে দিয়েছ

لَنَا فَيُسْ الْقَرَارُ ٦٠ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا

এটা আমাদের সম্পূর্ণ করেছে যে হে আমাদের তারা বলবে আবাসস্থল অতএব আমাদের জন্যে কতনিকট

فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ٦١ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى

আমরা না আমাদের কি তারা বলবে এবং দোযখের মধ্যে দ্বিগুণ আযাব তাকে বাড়িয়ে দাও এজন্যে দেখছি

رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ٦٢ اتَّخَذْنَهُمْ سَخْرِيًّا

বিন্দুপের (ব্যক্তি তাদেরকে আমরা গ্রহণ খুব ঋণাণ মধ্যে তাদেরকে হিসাব আমরা লোকদেরকে হিসেবে) করতাম (লোকদের) করতাম দ্বিলাম

أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ٦٣ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ

বাদ-প্রতিবাদ সত্য অবশ্যই এটা নিশ্চয় (আমাদের) তাদের থেকে বিহীন হয়েছিল অথবা দৃষ্টিসমূহ

أَهْلُ النَّارِ ٦٤

দোযখের অধিবাসীদের

৬০. তারা তাদেরকে জবাব দিবে: “না, বরং তোমরাই জুলে মরছ। তোমাদের জন্যে কোন ‘খোশ আমদেদ’ নেই। তোমরাই তো এই পরিণাম আমাদের সম্পূর্ণ এনে দিয়েছ। এই বসবাস স্থানটি কতই না খারাব!”

৬১. পরে তারা বলবে: “হে আমাদের রব। যে লোক আমাদেরকে এই পরিণাম পর্যন্ত পৌছবার ব্যবস্থা করেছে তাকে দোযখের দ্বিগুণ আযাব দাও”।

৬২. ওদিকে তারা নিজেরা আপসে বলবে: “কি ব্যাপার! আমরা সেই লোকদেরকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না যাদেরকে দুনিয়ায় আমরা খুব ঋণাব মনে করতাম?”

৬৩. আমরা তো তাদের সাথে এমনই ঠাট্টা-বিন্দুপ করতাম— কিংবা তারা এখন কোথাও চোখের আড়ালে চলে গেছে? ”

৬৪. নিঃসন্দেহে এ সত্য কথা। জাহান্নামী লোকদের মধ্যে এ রকমেরই ঝগড়া অনুষ্ঠিত হবে।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ لِّكُمْ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا هُوَ
 ছাড়া ইলাহ কোন নাই এবং একজন সতর্ককারী আমি মূলত (হেনবী) তুমি বল

اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٦٥ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 যা এবং পৃথিবীর ও আকাশমন্ডলির রব একই আল্লাহ

بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ٦٦ قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ ٦٧ أَنْتُمْ
 তোমরা বিরাত সংবাদ তা বল বড় ক্ষমাশীল (তিনি) উভয়ের মাঝে (আছে) মহাপরাক্রমশালী

عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٦٨ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى
 উচ্চতর জগতের সম্পর্কে জানা কোন আমার আছে না মুখফিরিয়ে নিচ্ছ তা থেকে

إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٦٩ إِنْ يُؤَخَّرِ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ
 একজন সতর্ককারী আমি মূলত যে এছাড়া আমার ওহী করা না তারা ঝগড়া করতেছিল যখন প্রতি হয়

مُبِينٌ ٧٠ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ
 থেকে একজন তৈরী করছি নিশ্চয় ফেরেশতাদেরকে তোমার রব বলেছিলেন যখন সুস্পষ্টভাবে মানুষ আমি

طَبِينٌ ٧١
 মাটি

রুকুঃ৫

৬৫. (হে নবী!) এদেরকে বলঃ “আমি তো শুধু সাবধানকারী। প্রকৃত মা'বুদ কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া, যিনি এক ও একক, সর্বজয়ী,

৬৬. আসমান-সমূহ ও যমীনের মালিক; সেই সব জিনিসেরও মালিক যা এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে, মহা পরাক্রমশালী ও বড় ক্ষমাশীল”।

৬৭. তাদেরকে বলঃ “এ একটি বড় খবর,

৬৮. এ শুনে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ”।

৬৯. (তাদেরকে বল,) আমি সে সময়ের কথা কিছুই জানি না যখন উচ্চতর জগতে ঝগড়া হচ্ছিল।

৭০. আমাকে তো অহীর সাহায্যে এসব কথা শুধু এ জন্যে বলে দেয়া হয় যে, আমি সুস্পষ্ট ভাষায় ভয় প্রদর্শনকারী-সবধানকারী।

৭১. যখন তোমাদের খোদা ফেরেশতাদের বললেনঃ “আমি মাটি দিয়ে একজন মানুষ তৈরী করব।

فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ

তার তোমরা তখন আমার রূহ থেকে তার মধ্যে আমি ফুঁকে দিব ও তা আমি সুস্থম অতঃপর
(সামনে) পড়বে করব যখন

سُجِدِينَ ﴿٤٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا

ব্যভীত একত্রে তাদের সকলেই ফেরেশতারা অতঃপর
সিজদা করল সিজদাকারী হয়ে

إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٤﴾ قَالَ يَا بَلِيسُ

ইবলীস হে (আল্লাহ) কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল ও সে অহংকার করল ইবলীস

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي ۖ اسْتَكْبَرْتَ

তুমি কি অহংকার করলে আমার দুহাত দ্বারা আমি সৃষ্টি (তাকে) সিজদা করলে যে তোমাকে বাধা কিসে
করেছি যাকে তুমি (না) দিল

أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ

হতে আমাকে আপন তার চেয়ে উত্তম আমি সে বলল উচ্চমর্যাদাসম্পন্নদের অন্তর্ভুক্ত তুমি ছিলে অথবা
সৃষ্টি করেছেন

تَارٍ ۖ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٤٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ

তাহলে এখান থেকে বের হও তাহলে (আল্লাহ) মাটি হতে তাকে সৃষ্টি আর আগুন
তুমি নিষ্কাশ করেছেন

رَجِيمٌ ﴿٤٧﴾

বিতাড়িত
লাঞ্ছিত

৭২. পরে আমি যখন তাকে পুরামাত্রায় বানিয়ে দিব এবং তাতে নিজের 'রূহ' ফুঁকে দিব তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।

৭৩. এই হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতারা সকলেই সিজদায় পড়ে গেল।

৭৪. কিন্তু ইবলীস নিজের বড়ত্বের অহংকার দেখাল এবং সে কাফেরদের মধ্যে গণ্য হল।

৭৫. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “হে ইবলীস, কোন জিনিস সিজদা করতে তোমাকে বাধা দিল, যাকে আমি আমার দুই হাত দিয়ে বানিয়েছি? তুমি খুব বড় হয়ে গিয়েছ, কিংবা তুমি আসলেই উচ্চ মর্যাদার সত্ত্বাদের মধ্যে একজন?”

৭৬. সে জবাব দিলঃ “আমি তার থেকে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে মাটি দিয়ে”।

৭৭. বললেনঃ “আচ্ছা, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, তুমি পরিত্যক্ত-লাঞ্ছিত।

وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ④৮
 নিচয় এবং তোমার উপর আমার অভিশাপ পর্যন্ত দিন বিচার

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ④৯
 নিচয় তাহলে (আল্লাহ) তুমি আমাকে তাহলে হে আমার সে বলল
 পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন রব

مَنْ الْمُنْظَرِينَ ⑤০
 সে বলল (যা) আমার (এমন) দিন পর্যন্ত অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত
 জানা সময়ের

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ⑤১
 তাদের মধ্যে আপনার বান্দা ব্যতীত সকলকেই তাদের অবশ্যই আপনার ইচ্ছাভেদে
 হতে দেব শপথ তাহলে

الْمُخْلِصِينَ ⑤২
 আমি অবশ্যই বলি আমি সত্যই আর (এটাই) তবে (আল্লাহ) যারা খাটি একনিষ্ঠ
 পূর্ণ করব সত্য

جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ⑤৩
 না (হে নবী) বল সকলের তাদের মধ্যে তোমার অনুসরণ তার দ্বারা ও তোমার দ্বারা জাহান্নামকে
 হতে করবে যে

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ⑤৪
 কৃত্রিমতাকারীদের অন্তর্ভুক্ত আমি না আর পারিশ্রমিক কোন এর উপর তোমাদের কাছে
 চাই আমি

৭৮. আর তোমার উপর বিচার দিন পর্যন্ত আমার অভিশাপ”।

৭৯. সে বলল: “হে আমার রব! এই কথাই যদি হয়ে থাকে; তাহলে আমাকে সেই সময় পর্যন্ত অবকাশ দাও, যখন এই লোকেরা পুনরুত্থিত হবে”।

৮০-৮১. বললেন: “ঠিক আছে, সেই দিন পর্যন্ত তোমার অবকাশ আছে, যার সময়টা আমারই জানা আছে”।

৮২. সে বলল: “তোমার ইচ্ছাভেদে শপথ! আমি এ সব লোককেই বিভ্রান্ত করব,

৮৩. তোমার সেই সব বান্দা ছাড়া যাদেরকে তুমি খাটি করে নিয়েছ”।

৮৪-৮৫. আল্লাহ বললেন “হ্যাঁ এটাই সত্য- আর আমি সত্যই বলে থাকি যে, আমি জাহান্নামকে তোমাকে দিয়ে, আর সেই সব লোক দিয়ে ভরে দেব এই মানুষদের মধ্যে হতে যারাই তোমার অনুসরণ করবে”।

৮৬. (হে নবী) তাদেরকে বল যে, এই দ্বীন প্রচারের জন্যে আমি তোমাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি কৃত্রিম লোকদের ব্যতীত কেউ নই।

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾ وَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ

পরেই তার খবর তোমরা অবশ্যই এবং বিশ্বাসীদেরজন্যে উপদেশ এবারীত তা নয়
জানবে

ع
حِينَ
কিছুকাল

২৫৮

৮৭. এতো একটি উপদেশ সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্যে।

৮৮. আর অল্পকাল অতিবাহিত হতেই উহার অবস্থা তোমরা জানতে পারবে।

—

সূরা আয-যুমার

নামকরণঃ এ সূরার নাম ৭১ নং ও ৭৩ নং আয়াত হতে গৃহীত । অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে **زمر** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ সূরার ১০ম আয়াত **ارض الله واسعة** হতে ইংগিত জানা যায় যে, এ সূরাটি আবিসীনিয়ায় হিজরতের পূর্বেই নাযিল হয়েছিল । কোন কোন বর্ণনা হতে স্পষ্ট ঘোষণা পাওয়া যায় যে, হযরত জাফর ইবনে আবুতালেব (রাঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীরা যখন আবিসীনিয়ায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন তখন তাঁদের অনুকূলে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল । (**اروح المعنى**) খন্ডহতে পৃঃ২২৬)

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ এই গোটা সূরাই এক অতীব উত্তম ও প্রভাবশালী ভাষণ । আবিসীনিয়ায় হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কাশরীফের অত্যাচার নির্যাতনে জর্জরিত এবং শত্রুতা ও বিরুদ্ধতার বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে এ ভাষণটি নাযিল হয়েছিল । আসলে এ একটি ওয়াজ ও নসীহত, কুরাইশ-কাফেরদের লক্ষ্য করেই এর বেশীর ভাগ কথা বলা হয়েছিল । কোন কোন স্থানে ঈমানদার লোকদেরকেও সন্মোদন করা হয়েছে । এ ভাষনে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর দ্বীনী দাওআতের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পেশ করা হয়েছে । আর তা হল এইঃ মানুষ ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে আল্লাহর বন্দেগী কবুল করবে এবং অপর কারো বন্দেগী ও আনুগত্য করে আল্লাহর খাঁটি বান্দাদিগকে কলুষিত করবে না । এ মূল কথাকেই বার বার নানা ভঙ্গিতে পেশ করে অত্যন্ত জোরদার ভাবে তওহীদের সত্যতা ও তা মেনে চলার উত্তম পরিণাম ও ফলাফল এবং শিন্ক-এর ভুল-ভ্রান্তি ও তার উপর দৃঢ় হয়ে থাকার খারাব পরিণামকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে । সে সংগে লোকদেরকে নিজেদের ভুল নীতি ও আচরণ হতে বিরত থাকতে এবং আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে । এ প্রসংগে ঈমানদার লোকদেরকে হেদায়াত করা হয়েছে যে, আল্লাহর বন্দেগী করার জন্যে কোন স্থান যদি সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে , তা হলে আল্লাহর যমীন খুবই প্রশস্ত । নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে রক্ষা করার জন্যে অন্য কোন দিকে বের হয়ে চলে যাও । আল্লাহ তোমাদের সবরের প্রতিফল দান করবেন । অপর দিকে রসূলে করীম (সঃ)-কে বলা হয়েছে যে, কাফেররা যে অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়ে এ পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখতে পারবে বলে মনে করছে তা হতে তাদেরকে একেবারেই নিরাশ করে দাও । আর তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও যে, তোমরা আমার পথ রুখবার জন্যে যা কিছু করতে চাও তা করতে পার, আমি তো আমার এ কাজ জারী রাখবই ।

أَيَّانَهَا ٥ (٣٩) سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ ٦ رُكُوعَاتُهَا ٨
 আট তার রুকু মকী আয-যুমার সূরা (৩৯) পঁচাত্তর তার আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অতীন মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ١ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
 আমরা নাযিল নিচয় প্রজ্ঞাময় (যিনি) আল্লাহর পক্ষহতে (এই) অবতীর্ণকরা
 করেছি আমরা

إِلَيْكَ الرُّكُوبُ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
 তাঁরই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত কর সুতরাং সত্যসহকারে (এই) তোমার প্রতি
 জনে কিতাবকে

الدِّينَ ٢ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ٣ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا
 গ্রহণ করেছ যারা এবং অবিমিশ্র ধীন আল্লাহরই সাবধান ধীনকে
 (আনুগত্য) জন্যে (নির্দিষ্টকরে)

مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
 আল্লাহর দিকে আমাদের নিকটে করে এব্যতীত তাদের ইবাদত করি (এবং বলে) অভিভাবকরূপে তাঁকে ছাড়া
 দেয় যেন আমরা না (অন্যদেরকে)

زُلْفَى ٤ إِنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي مَآ هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥
 মতবিরোধ করছে যাতে তারা (ঐবিষয়ে) মধ্যে তাদের মাঝে ফয়সালা করে আল্লাহ নিচয় (তার)
 যা দিবেন সারিখোর

রুকুঃ ১

১. এই কিতাব মহা পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হয়েছে।
২. (হে নবী!) এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি। অতএব তুমি এক আল্লাহরই বন্দগী কর, ধীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্যে খাঁটি করে দিয়ে।
৩. সাবধান! খাঁটি ধীন তো একমাত্র আল্লাহরই হক। আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, (আর নিজেদের এই কাজের ব্যাখ্যা দেয় এই বলে যে,) আমরা তো তাদের এবাদত করি কেবল এ জন্যে যে তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। আল্লাহ নিশ্চয় তাদের মাঝে সেই সব কথারই চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করছে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ۝ لَوْ أَرَادَ
 ইচ্ছে যদি কষ্টরক্ষকের মিথ্যাবাদী যে তাকে সৎপথে পরিচালনা না আদ্রাহ নিচর
 করাতেন করেন

اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ
 তিনি চাইতেন থাকে তিনি সৃষ্টি করেন তাহতে বা বেছে নিতেন অবশ্যই কোন এহণ করবেন যে আদ্রাহ
 পুত্র সন্তান

سُبْحَنَهُ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 আকাশমণ্ডলি তিনি সৃষ্টি প্রবল-বিজয়ী তিনি সৃষ্টি করেছেন
 তিনিই (কিছু তাহতে) তিনি পবিত্র

وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يَكْوِّرُ
 জড়িয়ে দেন এবং দিনের উপর রাতকে তিনি জড়িয়ে দেন যথাযথ ভাবে পৃথিবীকে ও

النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۚ كُلَّ
 প্রত্যেকেই চাঁদকে ও সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত এবং রাতের উপর দিনকে
 করেছেন

يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝
 অতীব ক্ষমাপালী মহাপরাক্রমশালী তিনিই জেনেরেখ নির্দিষ্ট একটি কাল পর্যন্ত
 পরিণমন করে

আল্লাহ মিথ্যাবাদী ও সত্য অমান্যকারী ব্যক্তিকে কখনো হেদায়াত দেন না।

৪. আল্লাহ যদি কাউকে পুত্র বানাতে চাইতেন তাহলে নিজের সৃষ্টদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে বাছাই করে নিতেন। তিনি তো এ হতে পবিত্র (যে, কেউ তাঁর পুত্র হবে) তিনি তো আল্লাহ, এক ও একক, আর সকলের উপর পরাক্রমশালী, বিজয়ী।

৫. তিনি আসমান-সমূহ ও যমীনকে ঠিক ঠিক পয়দা করেছেন। তিনিই দিনের উপর রাতকে এবং রাতের উপর দিনকে পৌছাতে থাকেন। তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে এমনি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন যে, প্রত্যেকটিই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যায়। জেনে রাখ, তিনি প্রবল ও ক্ষমাপালী।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ
 ৩ তার জোড়া তা হতে বানিয়েছেন এরপর একই প্রাণ থেকে তোমাদেরতিনি
 সৃষ্টি করেছেন

أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةً ۚ أَزْوَاجًا ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ
 পটেনমূহের মধ্যে তোমাদেরকে সৃষ্টি জোড়া আট গৃহপালিত পশুদের মধ্যেহতে তোমাদের
 দিয়েছেন জন্যে

أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمٍ ۖ ثَلَاثٌ ۚ
 তিনটি অন্ধকারমূহের মধ্যে সৃষ্টি পরে সৃষ্টির তোমাদের মা'দের

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآتَى
 কোথায় সুতরাং তিনি স্বাভাবিক কোন নাই সার্বভৌমত্ব তারই তোমাদের রব আল্লাহ সেই
 তোমাদের

تُصَرِّفُونَ ۚ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ
 তোমাদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন আল্লাহ নিচয় তবুও তোমরা অস্বীকার কর যদি তোমাদের ফিরান হচ্ছে

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۚ
 তোমাদের জন্যে তা তিনি পছন্দ তোমরা কৃতজ্ঞ হও যদি এবং কুফরীকে তার বান্দাদের জন্যে পছন্দ করেন না কিন্তু

৬. তিনি তোমাদেরকে একই 'প্রাণ' হতে সৃষ্টি করেছেন। পরে তিনিই সেই 'প্রাণ' হতে তার জুড়ি বানিয়েছেন। আর তিনিই তোমাদের জন্যে গৃহপালিত পশুর মধ্যে হতে আটটি স্ত্রী-পুরুষ বানিয়েছেন^১। তিনিই তোমাদের মা'দের গর্ভে তিন তিনটি অন্ধকারময় আবরণের মধ্যে তোমাদেরকে একের পর এক রূপ দিয়ে যাচ্ছেন^২। এই আল্লাহ, (এটা তাঁরই কাজ) তোমাদের রব। প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই। তিনি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই। তাহলে তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

৭. তোমরা যদি কুফরী কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে কুফরীকে পছন্দ করেন না। আর তোমরা যদি শোকর কর, তবে তাকে তিনি তোমাদের জন্যে পছন্দ করেন।

১. গৃহপালিত পশু বলতে উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল বুঝানো হয়েছে। এর চারটি পুং-শাবক ও চারটি স্ত্রী-শাবক। মোট সংখ্যায় আট।

২. তিনটি পর্দা অর্থ পেট, গর্ভাশয় ও সেই ঝিল্লি যার দ্বারা শিশু আবৃত থাকে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم
তোমাদের রবের দিকে এরপর অন্যের বোঝা কোন বহন করবে না এবং
বোঝাবহনকারী

مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ
সম্যক অবগত তিনি নিশ্চয় তোমরা কাজ করতে ছিলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবশেষে তোমাদের প্রত্যাবর্তন
হবে তিনি জানিয়ে দেবেন

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ
কোন মানুষকে স্পর্শ করে যখন এবং অন্তরঙ্গমূহের অবস্থা সম্পর্কে
বিপদ

دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ۖ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ
তারপক্ষ হতে অনুগ্রহ তাকে দান করেন যখন এরপর তারদিকে অভিমুখী হয়ে তার রবকে সে ডাকে

نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًّا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ۖ وَجَعَلَ لِلَّهِ
আল্লাহর জন্যে বানায় এবং পূর্বে তারদিকে (একনিষ্ঠভাবে) সে ডাকতেছিল
বার সে ভুলে যায় (জন্য)

أَنْدَادًا ۚ الْيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلُوبًا ۖ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ
তোমার কুফরীর অবস্থার (বাদ) উপভোগ কর (হেনবী) তার পথ হতে বিভ্রান্ত করে যেন সম্যক
বল

قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝

দোষধের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত তুমি নিশ্চয় বহ্নি (কাপ)

কোন বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই নিজেদের রবের দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলবেন তোমরা কি করছিলে। তিনি তো অন্তরের অবস্থা পর্যন্ত জানেন!

৮. মানুষের উপর যখন কোন বিপদ আসে, তখন সে নিজের রবের দিকে ফিরে তাঁকে ডাকে। পরে তার রব যখন তাকে স্বীয় নে'আমত দানে ধন্য করেন, তখন সে সেই বিপদ ভুলে যায় যে জন্যে সে পূর্বে রবকে ডাকতেছিল, এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সমতুল্য বানিয়ে নেয়, যেন তাঁর পথ হতে গোমরাহ করে দেয়। (হেনবী!) তাকে বল যে, অল্প কিছু দিন স্বীয় কুফরীর স্বাদ আবাদন করতে থাক। নিশ্চয় তুমি দোজখগামী হবে।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الْيَلِّ سَاجِدًا وَ قَائِمًا يَحْذَرُ

ভয় করে সম্মানমানহয়ে অথবা সিজদাকারী রূপে রাতের প্রহরগুলোতে আদেশানুগামী যে যে (এমন নীতির সে ভাল না) কি।

الْآخِرَةِ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ

যারা সমান হয় কি বল তার রবের রহমতের প্রত্যাশা করে ও আখেরাতকে

يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

সম্পন্নরাই শিক্ষা গ্রহণ করে প্রকৃত পক্ষে জানে না যারা ও জানে

الْأَلْبَابِ ۚ قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ

তোমাদের রবকে তোমরা ভয় কর ঈমান এনেছ যারা হে আমরা বল দোধ-বুদ্ধি

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ أَرْضُ

যমীন এবং কল্যাণ দুনিয়ায় এই মধ্যে উত্তম কাজ করেছে (তোদের) জন্যে যারা

اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

কোন হিসাব ব্যতীতই তাদের প্রতিফল সবারকারীদেরকে পূর্ণ দেওয়া হবে মূলতঃ প্রস্তুত আল্লাহর

৯. (এই ব্যক্তির নীতি ও আচরণ কি ভাল, না সেই ব্যক্তির) যে আদেশানুগামী, রাত্রির সময় গুলিতে দাঁড়িয়ে থাকে ও সিজদা করে, পরকালকে ভয় করে এবং স্বীয় রবের রহমতের আশা পোষণ করে? এদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যে জানে ও যে জানেনা এরা উভয়ে কি কখনো সমান হতে পারে? বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে থাকে।

রুকুঃ ২

১০. (হে নবী!) বলঃ হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছ! - তোমাদের রবকে ভয় কর। যেসব লোক এই দুনিয়ায় সৎ আচরণ গ্রহণ করেছে, তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহর যমীন বিশাল প্রশস্ত^৩। ধৈর্য-ধারণকারীদেরকে তো তাদের প্রতিফল বে-হিসেব দেয়া হবে।

৩. অর্থাৎ যদি এই শহর বা অঞ্চল বা দেশ আল্লাহর উপাসনা-আনুগত্যকারীদের পক্ষেও বিপদ-সংকুল হয়ে দাঁড়ায় তবে অন্যত্র চলে যাও, যেখানে এ বিপদ ও কাঠিন্য নেই।

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ

তারই জন্যে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর আমি (মেন) ইবাদত করি যে আমি আদিষ্ট হয়েছি নিচয় (হেনবী) বল

الدِّينِ ۝۱۱ وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝۱۲

মুসলমানদের প্রথম আমি হই (মেন) এজন্যও যে আদিষ্ট হয়েছি আমি এবং আনুগত্যকে (নির্দিষ্ট করে)

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ

দিনের আযাবের আমার রবের আমি অবাধ্য হই যদি ভয় করি আমি নিচয় বল

عَظِيمٍ ۝۱۳ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْهُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۝۱۴

আমার আনুগত্যকে তারই জন্যে এক নিষ্ঠভাবে ইবাদত করি আল্লাহকে বল কঠিন

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۖ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ

ক্ষতিগ্রস্থ হবে নিচয় বল তাঁকে ছাড়া তোমরা চাও যাকে ইবাদত করতে পার

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ

কিয়ামতের দিনে তাদের পরিবারকে ও তাদের নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে যারা

أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝۱۵

মুস্পষ্ট ক্ষতি সেই এটাই জেনে রাখ

১১. (হে নবী!) তাদেরকে বলঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ধীনকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দিয়ে আমি তাঁরই বন্দেগী করব।

১২. আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, সকলের আগে আমি নিজে মুসলিম হব।

১৩. বল : আমি যদি আমার রবের নাফরমানী করি, তাহলে আমার বড় এক আযাবের দিনের ভয় রয়েছে।

১৪. বলে দাও, আমি তো নিজের ধীনকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি করে তাঁরই বন্দেগী করব।

১৫. তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যার যার বন্দেগী করতে চাও- করতে থাক। বলঃ আসল দেউলিয়া তো সেই লোকেরাই, যারা কেয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে ও নিজের বংশ পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। শুনে রাখ, এটাই প্রকাশ্য দেউলিয়াপনা।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۖ
 (আগুনের) তাদের নীচ হতে ও আগুনের আচ্ছাদন তাদের উপর হতে তাদের জন্যে (রয়েছে)

۱۷ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۖ يُعْبَادُ فَاتَّقُوا ۚ
 আমাকে ভয় করা তাই হে আমার বান্দারা তারবান্দাদেরকে এ দিয়ে আল্লাহ সাধন করেন (ভয় দেখান) এটা

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَّعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَىٰ
 দিকে অভিমুখী হয় এবং তার বন্দগী করতে তাওত (থেকে) দূরে থাকে যারা এবং

اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۖ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝۱۸
 যারা আমার বান্দাদেরকে সুতরাং সুসংবাদ দাও তাদের জন্যে (রয়েছে) আল্লাহর

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ
 এ সবলোক তার উত্তম অনুসরণ করে অতঃপর কথা মনযোগ দিয়ে শুনে

الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا ۖ
 তাদের হেদায়েত দিয়েছেন (তারাই) যাদেরকে

أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۖ أَفَإَن تَنقِذُ
 উদ্ধার করতে পারবে তুমি তবে কি আযাবের (পরিত্রাণ পেতে পারে?) বাণী তার উপর অধবালিত হয়েছিল তবে কি যে

مِّنَ النَّارِ ۝۱۹
 আগুনের মধ্যে (পড়েছে) যে

১৬. তাদের উপর আগুনের ছাড়া উপর হতেও চেপে থাকবে, আর নীচ হতেও। আল্লাহ এই পরিণাম হতেই তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান—সাধন করেন। অতএব হে আমার বান্দারা, আমার ক্রোধ হতে বাঁচ।

১৭. পক্ষান্তরে যারা তাওতের বন্দগী হতে দূরে রয়েছে: এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তণ করেছে তাদের জন্যে সুসংবাদ। কাজেই (হে নবী!) সুসংবাদ দাও আমার সেই বান্দাদেরকে,

১৮. যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং তার উত্তম দিকগুলি সাধ্যমত আমল করে। এরা সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দিয়েছেন। আর এরাই বুদ্ধিমান।

১৯. (হে নবী!) সেই ব্যক্তিকে কে বাঁচাতে পারে যার উপর আযাব হবার ফয়সালা হয়ে গেছে? তুমি কি তাকে বাঁচাতে পার যে আগুনে পড়ে গেছে?

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرْفٌ
 কিন্তু যারা ভয় করে তাদের জন্যে (প্রাসাদ রয়েছে) মনযিল

مَنْ فَوْقَهَا غُرْفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 তার উপর মনযিল নিমিত্ত প্রবাহিত হয় তার পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
 আশ্বাহ ওয়াদা করেছেন না আশ্বাহ তৎপ করেন আল্লাহ যে ভূমি দেখে নাই কি ওয়াদাকে

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
 হতে বর্ষণ করেন আকাশ পানি তা অতঃপর ঝর্ণাসমূহে (বা জলাধারে) প্রবেশ করেন

يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا
 তা দিয়ে বের করেন বিভিন্ন প্রকার ফসল তার রসেমূহও তার তখন শুকিয়ে যায় এরপর হরিৎবর্ণ হতে ভূমি দেখ

ثُمَّ يَجْعَلُهُ حَطَآمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِأُولِي
 তা পরিণত করেন এরপর খড়-কুটায় মধ্যে নিচয় (রয়েছে) এর অধিকারীদের জন্যে — শিক্ষা অবশ্যই

الْأَلْبَابِ ۝
 জ্ঞান-বুদ্ধির

২০. অবশ্য যারা নিজেদের রবকে ভয় করে চলে, তাদের জন্যে উচ্চ ইমারত রয়েছে, মনযিলের পর মনযিল বানানো, যেগুলোর নীচে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হয়ে থাকবে। এ আশ্বাহর ওয়াদা। আশ্বাহ কখনো নিজের করা ওয়াদার খেলাফ কাজ করেন না।

২১. তুমি কি দেখে না যে, আশ্বাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করলেন, পরে তাকে খাল, ঝর্ণা ও নদীসমূহ-রূপে ৪ যমীনের অভ্যন্তর ভাগে প্রবাহিত করলেন? পরে তিনি পানির সাহায্যে নানা প্রকারের ফসল উৎপাদন করেন, যার প্রকার বিভিন্ন। পরে সেই ফসল শুকিয়ে যায়, অতঃপর ভূমি দেখে যে, তা হরিৎ বর্ণ ধারণ করেছে; আর শেষ পর্যন্ত আশ্বাহ সেই গুলিকে ভূমিতে পরিণত করেন? প্রকৃত পক্ষে এতে এক সবক রয়েছে জ্ঞান ও বিবেক-সম্পন্ন লোকদের জন্যে।

৪. মূলে يَنْبِيع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা এই তিনটি জিনিসের উপর প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

أَفَمِنْ شَرِّ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
 ফরম তনে কি তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে

فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۖ قَوِيلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
 (চলে) সে অতঃপর উপর সে ধ্বংস সূত্রাং তার রবের (সে পক্ষহতে আলোর (সেইলোকদের) জন্যে শক্ত) যাদের অন্তরসমূহ

مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝۳
 হতে নসীহত আল্লাহর এইসবলোক গোমরাহীতে মধ্যে (রায়েছে) স্পষ্ট

نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي ۖ تَفْشِيرُ
 নামিল করেছেন উত্তম বাণী (সংলিভ) কিতাব পুনরাবৃত্তি লোম হর্ষণ হয়

مِنْهُ جُلُودٌ الْذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ
 তা থেকে চামড়া সমূহে তা থেকে (তাদের) চামড়া গুলো (সারাদেহ) নরম হয় এরপর তাদের রবকে ভয় করে

وَ قُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ ذٰلِكَ هُدًى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
 ও তাদের মনগুলো ও প্রতি আল্লাহর দ্বারা এটা হেদায়াত আল্লাহর সৎপথে চালান তিনি এ দিয়ে

مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۳
 যাকে এবং তিনি চাল যাকে আল্লাহ বিম্বস্ত করেন যাকে তার তখন আল্লাহ ফাঁদে তার কোন পথ প্রদর্শক

রুকুঃ৩

২২. এখন কি সেই ব্যক্তি যার বক্ষদেশ-অন্তরলোক-আল্লাহতা'আলা ইসলামের জন্যে খুলে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং সে তার রবের নিকট হতে পাওয়া একটি আলো অনুসারে চলছে, (সেই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে লোক এ সব কথা হতে কিছু মাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেনি?) ধ্বংস সেই লোকদের জন্যে যাদের অন্তর আল্লাহর নসীহতে আরো অধিক শক্ত হয়ে গেল। তারা তো স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত।

২৩. আল্লাহ অতি উত্তম কালাম নাখিল করেছেন - এ এমন এক কিতাব যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাতে বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তা শুনে তাদের গায়ে লোমহর্ষণ দেখা দেয়, যারা নিজেদের রবকে ভয় করে। পরে তাদের দেহ ও তাদের দিল নরম হয়ে আল্লাহর স্বরণে উৎসাহী ও উৎসুক হয়ে ওঠে। ইহা আল্লাহর হেদায়াত, ইহা দ্বারা তিনি হেদায়াতের পথে নিয়ে আসেন যাকে তিনি চাল। আর আল্লাহই যাকে হেদায়াত না করেন তার জন্যে হেদায়াতকারী কেউ নেই।

أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ
 কিয়ামতের দিনে আযাবকে কঠিন তারচেহারা ঠেকাতে চাইবে তবে কি
 (বাঁচতে পারবে?) দিয়ে যে

وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ ২৪
 মিথ্যারোপ করেছিল অর্জন করিতেছিল তোমরা যা তোমরা স্বাদ নাও যালিমদেরকে বলা হবে এবং

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا
 না যোদিকে (এমনদিক) আযাব তাদের উপর অন্তঃপর তাদের পূর্বেও যারা
 (ছিল)

يَشْعُرُونَ ۝ ২৫ فَآذَاهُمْ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 পাণ্ডিত্য জীবনের মধ্যে শাস্তি আদ্বাহ তাদেরকে ফলে আশ্বাদন করালেন তারা খেয়ালও করে

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ ২৬
 নিশ্চয় এবং তারা জানত (হায়) কঠিনতর আবেরাতের আযাব অবশ্যই আর

ضَرْبِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
 দৃষ্টান্ত প্রত্যেক রকম কুরআনের এই মধ্যে লোকদের জন্যে আমরা পেশ
 করেছি

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ ২৭ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ
 বক্রতা বিশিষ্ট (তা) আরবী (এই) কুরআন উপদেশ গ্রহণ করে তারা যাতে

২৪. এখন সেই ব্যক্তির দুরাবস্থা সম্পর্কে তুমি কি ধারণা করতে পার, যে লোক কেয়ামতের দিন আযাবের কঠিন আঘাত নিজের মুখের উপর গ্রহণ করবে? এরূপ যালিমদেরকে তো বলে দেয়া হবে যে, এখন সেই উপার্জনের স্বাদ আশ্বাদন কর যা তোমরা জীবনভর করছিলে।

২৫. এদের আগেও বহু লোক এভাবেই অমান্য করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর এমন দিক হতে আযাব এসেছে- যোদিকে তাদের খেয়াল পর্যন্ত যেতে পারত না।

২৬. পরে আদ্বাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই শাস্তির স্বাদ আশ্বাদন করিয়েছেন। আর পরকালের আযাব তো এ থেকেও কঠিনতর। হায়, এই লোকেরা যদি জানতে পারত?

২৭. আমরা এ কুরআনে লোকদের সম্মুখে নানারকম ও নানাপ্রকারের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছি, যেন এদের হুঁশ হয়।

২৮. এ এমন কুরআন যা আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ, যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই,

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ② ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا

এক গোলাম
ব্যক্তি

একটি দৃষ্টান্ত

আল্লাহ

পেশ করেন

(খারাব পরিণতি হতে)
বেরে চলে

তার যাতে

فِيهِ شُرَكَاءٌ مُتَشَكِّسُونَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ٥

একজন (জনের)
(মালিকানায়)

সম্পূর্ণরূপে

এক (গোলাম)
ব্যক্তি

এবং

পরস্পরেবাকাস্বভাবের

অনেক শরীক
(মনিব)

তার আছে

هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

তাদের

অধিকাংশই

কিন্তু

আল্লাহর জন্যে

সব প্রশংসাই

দৃষ্টান্তে

দুজনের (অবস্থা)

কি

لَا يَعْلَمُونَ ③ إِنَّكَ مِيتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ④ ثُمَّ

এরপর

মৃত্যু বরণ করবে

তার নিচয়

এবং

মৃত্যু বরণ
করবে

তুমি নিচয়

জানেন

না

إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ⑤

তোমরা মামলা পেশ করবে

তোমাদের রবের

কাছে

কিয়ামতের

দিনে

তোমরা নিচয়

যেন এরা খারাব পরিণাম হতে বাঁচতে পারে।

২৯. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দেন। এক ব্যক্তি তো সে যার মালিকানায় বহু সংখ্যক বাকী স্বভাবের মনিব শরীক হয়ে আছে, যারা তাকে নিজেদের দিকে টানে। আর অপর ব্যক্তি পুরাপুরি ভাবে একই মনিবের গোলাম -এই দুজনের অবস্থা কি একই রকম হতে পারে? প্রশংসা সবই আল্লাহর জন্যে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে রয়েছে ৫।

৩০. (হে নবী!) তোমাকেও মরতে হবে, আর সেই লোকরাও মরবে।

৩১. শেষ পর্যন্ত কেয়ামতের দিন তোমরা সকলেই নিজেদের রবের সামনে নিজের নিজের মামলা পেশ করবে।

৫. অর্থাৎ এক মনিবের দাসত্ব ও বহু মনিবের দাসত্বের মধ্যকার পার্থক্য তো ভাল করেই বুঝতে পার; কিন্তু যখন এক আল্লাহর দাসত্ব ও বহু রবের দাসত্বের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে চেষ্টা করা হয় তখন তোমরা অজ্ঞবনে যাও।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ

পরমসত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে (তার) চেয়ে অধিক যালিম অতঃপর

إِذْ جَاءَهُ ط أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝ وَالَّذِي
যে এবং (এমন সব) আবাসস্থল জাহান্নামের মধ্যে নদী কি তার এসেছে যখন
কাফেরদের জন্যে কাছে

جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝
যুগ্মকী তারাই এসবলোক তাকে (যারা) সত্য বলে এবং পরমা-সত্যসহকারে এসেছে

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝
উত্তম আমলকারীদের প্রতিফল এটা তাদের রবের কাছে তারা ইচ্ছে করবে (যাকবে) তাদের জন্যে

يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْهُمْ ۖ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ
তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিফল এবং তারা কাজ যা নিকৃষ্টতম তাদের থেকে আল্লাহ মোচন করেন যেন

بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ
তার বাসার (জন্যে) যথেষ্ট আল্লাহ নহেন কি তারা কাজ করতে ছিল (ঐবিধয়ের) উত্তমভাবে

রুকুঃ ৪

৩২. তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে যে লোক আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলল এবং পরম সত্য যখন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে আসল তখন সে উহাকে অবিশ্বাস করেছে? এমন কাফেরদের জন্যে জাহান্নামে কোন ঠিকানাই নেই কি?

৩৩. আর যে ব্যক্তি পরম সত্য নিয়ে আসল, আর যারা একে সত্য বলে মেনে নিল তারাই আযাব হতে রক্ষা পাবে।

৩৪. তারা তাদের রবের নিকট সেই সবকিছুই পাবে যার ইচ্ছা তাদের মনে জাগবে। নেক আমলকারীদের জন্যে ইহাই প্রতিফল;

৩৫. যেন তারা যে নিকৃষ্টতম আমল করেছিল, তা তাদের হিসাব হতে আল্লাহ তা'আলা খারিজ করে দেন এবং যে উত্তম আমল তারা করেছিল, সেই অনুপাতে তিনি তাদেরকে প্রতিফল দান করতে পারেন।

৩৬. (হে নবী!) আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নন?

وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ

তার অতঃপর আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন যাকে অথচ যিনি ছাড়া অন্যদের সম্পর্কে তোমাকে তারা ভয় এবং দেখায়

مَنْ هَادٍ ۚ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۚ أَلَيْسَ

নহেন কি বিভ্রান্তকারী কোন তার তখননা আল্লাহ পথ দেখান যাকে এবং পথ প্রদর্শক কোন

اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ

সৃষ্টি করেছে কে তাদের তুমি প্রশ্ন কর অবশ্যই যদি এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ

তোমরা ডাক যাদের তোমরা (তোবে) দেখেছ বল আল্লাহ অবশ্যই পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী

তারা বলবে

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ

রক্ষাকারী তারা কি কোন অনিষ্ট আল্লাহ আমাকে চান যদি আল্লাহ ছাড়া

(হতে পারবে)

(করতে)

ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ

তার অনিষ্ট হতে তার অনুরোধকে বন্ধকারী তারা কি অনুগ্রহ (করতে) আমাকে তিনি চান অথবা তার অনিষ্ট (হতে)

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

ভরসাকারীরা ভরসা করে থাকে তারই উপর আল্লাহ আমার জন্যে বল যথেষ্ট

এই লোকেরা তাঁকে ছাড়া অন্যদের সম্পর্কে তোমাকে ভয় দেখায়। অথচ আল্লাহ যাকেই গোমরাহীতে ফেলবেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই।

৩৭. আর যাকে তিনি হেলায়াত দিবেন তাকে বিভ্রান্ত করারও কেউ নেই। আল্লাহ কি বিরাট শক্তিশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

৩৮. এই লোকদেরকে যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর যে, যমীন ও আকাশ-মন্ডল কে সৃষ্টি করেছে! তাহলে তারা নিজেরাই বলবে: আল্লাহ। তাদেরকে বল, এই যখন প্রকৃত কথা, তখন তোমরা কি মনে কর, আল্লাহই যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমাদের এই দেবীরা- যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকছ- আমাকে তাঁর নির্দিষ্ট করা ক্ষতি হতে রক্ষা করতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি কোন অনুরোধ করতে চান তবে এরা কি তাঁর রহমতকে বন্ধ করতে পারবে? তাদেরকে শুধু এতটুকু বল, আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারী লোকেরা তাঁর উপরই ভরসা করে থাকে।

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
 তোমরা জানবে শীগ্ৰই অতঃপর কাজ করে যাচ্ছি নিশ্চয় তোমাদের অবস্থার উপর তোমরা কাজ কর হে আমার জাতি বল

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يُحْلِلْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا
 নিচয় আমরা আসবে কার (উপর) শাস্তি তাকে লাহিত করবে শাস্তি আসবে কার (উপর)

أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
 আমরা নাযিল করেছি তোমার উপর (এই) কিতাব লোকদের জন্যে সত্য সহকারে সত্য উপর সৎগ্ৰহণ করে

فَلِنَفْسِهِ ۖ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَ مَا أَنْتَ
 তা এবং তার নিজের জন্যে সে বিপথে মূলতঃ তখন পথভ্রষ্ট হয় যে এবং তার নিজের জন্যে

عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ
 বিম্বাদার তাদের উপর কবজ করেন আত্মাই প্রাণ সমুহকে (রুহতলোকে) এবং তার মৃত্যুর সময়

الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا
 তার উপর তার যে মরে নাই মধ্য (থাকে) মরে নাই তার (যে) নির্ধারিত হয়েছে যার অতঃপর রুহকে ধরে রাখেন তার যুগের মধ্যে

الْمَوْتِ وَ يُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ
 পাঠিয়ে দেন এবং মৃত্যু অন্যদের (রুহতলোকে) একটি মেয়াদ পর্যন্ত নির্দিষ্ট

৩৯-৪০. তাদেরকে শাস্তি বলে দাও : হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা নিজেদের মত নিজেদের কাজ করে যাও ; আমি তো আমার কাজ করতেই থাকব। শীগ্ৰই তোমরা জানতে পারবে অপমানকর আযাব কার উপর আসছে, আর কে সেই শাস্তি পাচ্ছে যা কখনোই হটে যাবে না।

৪১. (হে নবী!) আমরা সব মানুষের জন্যে এই মহাসত্য কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি। এখন যে লোক সঠিক সোজা পথ গ্রহণ করবে সে তা নিজের জন্যেই করবে। আর যে বিভ্রান্ত হবে, তার বিভ্রান্ত হবার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তুমি তাদের জন্যে বিম্বাদার নও।

রুকুঃ ৫

৪২. তিনি তো আত্মাই, যিনি মৃত্যুর সময় রুহতলোকে কবজ করেন। আর যারা এখনো মরে নি, নিদ্রায়-তাদের রুহ কবজ করে নেন। পরে যার উপরই তিনি মৃত্যুর ফয়সালা কার্যকর করেন, তাকে তিনি আটক করে রাখেন এবং অন্যদের রুহকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
 হাড়া তার। গ্রহণ করেছে কি (যারা) লোকদের জন্যে অবশ্যই এর মধ্যে নিচয়
 চিন্তাভাবনাকরে নিদর্শনাবলী আছে

اللَّهُ شُفَعَاءُ قُلُوبِهِمْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۝
 তারা বুঝেও না এবং কোন ক্ষমতা রাখে না তারা হল যদিও কি বল (অন্যান্যদেরকে) আল্লাহ
 কিছুই (এমন যে) সুপারিশকারী রূপে

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 পৃথিবীর ও আকাশমন্ডলীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই সকল সুপারিশ আল্লাহরই বল
 (এখতিয়ারভূক্ত)

ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ۝
 তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে তারই এরপর
 দিকে

এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

৪৩. এই আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা কি অন্যদেরকে শাফায়াতকারী বানিয়ে নিয়েছে? তাদেরকে বল, এরা কি শাফায়াত করবে, এদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং কিছু না বুঝলেও?

৪৪. বলঃ সমস্ত শাফায়াত তো কেবল মাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভূক্ত^৭। আকাশমন্ডল এবং পৃথিবীর বাদশাহীর তিনিই তো মালিক। পরে তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৬. অর্থাৎ প্রথমতঃ এই সব লোক নিজেরাই নিজেরদের মতো এ ধারণা করে নিয়েছে যে- কিছু সত্তা আছে যারা আল্লাহতা'আলার সমীপে বড়ই প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান, যাদের সুপারিশ কোন ক্রমেই রদ হতে পারেনা। কিন্তু প্রকৃত কথা- তাদের সুপারিশকারী হওয়া সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই, এবং আল্লাহতা'আলা কখনো এ এরশাদও করেননি যে, 'আমার কাছে তাদের এরূপ মর্যাদা আছে' এবং সেই সত্তারাও কখনও এ দাবী করেনি যে, "আমরা নিজেরদের প্রভাব ও ক্ষমতায় তোমাদের সকল কাজ সম্পন্ন করে দেব"। এ ছাড়া এই সব লোকের আরো বড় মূর্খতা হচ্ছে- তারা আসল মালিককে ত্যাগ করে তাদের ধারণার সুপারিশকারীদেরকে সর্বসর্বা বলে মনে করে নিয়েছে; এবং তাদের সকল নিবেদন ও নৈবেদ্য তাদের জন্যে সমর্পিত হয়ে থাকে।

৭. অর্থাৎ নিজের সুপারিশ মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা কারুর পক্ষে থাকাতো দূরের কথা, আল্লাহতা'আলার কাছে সুপারিশকারী হয়ে দাঁড়াতে পারার ক্ষমতা কারো নেই। এ বিষয় একমাত্র আল্লাহতা'আলারই অধিকারভূক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা সুপারিশের অনুমতি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা দেবেন না; যার অনুকূলে চাইবেন কাউকে সুপারিশ করতে অনুমতি দিবেন বা যার অনুকূলে চাইবেন দেবেন না।

وَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَزَّتْ قُلُوبُ
অন্তরসমূহ সংকোচিত হয় তাঁর একারই আত্মাহর উল্লেখ যখন এবং
করা হয়

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ
(অন্যদেরকে) উল্লেখ যখন এবং আখেরাতের উপর বিশ্বাস করে না (তাদের)
যারা যারা

مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
আকাশসমূহের স্রষ্টা হে আল্লাহ দল আনন্দিত হয় তারা তখন তিনি ছাড়া

وَ الْأَرْضِ عِلْمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
মাঝে ফয়সালা করে তুমিই দৃশ্যের ও অদৃশ্যের খুবঅবহিত গৃহিবীর ও

عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّ
(তাদের) জন্যে (এমন) এবং মতভেদ করত তার মধ্যে তারা ছিল (ঐবিষয়ের) মধ্যে তোমার বান্দাদের
যারা যা

ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ
তার সাথে তারও সম পরিমাণ এবং সবই গৃহিবীর মধ্যে যা যুলুম করেছে
(তাদের মালিকানা) আছে কিছু

৪৫. যখন একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন পরকালের প্রতি বৈদ্বন্দ্ব্য লোকদের অন্তর ছটফট করতে থাকে। আর যখন তাঁকে ছাড়া অন্যদের উল্লেখ করা হয়, তখন সহসা তারা আনন্দে হেসে ওঠে।

৪৬. বল, “হে আল্লাহ- আকাশ-মন্ডল ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা! দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে সেই জিনিসের ফয়সালা করবে যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মতভেদ করছে।

৪৭. এই যালেমদের নিকট দুনিয়ার সমস্ত সম্পদও যদি হয় এবং তত পরিমাণ আরো,

৮. সারা দুনিয়ার মোশরেকানা রুচি ও মানসিকতা-সম্পন্ন লোকদের মধ্যে প্রায় এই একই ভাব দেখা যায়। এমন কি মুসলমানদের মধ্যেও যে হতভাগ্যদের এই ব্যাধি স্পর্শ করেছে তারাও এ দোষ মুক্ত নয়। মুখে তারা বলে- ‘আল্লাহকে মান্য করি’- কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে তাদের কাছে এক আল্লাহর কথা উল্লেখ করুন, তাদের চেহারা বিকৃত হতে শুরু করবে। তারা বলবে- ‘এ ব্যক্তি নিশ্চিত বোয়র্গদের ও ওলিদের মান্য করেন। আর এ জন্যেই তো এ কেবল ‘আল্লাহ’ই আল্লাহ’ করে চলেছে’। এবং যখন অন্যান্যদের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের অন্তরের কলি যেন প্রস্ফুটিত হয় ও খুশীতে তাদের চেহারা বাকমকাত্তে শুরু করে।

لَا تَقْدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَ بَدَا لَهُمْ

তাদের জন্যে প্রকাশিত হবে এবং কিয়ামতের দিনে আযাব কঠিন হতে তা দিয়ে তারা অবশ্যই মুকুপণ দিতে চাইতো

مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۝ وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا

যা মন্দ (ফল) সমূহ তাদের প্রকাশ হয়ে এবং তারা ধারণাও করে নাই যা আত্মার পক্ষ হতে

كَسَبُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ فَإِذَا مَسَّ

স্পর্শ করে অতঃপর যখন ঠাট্টা বিদ্রূপ করত সে সম্পর্কে তারা ছিল যা তাদেরকে পরিনেতন করবে এবং তারা অর্জন করত

الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَائِهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِمَّا قَالِ

সে বলে আনাদের অনুগ্রহ তাকে আমরা যখন এরপর আমাদেরকে কোন মানুষকে

إِنَّمَا أَوْتَيْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۖ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

তারা অধিকাংশই কিন্তু একটি পরীক্ষা এটা বরং জ্ঞানের কারণে তা দেওয়া হয়েছিল আমাদের মূলতঃ

لَا يَعْلَمُونَ ۝ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ

কাজে এসেছে না কিন্তু তাদের পূর্বে (তারাও) যা তারা বলেছিল নিচয় জানে না

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ فَاصْبِرْ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

তারা অর্জন করেছিল যা মন্দ ফলসমূহ তাদের উপর এরপর তারা অর্জন করতে ছিল যা তাদের জন্যে

তাহলে কিয়ামতের দিনের

কঠিন খারাব আযাব হতে বাঁচবার জন্যে সবকিছু বিনিময়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেখানে আত্মার নিকট হতে তাদের সামনে সে সবকিছুই প্রকাশ হয়ে যাবে, যে বিষয়ে তারা কখনো ধারণা-অনুমানও করেনি।

৪৮. সেখানে নিজেদের রোজগারের সব খারাব ফলই প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর সেই জিনিসই তাদের উপর চাপবে যার তারা ঠাট্টাও বিদ্রূপ করছিল।

৪৯. এই মানুষকে এক বিন্দু বিপদ যখনই স্পর্শ করে তখন সে আমাদেরকে ডাকে। আর যখন আমরা তাকে নিজেদের তরফ হতে নে'আমত দিয়ে ধন্য করি, তখন বলে, এ তো আমাকে 'ইলমের' কারণে দেয়া হয়েছে! না, তা নয়। এতো পরীক্ষা-স্বরূপ; কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

৫০. এই কথাই বলেছে এদের পূর্বে যেসব লোক অতীত হয়েছে তারাও, কিন্তু তারা যা কিছু অর্জন করছিল তা তাদের কোন কাজেই আসল না।

৫১. পরে নিজেদের উপার্জনের খারাব পরিণাম তারা ভোগ করেছে।

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيَصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
তারা অর্জন যা মন্দ ফলসমূহ তাদের উপর এসে পড়বে এদের মধ্য হতে যুলুমকারেহে যারা এবং

وَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝۱۵ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
রিষিক প্রণয় করে দেন আল্লাহ যে তারা জানে নাই কি (আমাদের) অক্ষম করতে তারা না এবং পারবে

لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝
(যারা) দোকদের অবশ্যই এর মধ্যে নিচয় সংকীর্ণ করেন এবং ইচ্ছা করেন (তার)জন্যে
ইমান আনে জন্যে নিদর্শনাবলী (আছে)

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না তাদের নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ যারা হে আমার বান্দারা বল

رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ
তিনিই নিচয় সমস্তই গোনাহসমূহকে মাফ করেন আল্লাহ নিচয় আল্লাহর অনুগ্রহ

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝
অতীব মেহেরবান ক্ষমাশীল

আর এদের মধ্যে যারাই যালেম, তারা অতি শীঘ্র নিজেদের উপার্জনের খারাব ফল ভোগ করবে। এরা আমাকে অক্ষম করতে পারবে না।

৫২. আর তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ যার রেযুক ইচ্ছা হয় প্রশস্ত করে দেন, আর যার ইচ্ছা হয় তা সংকীর্ণ করে দেন। এতে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা ইমান রাখে।

রুকু ৫৬

৫৩. (হে নবী!) বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে নিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়ালব।

৯. কোন কোন লোক এই শব্দগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যাদান করে যে : 'হে আমার বান্দাগণ বলে জনগণকে সম্বোধন করার জন্যে আল্লাহতা'আলা নবী করীমকে (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আসলে এ ব্যাখ্যাকে ব্যাখ্যা বলা চলে না, এ হচ্ছে কুরআনের নিকৃষ্টতম অর্থগত পরিবর্তন, ও এটাকে আল্লাহর বাণী নিয়ে খেলা করা বলতে হবে। এ ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয়, তবে সমগ্র কুরআনই ভুল হয়ে যায়। কেননা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন তো মানুষকে মাত্র আল্লাহতা'আলাই দাস বলে অভিহিত করে এবং কুরআনের সমগ্র দাওআত তো এই যে: 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করোনা'। !

وَ أَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ
 তার কাছে তোমরা আত্ম- এবং তোমার রবের দিকে তোমরা এবং
 সমর্পণ কর অভিযুক্ত হও

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ٥٧ وَ اتَّبِعُوا
 অনুসরণ কর এবং তোমাদের সাহায্য না এরপর আযাব তোমাদের উপর যে (এর) পূর্বে
 করা হবে আসবে

أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
 তোমাদের উপর যে (এর) পূর্বে তোমাদের পক্ষহতে তোমাদের প্রতি নাথিল করা যা উত্তম
 আসবে হয়েছে

الْعَذَابُ بَعْتَةً وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٨ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ
 কেউ বলে (এমন না হয়) টেরই পাবে না তোমরা যখন অকস্মাৎ আযাব
 যে

يُحَسِّرُنِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ
 অবশ্যই আমি ছিলাম নিশ্চয় এবং আল্লাহর কর্তব্যের ক্ষেত্রে আমি শৈথিল্য করেছি যা (এর) উপর আমার আফসোস
 হয়

السَّخِرِينَ ٥٩
 বিদ্রূপকারীদের

৫৪. ফিরে এস তোমাদের রবের দিকে এবং অনুগত হও তাঁর, তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বে। কেননা, অতঃপর তোমরা কোন দিক হতেই সাহায্য পেতে পারবে না।

৫৫. আর অনুসরণ কর তোমাদের আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের উত্তম দিকের ১০; তোমাদের উপর সহসা আযাব এসে যাবার পূর্বে- এমন অবস্থায় যে, তোমরা টেরও পাবে না।

৫৬. এরূপ যেন না হয় যে, পরে কেউ বলবে, “আমার সেই অপরাধ যা আমি রবের সমীপে করছিলাম, এবং আমি তো বিদ্রূপকারী লোকদের মধ্যে शामिल ছিলাম, সে জন্যে আফসোস”।

১০. আল্লাহর কিতাবের উত্তম দিকের অনুসরণ করার তাৎপর্য হচ্ছে- আল্লাহতা'আলা যে সব কাজের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো পালন করা, যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা, এবং দৃষ্টান্ত ও কাহিনীর মাধ্যমে তিনি যা কিছু এরশাদ করেছেন তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা। অন্যপক্ষে যে ব্যক্তি তার আদেশ অমান্য করে; তাঁর নিষিদ্ধ কাজের অনুষ্ঠান করে এবং তাঁর ভাষণ ও উপদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না, সে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের নিকৃষ্টতম দিককে অবলম্বন করে অর্থাৎ সেই দিক অবলম্বন করে যাকে আল্লাহর কিতাব নিকৃষ্টতম বলে অভিহিত করেছে।

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَىٰ بَنِي لَكُنْتُ مِنَ
অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই আমাকে হেদায়াত আদ্বাহ যে যদি কেউ বলে অথবা
আমি হোতাম দিতেন (এমন হতো)

الْمُتَّقِينَ ۝ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي
আমার জন্যে যদি আযাব দেখবে তখন কেউ বলে অথবা মুত্তাকীদের
(সম্ভব হতো)

كَرَّةً فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ بَلَىٰ ۝ قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي
আমার নিদর্শনাবলী তোমার কাছে নিশ্চয় (বলাহবে) উত্তম আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোতাম আমি তবে একবার
প্রত্যাবর্তন এসেছিল কেন নয়

فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَ يَوْمَ
দিনে এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত তুমি এবং তুমি অহংকার করোছিলে এবং তা তুমি তখন
হয়েছিল মিথ্যা বলেছিলে

الْقِيَمَةِ تَرَىٰ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ
কালো তাদের মুখগুলো আদ্বাহ উপর মিথ্যারোপ (তাদেরকে) তুমি কিয়ামতের
(হয়ে গিয়েছে) যারা দেখবে

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ
তাদেরকে আদ্বাহ উদ্ধার করবেন এবং অহংকারকারীদের জন্যে আবাসস্থল জাহান্নামের মধ্যে নয়কি
(যথেষ্ট)

اتَّقُوا بِمَقَازِرِهِمْ لَا يُمْسِكُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
চিন্তিত হবে তারা না আর অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ না তাদের সফলতার কারণে 'আত্মরক্ষা
করেছিল

৫৭. অথবা বলবে “হায়, আদ্বাহ যদি আমাকে হেদায়াত দান করতেন, তাহলে আমিও মুত্তাকী লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম”।

৫৮. কিংবা আযাব দেখে বলবে “আমাকে যদি আর একবার সুযোগ দেয়া হত, তাহলে আমিও নেক আমলকারীদের মধ্যে शामिल হয়ে যেতাম।”

৫৯. (আর তখন তাকে জবাব দেয়া হবে যে,) “কেন নয়? আমার নিদর্শনসমূহ তো তোমার নিকট এসেছিল। তখন তো তুমি সেগুলিই মিথ্যা মনে করেছিলে, অহংকার দেখালে ও কাফেরদের মধ্যে शामिल হয়ে থাকলে”।

৬০. আজ যে সব লোক আদ্বাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলল। কিয়ামতের দিন তুমি দেখবে, তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। জাহান্নামে অহংকারীদের জন্যে যথেষ্ট জায়গা নেই কি?

৬১. পক্ষান্তরে যারা এখানে তাকওয়া অবলম্বন করল, তাদের সফলতার কারণে আদ্বাহ তাদেরকে মুক্তি দান করবেন। তারা না কোন দুঃখ পাবে, না তারা চিন্তাক্রিষ্ট হবে।

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ ١٠ لَهُ مَقَالِيدُ

চাবীসমূহ তাঁরই কর্মবিধায়ক জিনিসের সব উপর তিনি এবং জিনিসের প্রত্যেক স্রষ্টা আল্লাহ
(কাছে রক্ষিত)

السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

ঐসবলোক আল্লাহর আয়াতগুলোকে অমান্য যারা এবং পৃথিবীর ও আকাশমন্ডলীর
করেছে

هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ ١١ قُلْ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوْنِيۤ اَعْبُدُ اَيْهَا

ও হে ইবাদতকরব আমাকে তোমরা নির্দেশ আল্লাহ তবে কি (হেনরী) ক্ষতিগ্রস্ত তারাই
আমি (অন্যকে) দিচ্ছ (যে) ব্যতীত বল ক্ষতিগ্রস্ত

الْجٰهِلُوْنَ ۝ ١٢ وَ لَقَدْ اَوْحٰى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ

তোমার পূর্বে (তাদের) প্রতি এবং তোমার প্রতি ওহী করা নিশ্চয় এবং অজ্ঞ লোকেরা
(ছিল) যারা

لَنْ اَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ ١٣

ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত তুমি অবশ্যই এবং তোমার কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবেই তুমি শিরক অবশ্য
হয়ে যাবে কর যদি

بَلِ اللّٰهُ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝ ١٤ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ

আল্লাহর তারা কদর না এবং শোকর কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং তুমি তাই আল্লাহরই বরণ
করল

حَقَّ قَدْرُهُ ۝ ١٥

তাঁর কদর যেমন করা
উচিত

৬২. আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব জিনিসের অভিভাবক ও কর্মবিধায়ক।

৬৩. যমীন ও আকাশ-মন্ডলের ভাভার সমূহের চাবি তাঁরই নিকট রক্ষিত। আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ক্বক্ব:৭

৬৪. (হে নবী!) এই লোকদেরকে বল: “তাহলে হে জাহেল লোকেরা, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো বন্দেগী করার জন্যে আমাকে বলছ?”

৬৫. (তাদেরকে এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়ার প্রয়োজন হয়েছে, কেননা) তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে গত হওয়া সমস্ত নবী-রসুলদের প্রতি এই অহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি যদি শিরক কর, তাহলে আমল নষ্ট হয়ে যাবে, আর তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬৬. অতএব (হে নবী!) তুমি কেবল মাত্র আল্লাহরই বন্দেগী কর এবং শোকর আদায়কারী বান্দাদের মধ্যে शामिल হয়ে যাও।

৬৭. এই লোকেরা তো আল্লাহর কোন কদরই করল না; তাদের কদর করা যতখানি উচিত। (তাঁর পূর্ণ মাত্রার

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ
 অগচ্ পৃথিবী সবটাই তারই মুঠিতে হবে
 ৩ কিয়ামতের দিনে

السَّمَوَاتِ مَطْوِيَّتٍ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٧
 আকাশমন্ডলী (থাকবে) তাঁর ডান হাতের মধ্যে পঁচানো অবস্থায় তাহতে যা বহু উর্ধ্বে ও তিনি মহান পবিত্র তারাশিরক করে

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
 ফুঁক দেওয়া হবে শিংগার মধ্যে যারা ও আকাশমন্ডলীর মধ্যে যারা
 (আছে) অতঃপর মুর্ছিত হবে

الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ
 পৃথিবীর যাদেরকে এ ছাড়া আত্মাহ ইচ্ছা করবেন তার মধ্যে ফুঁক এরপর তারা ফলে তখন

قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ١٨
 দাঁড়ায়মান হবে দেখতে থাকবে

কুদরতের অবস্থা তো এই যে,) কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠির মধ্যে হবে এবং আকাশ-মন্ডল তাঁর ডান হাতের মধ্যে পঁচানো অবস্থায় থাকবে^{১১}। এই লোকেরা যে শিরক করে তা হতে তিনি পবিত্র ও উর্ধ্বে।
 ৬৮. আর সেই দিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে। আর তারা সবাই মরে পড়ে যাবে, যারা আকাশ-মন্ডল ও যমীনে আছে, সেই লোকদের ছাড়া যাদেরকে আত্মাহ জীবন্ত রাখতে চান। পরে আর একবার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং সহসা সকলেই উঠে দেখতে শুরু করবে,

১১. যমীন ও আসমানের উপর আত্মাহতা'আলার পূর্ণক্ষমতা ও আধিপত্যের চিত্র অংকনের জন্যে 'মুঠির মধ্যে' হওয়ার ও 'হাতের মধ্যে পঁচানো থাকা'র রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যে রূপ কোন ব্যক্তির পক্ষে একটি ক্ষুদ্র বল মুঠিমধ্যে দাবিয়ে রাখা এক অতি তুচ্ছ কাজ; কিংবা এক ব্যক্তি একটা রুমাল তুলিয়ে হাতের মধ্যে ধারণ করে এবং এ কাজ সে ব্যক্তির পক্ষে আদৌ কষ্টসাধ্য নয়; অনুরূপভাবে কেয়ামতের দিনে সমস্ত মানুষ (যারা আজ আত্মাহতা'আলার মহানত্ব ও বড়ত্বের ধারণা করতে অপারগ) তাদের নিজেদের চোখে দেখে নেবে যে সমগ্র যমীন ও আসমান আত্মাহতা'আলার ক্ষমতার হস্তে একটি তুচ্ছ বল ও এক সামান্য রুমালবৎ ছাড়া কিছু নয়।

وَ أَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ
পেশ করা এবং তার রবের নূরে (আলোতে) পৃথিবী উদ্ভাসিত হবে এবং

الْكِتَابُ وَ جَاءَ بِالْذِّبِّينَ وَ الشُّهَدَاءَ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ
তাদের মাঝে ফয়সালা করে এবং সাক্ষীদেরকে ও নবী(রসূল)দেরকে উপস্থিত করা এবং আমলনামা হবে

بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَ وَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ
সে কর্ম করেছে যা ব্যক্তিকে প্রত্যেক পূর্ণ (প্রতিফল) এবং যুলুম করা হবে না তাদের এবং ন্যায় ভাবে (উপর)

وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ
দিকে কুফরী করেছিল (তাদেরকে) তারিফে নেওয়া এবং তারা করে ই সন্দেহে খুব জানেন তিনি এবং

جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَ قَالَ
বলবে এবং তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হলে তার(কাছে) পৌছবে যখন শেষ পর্যন্ত দশে দলে জাহান্নামের

لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ
তোমাদের কাছে তারা আবৃত্তি তোমাদের রসূলগণ আমাদের কাছে আসে নাই তার রক্ষীরা তাদেরকে করে ওনাড মধ্য হতে

آيَاتِ رَبِّكُمْ وَ يُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا
এই তোমাদের দিনের সাক্ষাতের তোমাদেরকে সতর্ক করত ও তোমাদের আশ্রয়সমূহ রবের

৬৯. পৃথিবী উহার রবের নূরে ঝলমল করে উঠবে। আমলনামা সামনে এনে রাখা হবে। নবী-রসূল ও সকল সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে। লোকদের মধ্যে যথাযথভাবে সত্যসহকারে ফয়সালা করে দেয়া হবে। এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না।

৭০. আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা কিছুই আমল করেছিল তার পুরাপুরি বদলা দেয়া হবে। লোকেরা যা কিছু করে আল্লাহ তা খুব ভাল ভাবেই জানেন।

রুকুঃ৮

৭১. (এই ফয়সালার পর) যে সব লোক কুফরী করেছিল তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে, তখন উহার দুয়ারগুলো খোলা হবে এবং উহার কর্মচারীরা তাদেরকে বলবে: “তোমাদের নিকট তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্যে হতে এমন রসূল কি এসেছিল না, যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আশ্রয় সমূহ শুনিয়েছে এবং তোমাদেরকে এই কথা বলে ভয় প্রদর্শন করেছে যে, এই দিনটি একদিন তোমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে?”

قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤١﴾
 কাফেরদের উপর শাস্তির বাণী অবধারিত হয়েছিল কিম্বা হ্যাঁ তারা বলবে (এসেছিল)

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبُئْسَ
 অতঃপর তার মধ্যে চিরস্থায়ী হবে জাহান্নামের দরজাসমূহে তোমরা প্রবেশ বলা হবে
 কত নিকট

مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٤٢﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى
 দিকে তাদের রবের নাক্ষরমানী হতে (তাদেরকে) নিয়ে যাওয়া এবং অহংকারীদের আবাসস্থল
 বিরত ছিল যারা হবে

الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
 বলবে এবং তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তার(কাছে) পৌঁছাবে যখন শেষ পর্যন্ত দশদলে জান্নাদের

لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا هَا خَالِدِينَ ﴿٤٣﴾
 তোমরা চিরস্থায়ী হবে তাতে তোমরা অতঃপর তোমরা সুখী হও তোমাদের উপর সালাম তার রক্ষীরা তাদেরকে
 প্রবেশ কর

তারা জবাবে বলবে: “হ্যাঁ এসেছিল! কিম্বা আযাব হওয়ার ফয়সালা কাফেরদের ভাগ্য লিপি হয়ে গেছে”।

৭২. বলা হবে: “প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজাসমূহে। এখন চিরকালই তোমাদেরকে এখানে থাকতে হবে। এ অহংকারীদের জন্যে খুবই খারাব জায়গা”।

৭৩. আর যেসব লোক নিজেদের রবের নাক্ষরমানী হতে বিরতছিল, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেখানে উপস্থিত হবে, উহার দরজাসমূহ পূর্ব থেকেই উন্মুক্ত হয়ে থাকবে, তখন উহার ব্যবস্থাপকরা তাদেরকে বলবে “সালাম-শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি, খুব ভালভাবেই ছিলে। প্রবেশ কর এতে চিরকালের জন্য”।

১এর আরও একটি অর্থ হতে পারে। তোমরা সুখী হও”।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَ أَوْثَرَنَا

আমাদেরকে ওয়ারিস এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে সত্য করে দেখিয়েছেন এবং আত্মাহর জন্যে (ও শোকর) তারা বলবে এবং

الْأَرْضِ نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ

পৃথিবীর যমীনের জন্যে আমরা যথার্থই পুরস্কার পাই।

الْعَمِلِينَ ۝ وَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ

চতুষ্পাশ্বে (নেক) কর্ম সম্পাদনকারীদের ঘিরে থাকতে ফেরেশতাদেরকে দেখবে তুমি আর

الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمُ

আরশের তারার মহিমা ঘোষণা করিতে থাকবে প্রশংসায় এবং তাদের মধ্যে বিচার করে দেওয়া হবে

بِالْحَقِّ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

সত্যতাবে (যিনি) রব আত্মাহর জন্যে সকল প্রশংসা বলা হবে এবং

৭৪. আর তারা বলবে: “শোকর সেই আত্মাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদাকে সত্য করে দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকে যমীনের ওয়ারিস বানিয়েছেন। এখন আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা নিজেদের স্থান বানিয়ে নিতে পারি”। অতএব অতি উত্তম প্রতিফল আমলকারী লোকদের জন্যে।

৭৫. আর তুমি দেখবে, ফেরেশতারা আরশের চারিপার্শ্বে ঘিরে থেকে নিজেদের রবের প্রশংসা ও তসবীহ করতে নিযুক্ত রয়েছে। আর লোকদের মাঝে যথাযথ সত্যতা সহকারে ফয়সালা চুকিয়ে দেয়া হবে এবং ঘোষণা করে দেয়া হবে যে, যাবতীয় প্রশংসা কেবল আত্মাহ রাক্বুল ‘আলামীনের জন্যে।

সূরা আল-মু'মেন

নামকরণঃ এ সূরার ২৮ নং আয়াতের অংশ **وَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ الْفَعْلَانِ** হতে সূরাটির নাম গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে একজন মু'মেনের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ ইবনে আব্বাস ও জাবির ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেছেন, এ সূরাটি সূরা যুমার এর পরপরই নাযিল হয়েছে। কুরআনের সূরাসমূহের বর্তমান পরম্পরায় এর জন্যে যে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে, নাযিল হওয়ার দিক দিয়ে এর স্থান তাই।

নাযিল হওয়াকালীন অবস্থাঃ এ সূরাটি যে সব অবস্থার মধ্যে নাযিল হয়েছে তার দিকে সূরার বিষয়বস্তুতেই স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। মক্কার কাফেররা তখন নবী করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে দু'রকমের কার্যক্রম শুরু করেছিল। একটি হল এই যে, চারদিকে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করে, নানা প্রকার উল্টো-পাল্টা প্রশ্ন তুলে ও নিত্য নতুন অভিযোগ উত্থাপন করে কুরআন শরীফের শিক্ষা, ইসলামের দাওয়াত এবং স্বয়ং নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে লোকদের মনে এত সন্দেহ ও সংশয়ের অঙ্ককার সৃষ্টি করে দিতে চেষ্টা করছিল যে, তা পরিষ্কার করতে করতেই যেন নবী করীম (সঃ)-ও ঈমানদার সমাজ নিঃশক্তি ও হীনবল হয়ে পড়ে। আর দ্বিতীয় হল এই যে, নবী করীম (সঃ)-কে হত্যা করার জন্যে তারা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা ব্রহ্মাগত ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র করছিল। একবার তারা কার্যতঃ পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছেঃ একদিন নবী করীম (সঃ) হেরেম শরীফের মধ্যে নামায পড়তে ব্যস্ত ছিলেন। সহসা উকবা ইবনে আবু মু'আয়্যত সামনের দিকে অগ্রসর হল এবং সে রসূলে করীম (সঃ)-এর গলায় একটা কাপড় পেঁচিয়ে তাকে পাকাতে ও টানতে শুরু করলো। গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলাই তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঠিক এ সময়েই হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি এসে ধাক্কা দিয়ে উকবাকে দূরে সরিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ) যে সময় সেই যালেমের সংগে খস্তাধস্তি করছিলেন, তখন তাঁর মুখে এ কথা গুলি উচ্চারিত হচ্ছিলঃ

“تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ” — “তুমি এক ব্যক্তিকে কেবল এ অপরাধেই হত্যা করছো যে, তিনি বলেন আল্লাহই আমার রব”।

সামান্য পার্থক্য সহকারে ‘সীরাতে ইবনে হিশাম’ গ্রন্থেও এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নাসায়ী ও ইবনে আবু হাতিমও এ কাহিনীই বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ তখনকার অবস্থার এ দুটি দিকই ভাষণটির শুরুতে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় এ দুটি দিক সম্পর্কেই অত্যন্ত প্রাণবন্ত, প্রভাবশালী ও শিক্ষাপ্রদভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

হত্যার ষড়যন্ত্রের জবাবে মু'মেন ও ফেরাউনীদের কাহিনী গুনান হয়েছে (২৩-৫৫ আয়াত)। এই কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনটি বাহিনীকে তিনটি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা দেয়া হয়েছেঃ

১. কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা আজ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাথে যা কিছু ব্যবহার করতে চাও, ফেরাউন নিজের শক্তির দৃষ্টে ঠিক তাই করতে চেয়েছিল হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে। তা হলে ফেরাউন যে পরিণাম ও পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল, এ কাজ করে তোমরাও কি সেই পরিণামই ভোগ করতে চাও?

২. হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁর অনুগামী ও অনুসারীদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এ যালেমরা বাহ্যতঃ যতই শক্তিমান ও পরাক্রমশালী হোক না কেন, আর তাদের মুকাবিলায় তোমরা যতই দুর্বল, অসহায় ও হীনবল হও না কেন, তোমাদের এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তোমরা যে আল্লাহর দীনকে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কাজ করছো, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা অন্য সকল শক্তি ও ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশী। কাজেই এরা তোমাদেরকে যত বড় ধমক ও ভয়-ভীতিই দেখাক না কেন, তার জবাবে তোমরা শুধু আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। অতঃপর সম্পূর্ণরূপে ও নির্ভয়ে কাজ করে যেতে থাকবে। যালেমের প্রতিটি ধমক ও অত্যাচারের জবাবে আল্লাহ পক্ষী মানুষের নিকট একটি মাত্র জবাবই আছে এবং তা এইঃ.....

إِنِّي عَذْتُ رَبِّيَ رَبِّكَ مِنْ كُلِّ مَكِيدٍ لَا يُؤْمِنُ بِرَبِّهِمُ الْحَسَابُ -

“হিসাব ও বিচার দিনের প্রতি অবিশ্বাসী প্রত্যেক অহংকারী হতে আমি আশ্রয় নিয়েছি আমার ও তোমাদের রবের নিকট”।

আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভর করে সব রকম ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থেকে দ্বীনের জন্যে কাজ করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। তাহলে বর্তমানের ফেরাউনও সে অবস্থারই সম্মুখীন হবে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল সেকালের ফেরাউন। সে সময়টা আসা পর্যন্ত অত্যাচার-নিষেধনের যত ঝড়ই উত্তল হয়ে আসুক না কেন, তা সবই অত্যন্ত ধৈর্য ও তিতিক্ষা সহকারে তোমাদের সহ্য করতে হবে।

৩. এ দু'ধরনের লোকদের ছাড়া সমাজে তৃতীয় এক ধরনের লোকও বর্তমান ছিল। তারা মনে মনে জানতো ও স্বীকার করতো যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-ই সত্যপন্থী, সত্যের আদর্শ নিয়েই তিনি এসেছেন, আর কাফের কুরাইশরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু এ কথা জেনে ও মেনে নেয়া সত্ত্বেও তারা নীরব-নিষ্ক্রিয় ভাবে হক ও বাতিলের এ ঘন্দের তামাশা দেখছিল। আল্লাহতা'আলা এ প্রসঙ্গে তাদের মনেও গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাদেরকে বলেছেন, সত্যের দুশমনরা যখন প্রকাশ্যভাবে তোমাদের চোখের সামনে এতবড় অত্যাচারমূলক আচরণ করে যাচ্ছে, তোমাদের প্রতি দ্বিধার, এখনো যদি তোমরা নীরব-নিষ্ক্রিয় থেকে এ তামাশাই দেখতে থাক তা হলে বুঝতে হবে, তোমাদের দিল একেবারে মরে গিয়েছে। যদি কারো দিল মরে গিয়ে না থাকে, তাহলে মাথা উচু করে দাঁড়ানো উচিত এবং সে কর্তব্য পালন করা উচিত যা ফেরাউনের দরবারে পালন করেছিল, তার দরবারেরই এক সত্যপন্থী মানুষ, আর করেছিল তখন যখন ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল। আজ যেসব কারণে তোমরা মুখ খুলতে প্রতুত হও না, সেসব কারণ সেদিন সেই ব্যক্তিরও কর্তব্য পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি -
“أَفَرَأَى إِلَى اللَّهِ - আমার সব ব্যবহার আল্লাহর উপর সোপর্দ করলাম” বলে ও সব বিপদকে উপেক্ষা করে তার কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু তোমরা স্পষ্ট দেখলে যে, ফেরাউন তার কিছুই করতে পারলো না।

সত্য স্বীকৃতি নীচু করার জন্যে মক্কাশরীফে দিন-রাত্রে যে তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তার জবাব যুক্তি ও দলীল দ্বারা তওহীদ এবং পরকাল বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করে তা দেয়া হল। আর এসব বিশ্বাসই ছিল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও মক্কার কাফেরদের মাঝে বিবাদ ও ঘৃণার আসল কারণ। মক্কার লোকেরা কোন দলীল ও প্রমাণ ছাড়াই যে এই মহান সত্য কথাগুলির বিরুদ্ধে শুধু শুধুই ঝগড়া করছে তাও স্পষ্ট করে তোলা হল। অপর যেসব মৌলিক কারণে কুরাইশ সরদাররা নবী করীম (সঃ)-এর সাথে বিবাদ করছিল, সে গুলোকেও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেয়া হল। বাহ্যতঃ তারা দেখাচ্ছিল যে, নবী করীম (সঃ)-এর উপস্থাপিত শিক্ষা ও তাঁর নবুয়্যতের দাবীর উপরই তাদের আসল আপত্তি। আর এ কারণে তারা তাঁর কথা মানতে পারছে না। কিন্তু আসলে এ ছিল তাদের ক্ষমতার লড়াই। ৫৬ নং আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মনের গভীরে লুক্কায়িত অহংকার ও গৌরব বোধই হল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কথা না মেনে নেবার আসল কারণ। তোমরা মনে কর, লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়্যত বিশ্বাস করে নিলে তোমাদের প্রাধান্য ও কতৃৎ কায়ম থাকতে পারবে না। এ কারণে তোমরা তাঁকে আঘাত দেবার জন্যে পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করছো।

এ প্রসংগেই কাফেরদেরকে বার বার সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক করার পরিণাম অতীত জাতিসমূহের মতোই হবে। আর পরকালে তা হতেও নিকৃষ্ট পরিণতি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সে সময় তোমরা অবশ্যই আফসোস করবে, অনুতাপে হায় হায় করবে! কিন্তু সে সময়ের অনুতাপ তোমাদের জন্যে কিছুমাত্র উপকারে আসবে না।

أَيَّاهَا ٥ (٢٠) سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ رَكْعَتَاهَا ٩

নয় তার রুকু (সংখ্যা)

মকী আলমু'মেন সূরা (৪০)

পঁচালি তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অতীবমেহেরবান অশেষ দয়াদান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

حَمْدٌ ١ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٢

সর্ববিষয়ে জ্ঞানী

(যিনি)

আল্লাহর

পক্ষহতে

(এই)

অবতীর্ণ করা

হা

মীম

পরাক্রমশালী

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي

মাণিক

দণ্ডদানে

কঠোর

তওবা

কবুলকারী

এবং

পাপ

(যিনি)

ক্ষমাকারী

الطَّوْلِ ٣ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ٤ مَا يُجَادِلُ

ঝগড়া করে

না

প্রত্যাবর্তন

তীরই দিকে

তিনি

ছাড়া

কোন

নাই

অনুগ্রহের

(হবে সকলের)

ইলাহ

فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ

তাদের চলা ফেরা

তোমাকে

সুতরাং

কুফরী

যারা

এ ব্যতীত

আল্লাহর

নিদর্শনবলীর ক্ষেত্রে

ধোকা দেয়

না (যেন)

করেছে

فِي الْبِلَادِ ٥

দেশ ও

মধ্যে

নগরসমূহের

রুকুঃ ১

১. হা- মীম ।

২. এই কিতাব আল্লাহর তরফ হতে নাযিল করা , যিনি মহাশক্তিশালী, সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী,

৩. ওনাহ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তি দানকারী এবং অতি বড় অনুগ্রহ দানকারী । তিনি ছাড়া মা'বুদ কেউ নেই, সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে ।

৪. আল্লাহর আয়াতে ঝগড়া করে কেবল সেই সব লোক যারা কুফরী করেছে । অতঃপর দুনিয়ার দেশ ও নগর সমূহে তাদের চলাফেরা তোমাদেরকে যেন কোন ধোঁকায় না ফেলে ।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِ
 পূর্বে (অন্যান্য) এবং নূহের জাতি তাদেরপূর্বে মিথ্যারোপ করেছিল

هُمْ وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَ جَدَلُوا
 তারা ঝগড়া এবং তাকে আবদ্ধ করার জন্যে তাদের রসূলের সাথে জাতি প্রত্যেক অভিসন্ধি এবং তাদের

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ
 (দেখ) সূতরাং আমি ধরেছি ফলে মহাসত্যকে তা দিয়ে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে বাতিলের (অন্ত) দিয়ে

كَانَ عِقَابٌ ۝ وَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى
 উপর তোমার রবের বাণী কার্যকর হল এরূপে এবং আমার শাস্তি ছিল

الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْتُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ
 (তাদের) যারা অস্বীকার করেছিল তারা যে অধিবাসী জাহান্নামের যারা বহন করছে

الْعَرْشِ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ
 তারা ঈমান রাখে এবং তাদের রবের প্রশংসাসহ তারা মহিমা ঘোষণা তার চার পাশে যারা এবং (আল্লাহর) আরশ

بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
 ঈমান আনে (তাদের) জন্যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাঁর উপর

৫. এদের পূর্বে নূহের জাতিও অমান্য করেছিল। আর তার পর আরো অধিক জন-সমাজও এ কাজ করেছিল। প্রত্যেক জাতিই তাদের রসূলের উপর হামলা চালিয়েছে, যেন তাকে গ্রেফতার করতে পারে। তারা সকলেই বাতিলের হাতিয়ার সমূহের দ্বারা সত্য দীনকে নীচ দেখাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। পরে দেখ, আমার শাস্তি কত শক্ত ছিল।

৬. এমনি ভাবে তোমার আল্লাহর এই ফয়সালাও সেই সব লোকের উপর কার্যকর হয়েছে, যারা কুফরী করেছে। তারা জাহান্নামগামী হবে।

৭. আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতা, আর যারা চারপাশে উপস্থিত থাকে, সকলেই তাদের আল্লাহর হামদ সহকারে তসবীহ করছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদের জন্যে মাগফেরাতের দো'আ করছে।

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا
 (তার) বলে হে আমাদের রব
 তুমি পরিব্যস্ত করেছ
 প্রত্যেক
 জিনিস
 অনুগ্রহে
 ও
 জানে

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
 তাই মাফ কর
 (তাদের)কে
 তওবা করে
 ও
 অনুসরণ করে
 তোমার পথ
 এবং
 তাদেরকে
 বাঁচাও

عَذَابِ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ
 শাস্তি হতে
 দোযখের
 হে আমাদের
 এবং
 তাদের প্রবেশ
 জান্নাত সমূহে
 চিরস্থায়ী

الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَ
 যা
 করেছো
 তাদের
 হুমি ওয়াদা
 এবং
 যারা
 সংকর্য করেছে
 মধ্যহতে
 তাদের পিতৃ
 ও
 তাদের পতি-
 ও
 পত্নীদের

ذُرِّيَّتِهِمْ ۝ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۝
 তাদের রব শখরদের
 তুমি নিশ্চয়
 তুমিই
 পরাক্রমশালী
 প্রজ্ঞাময়
 এবং
 বাঁচাও
 (সব) খারাবী
 (হতে)
 তাদেরকে

وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۝ وَذَلِكَ هُوَ
 এবং
 যাকে
 বাঁচাবে
 (সব) খারাবী
 সেদিন
 তাংলে
 করবে
 তাকে অনুগ্রহ
 এবং
 এটা
 সেই

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝
 বিরাট
 সাফল্য

তার) বলে: “হে আমাদের রব”, তুমি তোমার রহমত ও ইলম দ্বারা সকল জিনিসকে গ্রাস করে রেখেছ। অতএব ক্ষমা করে দাও এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও সেই লোকদেরকে, যারা তওবা করেছে এবং তোমার পথ অবলম্বন করেছে।

৮. হে আমাদের রব। আর তাদেরকে দাখিল কর চিরস্থায়ী জান্নাত সমূহে, তুমি তাদের নিকট যার ওয়াদা করেছ। আর তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক হবে (তাদেরকেও সেখানে তাদের সংগেই পৌছে দাও)। তুমি নিঃসন্দেহে নিরংকুশ শক্তিমান ও মহাবিজ্ঞানী।

৯. এবং তাদেরকে বাঁচাও যাবতীয় অন্যায় ও খারাবী হতে। তুমি যাকে কেয়ামতের দিন যাবতীয় খারাবী হতে বাঁচিয়ে দিলে, তুমিই তার উপর রহম করলে। বক্তৃতঃ ইহাই বড় সফলতা”।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَبَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ
 নিচয় যারা কুফরী করেছে তাহাদের ডেকে বলা হবে আল্লাহ অধিকতর (সেদিন) আল্লাহর ত্রোদ অবশ্যই (ছিল)

مَنْ مَّقْتِكُمْ أَفْسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ
 চেয়ে তোমাদের (আজকের) ত্রোদের তোমাদের নিজেদের (উপর) তোমাদের ডাকা যখন তোমাদের ঈমানের দিকে তোমাদের ডাকা হতো

فَتَكْفُرُونَ ⑩ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا
 তোমরা তখন অস্বীকার করতে তারা বলবে আমাদেরকে তুমি হে আমাদের দু'বার জীবন দিয়েছ

اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ
 দু'বার আমরা স্বীকার করছি এখন আমাদের গুনাহ সমূহকে কোন বের হওয়ার দিকে কি এখন (আছে)

سَبِيلٍ ⑪ ذِكْمٌ بَّانَةٌ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ
 রাস্তা একারণে (বলা হবে) যখন একত্বের আল্লাহর ডাকে তখন তোমরা অস্বীকার করত যদি এবং তোমরা অস্বীকার করত

يُشْرِكُ بِهِ تَوَمَّنُوا ⑫ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ⑬
 তার সাথে শরী-শরীক করা। তোমরা ঈমান আনতে তোমরা ঈমান আনতে তোমরা ঈমান আনতে তোমরা ঈমান আনতে

রুকুঃ২

১০. যেসব লোক কুফরী করেছে, কয়ামতের দিন তাদেরকে ডেকে বলা হবেঃ “আজ তোমাদের নিজেদেরই উপর তোমাদের যতখানি কঠিন ত্রোদের উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ তখন তার চাইতেও অধিক ত্রুদ্ব হতেন যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে ডাকা হত আর তোমরা অস্বীকার করত থাকতে”।

১১. তারা বলবে, “হে আমাদের রব, তুমি নিচয় আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু ও দু'বার জীবন দান করেছ”। এখন আমরা আমাদের অপরাধসমূহ স্বীকার করে নিচ্ছি। এখন এখান হতে বের হবার কোন পথ আছে কি?”

১২. (জবাব দেয়া হবে,) “তোমরা যে অবস্থায় নিয়জ্জিত হয়েছ, তার কারণ এই যে, যখন তোমাদেরকে এক আল্লাহর দিকেই ডাকা হচ্ছিল, তখন তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করছিলে। আর যখন তাঁর সাথে অন্যদের যোগ করা হতো, তখন তোমরা মেনে নিয়েছিলে। এখন চূড়ান্ত ফয়সালা তো মহান স্রষ্টা আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ?”

১. দু'বার মৃত্যু ও দু'বার জীবন বলতে সেই জিনিস বুঝানো হয়েছে যার উল্লেখ সূরা বাকারার ২৮নং আয়াতে করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ
 তিনিই যিনি তোমাদের দেখান (আল্লাহ)
 তিনিই তোমাদের প্রেরণ করেন ও তোমাদের জন্যে আকাশ হতে রিয্ক নামিল করেন।

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۝۱۳ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
 না এবং শিক্ষাগ্রহণ করে (আল্লাহর দিকে) মনোনিবেশ করে যে এব্যক্তি আত্মাকে একান্ত হয়ে ডাক

لَهُ الدِّينَ وَتُؤَكِّرُهُ الْكَافِرُونَ ۝۱৪ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ
 তারই (নির্দিষ্ট করে) জন্যে আনুগত্যে যদিও এবং অপছন্দ করে কাফেররা সমুচ্চ মর্যাদাসমূহের (অধিকারী)

ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوحَ مِمَّنْ أَمْرُهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِمَّنْ
 মালিক আরশের প্রেরণ করেন রূহকে তার নির্দেশে উপর যাকে ইচ্ছা করেন যাকে হতে (অর্থাৎ ওহী)

عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝۱৫ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ
 তাঁর বান্দাদের যেন সতর্ক করে দিন সাক্ষাতের (সম্পর্ক) তারা সেদিন আবরণ শূন্য হবে

لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
 না গোপন থাকবে কাছে আল্লাহ তাদের মধ্যে কোন কিছুই কভুই (জিজ্ঞাসা করা হবে) কার কর্তৃত্ব আজ

১৩. তিনিই তোমাদেরকে নিজের নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকেন এবং আসমান হতে তোমাদের জন্যে রিয্ক নামিল করেন। কিন্তু (এসব নিদর্শনাদি দেখে) শিক্ষা কেবল সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করে, যে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে।

১৪. (অতএব হে মনোনিবেশকারীরা) আল্লাহকেই ডাক, নিজেদের ধীনকে কেবল তাঁরই জন্যে খাঁটি ভাবে নির্দিষ্ট করে- তোমাদের এই কাজ কাফেরদের পক্ষে যতই দুঃসহ হোক না কেন।

১৫. তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাশালী, আরশের মালিক। তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে যার প্রতি ইচ্ছা করেন নিজের নির্দেশে 'রূহ' বা ওহী নামিল করে দেন, যেন সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সাবধান করে দেয়।

১৬. সেই দিন যখন সকল মানুষ আবরণ শূন্য হবে, আল্লাহর নিকট তাদের কোন কথাই গোপন থাকবে না, (সেই দিন ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ) "আজ বাদশাহী- একচ্ছত্র আধিপত্য কার?"

২. অর্থাৎ বারি বর্ষণ করেন যা জীবিকার উপায় স্বরূপ; উষ্ণতা ও শীতলতা নামিল করেন, জীবিকার উৎপাদনে যা খুবই কার্যকর।

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝۱۹ الْيَوْمَ نَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا
 (সবাই বলবে) (যিনি) (সর্বজয়ী) প্রতিফল দেওয়া (বলা হবে) প্রত্যেক (এ বিষয়ের ব্যক্তিকে) যা

كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۲০
 (যুলুম) (আজ) (নিচয়) (আল্লাহ) (তৎপর) (হিসাব গ্রহণে) (সেই দিন) (না) (সে অর্জন করেছে)

وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ
 (এবং) (তাদেরকে সতর্ক) (সেই দিন) (যা) (যখন) (অন্তর সমূহ) (নিকট) (কষ্টসমূহের) (কলিজা সমূহ) (আসবে) (কর) (হেনবী)

كُظِمِينَ ۝ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ
 (দুঃখ তারাক্রান্ত হবে) (না) (যালিমদের জন্যে) (কোন) (বন্ধু) (আর) (না) (কোন) (শুপারিশকারী)

يُطَاءَ ۝۱۹ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝
 (জানেন) (আল্লাহ) (যিনি) (অপরাধের চুরিও) (চক্ষুসমূহের) (এবং) (যা) (গোপন করে) (বক্ষসমূহ) (রাখে)

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
 (ফয়সালা) (আল্লাহ) (এবং) (যাদেরকে) (এবং) (যাদেরকে) (ডাকে) (তাকে) (ফয়সালা করবেন)

لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝
 (না) (ফয়সালা করবে) (কোন কিছুই) (নিচয়) (আল্লাহ) (তিনিই) (সবকিছু শুনে) (সবকিছুই দেখেন)

(সমগ্র সৃষ্টি লোক বলে উঠবে “একক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর”।

১৭. (বলা হবেঃ) আজ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার উপার্জনের প্রতিফল দেয়া হবে। আজ কারো উপর যুলুম করা হবে না। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহ খুবই ক্ষীপ্র।

১৮. হে নবী, ভয় দেখাও এই লোকদেরকে সেই দিন সম্পর্কে, যা নিকটে পৌছেছে, যখন কলিজা মুখের নিকটে এসে যাবে, আর লোকেরা চুপচাপ দুঃখ হজম করে দাঁড়িয়ে থাকবে। যালিমদের কেউ দরদী বন্ধু হবে না, না এমন কোন শাফায়াতকারী, যার কথা মেনে নেয়া হবে।

১৯. আল্লাহ চোখের চুরিকেও জানেন, আর সেই গোপন কথাও জানেন, যা বক্ষদেশ লুকিয়ে রেখেছে।

২০. আল্লাহ নিরপেক্ষ ও যথাযথ ফয়সালা করবেন। আর (এই মোশরেকরা) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে, উহারা তো কোন জিনিসেরই ফয়সালা করবে না। বস্তুতঃ আল্লাহই সবকিছু শোনে এবং দেখেন।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

পরিণাম ছিল কেমন তাহলে তারা দেখতে পেত পৃথিবীর মধ্যে তারা ভ্রমণ করে নাই কি

الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ

ও শক্তিতে এদের চেয়েও প্রবলতর তারা ছিল তাদের পূর্বে ছিল (তাদের) যারা

أَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ

ছিল না এবং তাদের গোনাহসমূহের আল্লাহ তাদেরকে অতঃপর পৃথিবীর মধ্যে কীর্তিসমূহে

لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝ ذَلِكِ بَأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ

তাদের কাছে আসত একারণে যে এটা রক্ষাকারী কোন আল্লাহ হতে তাদের জন্যে

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ

শক্তিশালী তিনি আল্লাহ তাদেরকে ধরলেন তখন তারা কিন্তু নিদর্শনাবলীসহ তাদের রসূলরা

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

দণ্ডদানে কঠোর

রুকুঃ ৩

২১. এই লোকেরা কখনো যমীনে চলাফেরা করেনি কি? তাহলে তারা তাদের পূর্বগামী লোকদের পরিণাম দেখতে পেত। তারা তো এদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল এবং এদের অপেক্ষা অনেক বেশী ও বিরাট নিদর্শনাদি যমীনের বুকে রেখে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলেন; আল্লাহ হতে তাদেরকে বাঁচাবার কেউ ছিল না।

২২. তাদের এ পরিণাম হল এ জন্যে যে, তাদের রসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট-প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন, অতঃপর তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় তিনি বড় শক্তিদর এবং শাস্তিদানে বড় কঠোর।

৩. বাইহিনাত. بَيِّنَات. বলতে তিনটি জিনিসকে বুঝানো হয়েছে, প্রথমে- এরূপ স্পষ্ট প্রকট নিদর্শন ও চিহ্নসমূহ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রসূল হিসেবে সাক্ষ্য দান করে। দ্বিতীয়- এরূপ উজ্জ্বল দলীল সমূহ যা তার উপস্থাপিত, শিক্ষার সত্য হওয়া সম্পর্কে প্রমাণ দান করে। তৃতীয়- জীবনের সমস্যা ও ব্যাপারগুলো সম্পর্কে এরূপ সুস্পষ্ট হেদায়াত দেখে প্রতিটি সুস্থ-বুদ্ধির মানুষ বলতে পারে যে এরূপ নির্মল নিরুলুস শিক্ষা দান কোন মিথ্যাচারী স্বার্থপর মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطٰنِ
 প্রমাণ (সহ) ও আমাদের মূসাকে আমরা প্রেরণ করেছিলাম নিচয় এবং

مُتَّبِعِينَ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ فَقَالُوا
 তারা কিন্তু কারুনের ও হামানের ও ফিরআউনের নিকটে সুশৃঙ্খল

سِحْرَ كَذِبٍ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا
 তারা বলল আমাদের নিকট হতে প্রকৃত সত্যকে তাদের কাছে নিয়ে পরে যখন মিথ্যাবাদী (সে একজন) যাদুকর

اَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ط
 তাদের মহিলাদেরকে তোমরা জীবিত এবং তার উপর ঈমান এনেছে (তাদের) পুত্র সন্তান তোমরা হত্যা
 রাখ দেবকে কর

وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ
 ফিরআউন বলল এবং নিফলতার মধ্যে এব্যভীত কাফেরদের যড়যন্ত্র নয় এবং

ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ
 যে আমি আশংকা করি আমি তাঁর রবকে সে ডাকে যেন এবং মূসাকে আমি হত্যা করে ফেলি আমাকে ছাড়

يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾
 বিপর্যয় দেশের মধ্যে কিংকার করবে অথবা তোমাদের ধীনকে সে বদলে ফেলবে

২৩-২৪. আমরা মূসাকে ফেরাউন ও হামান এবং কারুনের প্রতি নিদর্শনসমূহ ও সুশৃঙ্খল নিয়োগ-পত্র সহকারে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা বলল “যাদুকর, মিথ্যাবাদী”।

২৫. পরে সে যখন আমাদের তরফ হতে প্রকৃত সত্য তাদের সামনে নিয়ে আসল তখন তারা বলল “যারা ঈমান এনে তাদের সাথে शामिल হয়েছে তাদের সন্তানের পুত্র-সন্তানকে হত্যা কর, এবং মেয়ে-সন্তানকে জীবন্ত রাখ”। কিন্তু কাফেরদের গৃহীত কর্ম-কৌশল নিষ্ফল হয়ে গেল। একদিন ফেরাউন তার দরবারের লোকদেরকে বললঃ

২৬. “আমাকে ছাড়, আমি এই মূসাকে হত্যা করে ফেলি, সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, এ লোক তোমাদের ধীনকে বদলে ফেলবে কিংবা দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে”।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ
অহংকারী ব্যক্তি প্রত্যেক হতে তোমাদের ও আমার আমি আশ্রয় নিচ্ছ। মুসা বলল এবং

لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ وَقَالَ رَجُلٌ مُُّؤْمِنٌ
মু'মিন এক ব্যক্তি বলল এবং মিচাদের দিনে বিশ্বাস করে (যে) না

مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ
(এ কারণে) এক ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা করবে কি তার ইমান যে লুকিয়ে রেখেছিল। ফিরআউনের অনুসারী মধ্যেহতে

يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ط
তোমাদের রবের পক্ষহতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিকে তোমাদের কাছে নিয়ে নিচ্ছ অথচ আল্লাহ আমার রব সে বলে

وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا
সত্যবাদী সে হয় যদি কিছু তার মিথ্যা তার উপর তবে মিথ্যাবাদী সে হয় যদি এবং

يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعْدُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ
(এমন) পথ দেখান না আল্লাহ নিচ্ছ তোমাদেরকে সে ভয় যা (তার) তোমাদের উপর
কাউকে দেখাচ্ছে কিছু আপতিত হবে

هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝
বড় মিথ্যাবাদী সীমালংঘনকারী যে

২৭. মুসা বলল “আমি তো পরকালের প্রতি ইমান রাখে না এমন প্রত্যেক অহংকারীর মুকাবেলায় আমার রব ও তোমাদের রবের পানাহ গ্রহণ করেছি”।

রুকুঃ ৪

২৮. এই সময় ফেরাউনের লোকজনের মধ্যে হতে এক মু'মেন ব্যক্তি -যে তার ইমান লুকিয়ে রেখেছিল- বলে উঠল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এই কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের রবের তরফ হতে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে। সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার মিথ্যা স্বয়ং তার উপরই ফিরে আপতিত হবে। কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে যে ভয়াবহ পরিণতির ভয় সে তোমাদেরকে দেখাচ্ছে, তার কিছু অংশতো তোমাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে। আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে হেদায়াত করেন না, যে সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী।

يَقُومُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهَرِينَ فِي
হে আমার জাতি তোমাদেরই কর্তৃত্ব আজ তোমরা বিজয়ী মধ্যে

الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ
দেশের কে কিন্তু আমাদেরকে সাহায্য করবে শাস্তি আত্মাহর যদি

جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا
আমাদের উপর (তা) আসে বলল ফিরআউন না আমি তোমাদেরকে (পথ) দেখাচ্ছি না আর আমি এ ব্যতীত দেখছি

أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ٢٩ وَ قَالَ الَّذِي أَمَنَ يَقُومُ
পথে এ ব্যতীত তোমাদেরকে আমি পরিচালনা করছি যে বলা এবং সত্যসঠিক হে ঈমান আমার জাতি এনেছিল

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ٣٠ مِثْلَ دَابِ
আমি ভয় করছি নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর (শান্তির) অনুরূপ (অতীতের দল বা) জাতিসমূহের মত পন্থা অনুরূপ

قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ٣١ وَمَا
জাতির নূহের ও আদের ও সামুদের ও যারা এবং তাদের পরে না এবং তাদের

اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ٣٢ وَ يَقُومُ إِنِّي أَخَافُ
আল্লাহ চান যুলম বান্দাদের জন্যে হে আমার জাতি আমি ভয় করছি নিশ্চয় আমি

২৯. হে আমার জাতির জনগণ! আজ তোমরাই বাদশাহী ও কর্তৃত্বের অধিকারী, যমীনে তোমরাই বিজয়ী প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আল্লাহর আযাব যদি আমাদের উপর এসে পড়েই, তখন কে আছে এমন যে আমাদের সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল আমি তো তোমাদেরকে সেই মতই দিব যা আমার দৃষ্টিতে সমীচীন, আর আমি সেই পন্থই তোমাদেরকে দেখাব যা সত্য ও সঠিক।

৩০. যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে, সে বললঃ হে আমার জাতির লোকেরা! আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের উপর যেন সেই দিনটি না আসে যা ইতোপূর্বে বহু জনসমাজের উপর এসেছে;

৩১. যেমন দিন এসেছিল নূহের জাতি, আদ, সামুদ ও তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের উপর। আর সত্য কথা এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যুলম করার কোন ইচ্ছা পোষণ করেন না।

৩২. হে জাতি! আমি ভয় করছি,

عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۝ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مَدْبِرِينَ ۝ مَا لَكُمْ مِّنْ

হতে তোমাদের না পিঠ ফিরিয়ে তোমরা পাশাবে যেদিন আতনাদের দিনের তোমাদের উপর

اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۝ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

পথ প্রদর্শক কোন তার তখন আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন যাকে এবং রক্ষাকারী কোন আল্লাহ

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ

তোমরা ছিলে কিন্তু সুস্পষ্ট প্রমাণাদীসহ ইতি পূর্বে ইউসুফ তোমাদের কাছে নিচয় এবং

فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن

কক্ষণ না তোমরা সে মারা গেল যখন শেষপর্যন্ত সেসম্পর্কে তোমাদের কাছে ঐবিষয়ে সন্দেহের মধ্যে

يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ

আল্লাহ কিভ্রান্ত করেন এরূপে কোন রসূল তার পরে আল্লাহ প্রেরণ করবেন

مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ۝

সন্দেহকারী সীমালংঘনকারী যে তাকে

তোমাদের উপর যেন চীৎকার ও কান্না-কাটির দিন না এসে পড়ে,

৩৩. যখন তোমরা একজন অপর লোকদেরকে ডাকবে, আর পালিয়ে থাকতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তখন আল্লাহ হতে বাঁচাবার কেউ হবে না। সত্য কথা এই যে, আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করে দেন তাকে পথ দেখাবার কেউ থাকে না।

৩৪. ইতিপূর্বে ইউসুফ তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তোমরা তার নিয়ে আসা শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকলে। পরে যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তখন তোমরা বললে, এখন তার পর আল্লাহ কখনোই কোন রসূল পাঠাবেন না—এমনি ভাবে ৪ আল্লাহ সেই সব লোককেই গোমরাহীর মধ্যে ফেলে দেন যারা সীমালংঘন করে যায়, যারা সন্দেহপ্রবণ লোক হয়ে থাকে,

৪. বাহ্যতঃ মনে হয় পরবর্তী কয়েকটি বাক্যাংশ আল্লাহতা'আলা ফেরাউন বংশীয় মু'মিনের উক্তির উপর বৃদ্ধি করে ও ব্যাখ্যা স্বরূপ বলেছেন।

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ
যারা যাদের কাছে এসেছে তাগড়া করে কেএ নিদর্শনাবলীর আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রমাণ (যা)

أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِينَ
তাদের কাছে এসেছে তাগড়া করে ঘৃণা অতিশয় হয়েছে তাদের (তাদের) যারা

أَمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَبِرٍ
ইমান এনেছে এরূপে মোহরমেরে আল্লাহ প্রত্যেক উপর আত্মাহর (যা) অহংকারী (উপর)

جَبَّارٍ ۝ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامُنُ ابْنَ لِي
বৈরাচারী এবং বলল ফিরআউন হে হামান আমার জন্যে

صَرَخًا لَعَلِّي أَرْبُغُ الْأَسْبَابِ ۝ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ
সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে পৌছি আমি পথসমূহে পথ সমূহ আকাশ মন্ডলির

فَاطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَ إِنِّي لَأُظَنُّهُ كَاذِبًا وَ كَذَلِكَ
আমি অতঃপর আরোহন করি তাগড়া করে ইলাহর মুসার আমি এবং আমি অবশ্যই তাকে মনে করি মিথ্যাবাদী এবং এরূপে

زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَ صَدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۝
চাকচিক্যময় করা হয়েছিল ফিরআউনের জন্যে তার কাজ কর্ম ও হতে বিরত রাখা (সঠিক) পথ হয়েছিলতাকে

৩৫. এবং যারা আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঝগড়া করে- তাদের নিকট কোন সনদ বা প্রমাণ না আসা সত্ত্বেও। এই নীতি ও আচরণ আল্লাহ এবং ইমানদার লোকদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও বৈরাচারীর দিলের উপর মোহর মেরে দেন।

৩৬. ফেরাউন বলল: “ হে হামান, আমার জন্যে একটি উচ্চ ইমারত বানাও, যেন আমি পথসমূহ পর্যন্ত পৌছিতে পারি-

৩৭. আকাশ মন্ডলের পথসমূহ পর্যন্ত এবং মুসার ইলাহকে চোখ দিয়ে দেখতে পারি। আমাকে তো এই মুসা মিথ্যাবাদীই মনে হয়” - এই ভাবে ফেরাউনের জন্যে তার বদ-আমল চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হল এবং তাকে সঠিক পথ হতে বিরত রাখা হল,

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝ وَقَالَ الَّذِي
যে বলল এবং ধ্বংসের মধ্যে এব্যতীত ফিরআউনের কায়দা-কৌশল না এবং
(পতিতহল) (কাজে লাগাল)

أَمَّنْ يَقُومِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝ يَقُومِ إِنَّمَا
মূলত হে আমার জাতি সঠিক পথে তোমাদেরকে আমি আমাকে তোমরা হে আমার জাতি ঈমান
এনেছিল পরিচালিত করব অনুসরণ কর

هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۚ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ
যর তা আখিরাত নিচয় আর উপভোগের দুনিয়ার জীবন এই
(স্থায়ী) বস্তু (অস্থায়ী)

الْقَرَارِ ۝ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۚ
তার সমান এব্যতীত প্রতিফল অতঃপর; মন্দ কাজ করবে যে অবস্থানের
দেওয়া হবে না

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
মু'মিনও সে যখন স্ত্রীলোকের বা পুরুষের মধ্যকার নেকীর কাজ করবে যে আর

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ
ছাড়াই তার মধ্যে তাদের রিয়ক জান্নাতে প্রবেশ করবে অতঃপর
দেওয়া হবে ঐ সবলোক

حِسَابٍ ۝
কোনহিসাব

ফেরাউনের সমস্ত চালবাজী (তার নিজের) ধ্বংসের আয়োজনেই ব্যয়িত হল ।

রুকুঃ ৫

৩৮. সেই যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, বলল হে আমার জাতির লোকেরা! আমার কথা মেনে নাও, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করছি ।

৩৯. হে জাতি! এই দুনিয়ার জীবন তো কয়েক দিনের মাত্র । চিরকাল অবস্থান করার স্থান তো হল পরকাল ।

৪০. যে লোক অন্যায় করবে, তাকে ততখানিই প্রতিফল দেয়া হবে যতখানি অন্যায় সে করেছে । আর যে লোক নেক আমল করবে সে পুরুষই হোক কিংবা স্ত্রীলোক, - যদি সে মু'মেন হয়-। এরূপ সব মানুষই জান্নাতে দাখিল হবে । সেখানে তাদেরকে বে-হিসেব রিয়ক দেয়া হবে ।

وَ يَقُومُ مَالِيَ ۖ اَدْعُوكُمْ اِلَى النَّجْوٰى وَ
 অথচ পরিদ্রাণের দিকে তোমাদের ডাকছি আমার সাথে (এটা) হে আমার এবং
 কেমন আচরণ জাতি (সে বলল)
 تَدْعُونِنِي اِلَى النَّارِ ۖ تَدْعُونِنِي لِكُفْرٍ بِاللّٰهِ وَ
 ও আল্লাহকে যেন আমি আমাকে তোমরা ডাকছ জাহান্নামের দিকে আমাকে তোমরা ডাকছ
 অস্বীকার করি
 اَشْرِكْ بِهِ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَاَنَا اَدْعُوكُمْ اِلَى
 দিকে তোমাদেরকে ডাকছি আমি এবং কোন সে আমার নাই যা তার সাথে শরীক করি
 কোন জ্ঞান সম্পর্কে কাছে (যেন) আমি
 الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۖ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُونِنِي اِلَيْهِ
 যার দিকে আমাকে তোমরা ডাকছ মূলত কোন নাই (যিনি) পরাক্রমশালী
 বড়কৃপাশীলও
 لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ وَ اَنْ
 (এও) এবং আখেরাতে মধ্যে না আর দুনিয়ার মধ্যে কোন তার জন্যে নাই
 যে আহবান
 مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَ اَنْ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ ۖ
 দোষখের অধিবাগী তারা ই সীমানাংঘনকারীরা (এও সত্য) এবং আল্লাহর দিকে আমাদের
 প্রত্যাবর্তনহবে যে

৪১. হে জাতি! এ কেমন ব্যাপার! আমি তো তোমাদেরকে পরিদ্রাণের দিকে আহ্বান করছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছ জাহান্নামের দিকে।

৪২. তোমরা আমাকে এই কথার দাওআত দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর সাথে কুফরী করি। এবং তাঁর সাথে সেই সব সত্ত্বাকে শরীক বানাই, যাদেরকে আমি জানি না ৫। অথচ আমি তোমাদেরকে সেই বিরাট মহান অতিশয় ক্ষমশীল আল্লাহর দিকে ডাকছি।

৪৩. না, সত্য ইহাই। এর বিপরীত হতে পারে না। যাদের দিকে তোমরা আমাকে ডাকছ তাদের জন্যে না দুনিয়ার কোন দাওআত আছে না পরকালেরও। আর আমাদের সকলকেই ফিরতে হবে আল্লাহরই দিকে। আর সীমানাংঘনকারী লোকেরা জাহান্নামগামী হবে।

৫. অর্থাৎ আমার জ্ঞানে আমি জানি না যে আল্লাহর সাথে তাদের কোন অংশ আছে।

৬. এই বাক্যাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে: ১. না দুনিয়াতে না পরকালে তাদের হক আছে যে তাদের দর রুবুবিয়াত স্বীকার করার জন্যে আল্লাহর সৃষ্টিকে দাওআত দেয়া যেতে পারে। ২. লোকে তো তাদেরকে কে জবরদস্তি আল্লাহ বানিয়েছে নচেৎ তারা নিজেরা দুনিয়াতেও রুবুবিয়াতের দাবীদার নয় এবং আখেরাতেও তারা এ দাবী নিয়ে উঠবে না- যে আমরাও তো রুবুবিয়াতে অংশীদার ছিলাম, তোমরা কেন আমাদেরকে ৩. মান্য কর নি? ৩. তাদের কাছে প্রার্থনা করার কোন ফল না এই দুনিয়াতে আছে আর না পরকালে আছে; কেননা তারা একেবারেই ক্ষমতাহীন এবং তাদেরকে ডাকা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল।

فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۖ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ
আল্লাহর কাছে আমার ব্যাপারে নোপর্দ করছি এবং তোমাদেরকে আমি আশির্বাদ দিচ্ছি যা তোমরা অতঃপর শীঘ্রই স্মরণ করবে

إِنَّ اللَّهَ بِصِيرِ الْعِبَادِ ۙ فَوقَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا ۙ
যা অনিষ্টসমূহ আল্লাহ অতঃপর বান্দাদের উপর সাবিশেষ আল্লাহ নিচয়
হতে তাকে বাচালেন দৃষ্টিবান

مَكْرُوءًا وَ حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۙ
শাস্তিতে কঠিন ফিরআউনের অনুসারী পরিবেষ্টন এবং তারা চক্রান্ত করেছিল

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَ يَوْمَ تَقُومُ
সংঘটিত হবে যে দিন এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তার উপর তাদের পেশ করা হয় (দোজখের) আগুন

السَّاعَةِ ۖ تَدْخُلُوهَا ۖ أَلْ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۙ
আযাবে কঠিনতর ফিরআউনের অনুসারী (তখন বলা হবে) কিয়ামত
লোকদেরকে প্রবেশ করাও

৪৪. আজ আমি যা কিছু বলছি, অতি শীঘ্র সেই সময় আসবে যখন তোমরা তা স্মরণ করবে। আমার নিজেই ব্যাপার আমি আল্লাহ উপর সোপর্দ করছি। তিনি তাঁর বান্দাদের উপর নেগাহবান।

৪৫. শেষ পর্যন্ত সেই লোকেরা এই মুমেন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেসব নিকৃষ্টতম কৌশল ও যড়যন্ত্র চালান আল্লাহ সে সব হতে সে ব্যক্তিকে বাচালেন ৭। আর ফেরাউনের সংগী-সাথীরা নিকৃষ্টতম আযাবের আওতায় পড়ে গেল।

৪৬. দোষখের আগুন, উহার উপর সকাল ও সন্ধ্যা তাদেরকে পেশ করা হয়। আর যখন কেয়ামতের মুহূর্ত এসে দাঁড়াবে, তখন হুকুম হবে যে, ফেরাউনী দল-বলকে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ কর।

৭. এর দ্বারা বুঝা যায়, এ ব্যক্তি ফেরাউনের রাজত্বে এরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে পূর্ণ দরবারের মধ্যে ফেরাউনের মুখোমুখি এ সত্য বলে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেবার সাহস করা যায়নি। সে কারণে তাঁকে হত্যা করার জন্যে ফেরাউন ও তার সহযোগীদের গুণ্ডা যড়যন্ত্র করতে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সে যড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেন।

وَ إِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ
(তাদের) কে দুর্বলরা বলবে তখন দোযখের মধ্যে তারা পরস্পরের ঝগড়া যখন এবং
যারা করবে (ভেবেদেখ)

اَسْتَكْبَرُوا۟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًاۙ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُونَ
কাজে আসবে তোমরা কি এখন অনুগামী তোমাদের ছিলাম নিচয় অহংকার করে
আমরা (বড় বনে) ছিল

عَنَّا نَصِيْبًاۙ مِّنَ النَّارِ ۝ قَالَ الَّذِيْنَ اَسْتَكْبَرُوا۟ اِنَّا
নিচয় অহংকার করে যারা বলবে (দোযখের) হতে কিছু অংশ আমাদের
আমরা (বড় বনে) ছিল আগুনের (কমাতে) জানো

كُلُّ فِيْهَاۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَۙ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝ وَ قَالَ
বলবে এবং বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করে নিচয় আল্লাহ নিচয় তার মধ্যে সবাই
দিয়েছেন (একই অবস্থায়)

الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِيْخْزَنَۙ جَهَنَّمَۙ اَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ
হ্রাস করেন তোমাদের তোমরা প্রার্থনা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে (দোযখের) মধ্যে যারা
(যেন) যাবের কাছে কর আগুনের (থাকবে)

عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝ قَالُوْۤا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمُ
তোমাদের কাছে না কি তারা বলবে আযাব হতে একদিন আমাদের
থেকে

رُّسُلُكُمْۙ بِالْبَيِّنٰتِ ۖ قَالُوْۤا بَلٰٓى ۖ قَالُوْۤا فَادْعُوْۤا
তোমরাই প্রার্থনা কর তাহলে (রাষ্ট্রীরা) বলবে হ্যাঁ (দোযখীরা) বলবে সুস্পষ্ট প্রমাণাদীসহ তোমাদের রসূলগণ

৪৭. অতঃপর— একটু ভেবে দেখ সেই সময়ের কথা, যখন এরা দোযখে পরস্পরের সাথে ঝগড়া করতে থাকবে। দুনিয়ায় যারা দুর্বল ছিল তারা যারা বড় বনেছিল তাহাদেরকে বলবে: “আমরা তো তোমাদের অধীন ছিলাম। তাই এখন কি তোমরা জাহান্নামের আযাব হতে কিছু পরিমাণেও আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে?”

৪৮. সেই বড় বনে থাকা লোকেরা জবাব দিবে ‘আমরা সকলেই এখানে একইরূপ অবস্থার সম্মুখীন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছেন।’

৪৯. পরে এই জাহান্নামে পড়ে থাকা লোক দোযখের কর্মকর্তাদেরকে বলবে: “তোমাদের রবের নিকট দো‘আ কর, তিনি যেন আমাদের এই আযাব মাত্র একটি দিন হ্রাস করে দেন।”

৫০. তার জিজ্ঞাসা করবে “তোমাদের নিকট তোমাদের নবী-রসূলগণ কি অকাটা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসেন নি?” তারা বলবে: “হ্যাঁ। জাহান্নামের কর্ম-কর্তারা বলবে: “তাহলে তোমরাই দো‘আ কর

وَمَا دَعَوْا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلِيلٍ ۝٥٠ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ
এবং আমাদের অবশ্যই নিচয় ব্যর্থতার মধ্যে এব্যতীত কাফেরদের প্রার্থনা নয় এবং
رُسُلَهُمْ سَاهِيًا ۝٥١

الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الشَّهَادَةُ ۝٥١
সাক্ষীরা দভায়মান হবেন যেদিনে এবং দুনিয়ার জীবনের মধ্যে ঈমান এনেছে (তাদেরকে) যারা

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ۝٥٢
অভিশাপ তাদের জন্যে আর তাদের ওপর আপত্তি যালিমদের উপকার দিবে না সেদিন
(জন্য)

وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝٥٢ وَ لَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى
হেদায়াত মূসাকে আমরা দিয়েছি নিচয় এবং আবাস নিকট তাদের এবং
(হবেজাহান্নাম) জন্যে

وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۝٥٣ هُدًى وَ
হেদায়াত কিতাবের ইসরাঈলের সন্তানদেরকে আমরা উত্তরাধিকারী করেছিলাম

ذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ ۝٥٤ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
সত্য আল্লাহর ওয়াদা নিচয় সুতরাং সবার কর
বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্নদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ

আর কাফেরদের দো'আ ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক"।

রুকুঃ ৬

৫১. নিচয় জেনো, আমরা নবী-রসূলগণের ও ঈমানদার লোকদের সাহায্য এই দুনিয়ার জীবনেও অবশ্যই করে থাকি আর সেই দিনও করব, যেদিন সাক্ষী দভায়মান হবেন,

৫২. যখন যালেমদের ওজর-আপত্তি তাদেরকে কোন ফায়দাই দিবে না, তাদের উপর লানৎ বর্ষিত হবে এবং নিকটতম স্থান তাদের ভাগে আসবে।

৫৩. আর দেখই না, আমরা মূসাকে পথ প্রদর্শন করেছি, আর বনী-ইসরাঈলকে এই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি,

৫৪. যা জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্যে হেদায়াত ও নসীহতস্বরূপ ছিল।

৫৫. অতএব হে নবী, ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহর ওয়াদা সত্য-সঠিক।

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَ
 ৩ সন্ধ্যাসমূহে তোমার রবের প্রশংসাসহ তসবীহ কর ৩ তোমার তুনাহের ক্ষমা চাও এবং
 জন্যে

إِلَّا بُكَارًا ۝۵۰ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ
 ব্যতীত আল্লাহর আয়াতসমূহে ঝগড়া করে যারা নিশ্চয় সকালসমূহে

سُلْطَنٍ أَتَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَا هُمْ
 তারা (যাতে) (বড়ত্বের) এব্যতীত তাদের অন্তরসমূহের মধ্যে নাই তাদের কাছে কোন দলীল
 না অহংকার (যা) এসেছে

بِبَالِغِهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۵ۧ
 সব কিছু দেখেন সবকিছু শুনে ডিনিই নিশ্চয় তিনি আল্লাহর পানা চাও সূতরাং পৌছাবে

নিজের অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাও এবং সকাল ও সন্ধ্যা তোমার রবের প্রশংসাসহকারে তাঁর তসবীহ করতে থাক।

৫৬. প্রকৃত অবস্থা এই যে, যে সব লোক তাদের নিকট আসা কোনরূপ সনদ ও দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াতসমূহে ঝগড়া করছে তাদের দিলে অহংকার পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তারা যে বড়ত্বের অহংকার করে সে পর্যন্ত তারা কিছুতেই পৌছবে না। অতএব আল্লাহর পানাহ চাও, তিনি সব কিছুই দেখেন ও শোনে।

৮. যে পূর্বাপর প্রসংগের মধ্যে এ কথা এরশাদ হয়েছে তা চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়- এখানে 'অপরাধ' অর্থ অধৈর্যের সেই ভাব যা কঠোর বিরোধিতার সেই পরিস্থিতিতে বিশেষতঃ নিজের সাথীদের উপর অবিরত নির্যাতন দেখে দেখে নবী করীমের হৃদয়ের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি চাচ্ছিলেন- সত্ত্বর এমন কোন মোজেনা প্রকাশ করা হোক যার দ্বারা কাফেররা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অথবা আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে সত্ত্বর এমন কথা প্রকাশ পাক যার ফলে বিরোধিতার এ তুফান তিমিত হয়ে যায়। এই ইচ্ছা নিজ স্থানে কোন পাপ বলে গণ্য হতে পারে না, যার জন্য অনুতাপ ও ক্ষমা তিস্কা প্রয়োজন। কিন্তু যে উচ্চ মর্যাদার দ্বারা আল্লাহতা'আলা নবীকে মহিমাবিত্ত করেছিলেন সে উচ্চ মর্যাদার পক্ষে যে মহান দৃঢ় সংকল্প শোভনীয় ছিল সেই অনুসারে এই সামান্যতম অধৈর্যও আল্লাহতা'আলার দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদার তুলনায় নিম্নতর গণ্য হয়েছে। এজন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে- এই দুর্বলতার জন্যে নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা তিস্কা করো এবং তোমার মত মহান মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যা শোভনীয় সেই ভাবে পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ়তার সংগে স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাক।

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ
মানুষের সৃষ্টি চেয়েও অনেক বড় পৃথিবীর ও আকাশ মন্ডলের সৃষ্টি অবশ্যই

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ৫৬ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى
অন্ধ সমান হয় না এবং তারা জানে না লোকই অধিকাংশ কিন্তু

وَالْبَصِيرُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا
না আর নেকীর কাজ করেছে ও ইমান এনেছে যারা এবং চক্ষুস্থান আর

الْمُسِيءُ قَلِيلًا ۖ مَا تَتَذَكَّرُونَ ৫৭ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ
আসবে অবশ্যই কিয়ামত নিশ্চয় তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর যা (খুব) কমই দুষ্টিকারীরা (সমান হয়)

لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ৫৮
ইমান আনে না লোকই অধিকাংশ কিন্তু তার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ
তোমাদেরকে সাড়া দিব আমি আমাকে তোমরা তোমাদের রব বলেন এবং ডাক

৫৭. আকাশ মন্ডল ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টিকরা আপেক্ষা নিশ্চয় অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

৫৮. আর অন্ধ ও চক্ষুস্থান কখনই সমান হতে পারে না, ইমানদার-নেককারও দুষ্টিকারী লোকও সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে না। কিন্তু তোমরা খুব কমই বুঝতে পার।

৫৯. নিঃসন্দেহে কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে, তা আসার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক সংখ্যক লোকই তা মানে না।

৬০. তোমাদের রব বলেন “আমাকে ডাক, আমিই তোমাদের দো’আ কবুল করব”।

৯. অর্থাৎ প্রার্থনা কবুল করার সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার আমার। অতএব তোমরা অন্যদের কাছে প্রার্থনা করো না, আমার কাছে করো।

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
 জাহান্নামে তারা প্রবেশ অবশ্যই আমরা ইবাদত হতে অহংকার করে যারা নিচয়
 (বিমূখ থাকে)

ذَخِيرٍ ۝ أَلَلَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ
 এবং তার মধ্যে তোমরা যেন রাতকে তোমাদের জন্যে বানিয়েছেন যিনি (তিনিই) লালিত হয়ে
 আত্মাহ

النَّهَارَ مُبْصِرًا ۝ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 অধিকাংশ বিশ্ব লোকদের উপর অনুগ্রহশীল অবশ্যই আত্মাহ নিচয় উজ্জ্বল দিনকে
 (বানিয়েছে)

النَّاسِ ۝ يَشْكُرُونَ ۝ ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ
 সব সৃষ্টি তোমাদের রব আত্মাহই তোমাদের সেই তারাশোকর করে না লোকই

شَيْءٍ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۝ كَذَلِكَ
 এভাবেই তোমাদের ফিরান হচ্ছে তাহলে তিনি ছাড়া কোন নাই কিছু
 কোথাহতে ইলাহ

يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝
 অস্বীকার করত আত্মাহর নিদর্শনাবলীকে ছিল (তাদেরকে) ফিরান হয়েছে
 যারা

যেসব লোক গর্ব ও অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে আমার ইবাদত করা হতে বিমূখ থাকে তারা অবশ্যই লালিত অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে দাখিল হবে” ১০।

রুকুঃ ৭

৬১. তিনি আত্মাহই, যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন, যেন তোমরা উহাতে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পার। এবং দিনকে তিনি উজ্জ্বল করেছেন। আসল কথা এই যে, আত্মাহ লোকদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশালী। কিন্তু অনেক লোকই শোকর আদায় করে না।

৬২. সেই আত্মাহই (যিনি তোমাদের জন্যে এ সব করেছেন) তোমাদের রব, সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া কেউই মা’বুদ নেই। তা হলে কোন দিক হতে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?

৬৩. এমনি ভাবে সেসব লোকই বিভ্রান্ত হয়ে এসেছে, যারা আত্মাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করছিল।

১০. এই আয়াতে দুটি কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথম- এখানে প্রার্থনা ও উপাসনা-আনুগত্যকে একার্থবোধক শব্দ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে ‘দো’আ’ (প্রার্থনা) শব্দ দ্বারা যে জিনিসকে বুঝানো হয়েছে সেই জিনিসকে দ্বিতীয় বাক্যাংশে ‘ইবাদত’ শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা সুস্পষ্ট রূপে বুঝা গেল যে-‘দো’আ’ যথার্থ ইবাদত ও ইবাদতের প্রাণবস্তু। দ্বিতীয়- আত্মাহর কাছে যারা দোয়া প্রার্থনা করে না তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে “অহংকার বশতঃ তারা আমার ইবাদত থেকে বিমূখ” এর দ্বারা বুঝা যায়- আত্মাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করা বন্দেগীর একান্ত দাবী, এবং এর থেকে বিমূখ হবার অর্থ মানুষের অহংকারে পতিত হওয়া।

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَ
 এবং (চাদোয়ার মত) ছাদ আকাশকে ও বাসস্থান পৃথিবীকে তোমাদের বানিয়েছেন যিনি (তিনিই) আত্মাহ

صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 পবিত্র জিনিস সমূহের তোমাদের রিয়ক এবং তোমাদের অতঃপর তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝
 তিনি সারা জাহানের রব আত্মাহ অতএব তোমাদের রব আত্মাহই তোমাদের সেই বড় বরকতময়

الْحَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝
 আনুগত্যকে তারই একনিষ্ঠ হয়ে সূতরাং তিনি ছাড়া কোন নাই চিরজীব (নির্দিষ্ট করে) জানো তাঁকেই ডাক ইলাহ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ
 ইবাদত করি যেন নিষেধ করা আমাকে (হেনরী) বিশ্বজগতের রব আত্মাহর সব প্রশংসা আমি (না) হয়েছে নিচয় বল

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَبَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ
 সুস্পষ্ট দলীলসমূহ আমার কাছে যখন আত্মাহ ছাড়া তোমরা ডাক (তোমাদেরকে) যাদের

مِنْ رَبِّي زَ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 বিশ্বজগতের রবের কাছে আস্ত্রসমর্পণ করি আমি যে আমি আদর্শ এবং আমার রবের পক্ষহতে

৬৪. তিনি আত্মাহই, যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে স্থিতি গ্রহণের স্থান বানিয়েছেন এবং উপরে আসমানের গম্বুজ বানিয়েছেন, যিনি তোমাদের প্রকৃতি রচনা করেছেন, খুবই চমৎকার বানিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিস সমূহের রিয়ক দান করেছেন। ... তিনিই আত্মাহ (এ সব কাজ যার) তোমাদের রব, অসীম অপরিমেয় বরকতওয়ালা বিশ্ব-লোকের সেই রব ।

৬৫. তিনি চিরজীব । তিনি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই । তোমরা তাঁকেই ডাক; নিজেদের ধীনকে তাঁরই জন্যে খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দিও । সব প্রশংসা আত্মাহ রব্বুল 'আলামীনের জন্যে ।

৬৬. হে নবী! এই লোকদেরকে বল, আমাকে তো সেই সব সত্ত্বার ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, যাদেরকে তোমরা আত্মাহকে বাদ দিয়ে ডেকে থাক । (আমি এ কাজ কিরাপে করতে পারি,) যখন আমার নিকট আমার প্রভুর তরফ হতে অকাটা দলীলসমূহ এসে পৌছেছে । আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি রাব্বুল 'আলামীনের সামনে বিনয়ের মস্তক নত করে দিব ।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ
হতে এরপর শূক্রবিন্দু হতে এরপর মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি তিনিই
করেছেন (আল্লাহ)

عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ
তোমাদের যৌবনে তোমরা যেন এরপর শিশু রূপে তোমাদের বের এরপর জন্মটি রক্ত
উপনীত হও (বৃদ্ধিদেয়)

ثُمَّ لِيَتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّىٰ مِّنْ قَبْلُ
পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে কেউ তোমাদের এবং বৃদ্ধ তোমরাও যেন এরপর
(বৃদ্ধ হওয়ার) মধ্য হতে হও

و لِيَبْلُغُوا أَجَلَ ۚ مُّسَمًّى ۖ وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ٦٧
তিনিই অনুধাবন কর তোমরা যাতে এবং নির্দিষ্ট একটিমেয়াদে (এসব এজন্যে) আর
(আল্লাহ) যেন উপনীত হও

الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ ۚ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ
বলেন শুধু তখন কোন ফয়সালা অতঃপর মৃত্যুদেয় ও জীবনদেয় তিনি
ব্যাপারে করেন যখন

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ ٦٨ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ
ঝগড়া করে (তাদের) প্রতি তুমি দেখ নাই কি তৎক্ষণাৎ হও তাকে
যারা হয়ে যায়

فِي آيَةِ اللّٰهِ اَنِّىْ بَصُرْتُۙ فَاَنْتُمْ
তাদেরকে ঘুরান হচ্ছে কোথা আল্লাহর নির্দেশনাবলী ফেটে
(অর্থাৎ বিভ্রান্ত করা হচ্ছে) হতে

৬৭. তিনিই তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। পরে ঞ্জরকীট হতে, তার পর জন্মটাবাধা রক্ত হতে। তার পর তোমাদেরকে শিশুর আকার-আকৃতিতে বের করেন। পরে তোমাদেরকে বৃদ্ধি দান করেন, যেন তোমরা তোমাদের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য পর্যন্ত পৌছতে পার। পরে আরো বৃদ্ধি দেন, যেন তোমরা বার্বক্য পর্যন্ত পৌছাও আর তোমাদের কাউকে পূর্বেই ফেরত ডেকে পাঠানো হয়। এ সব কিছু এ জন্যে করা হয় যেন তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌছে যাও, আর এ জন্যেও যে, তোমরা প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবন করতে পার।

৬৮. তিনিই জীবন দানকারী, মৃত্যু দানকারীও তিনিই। তিনি যে বিষয়েরই ফয়সালা করেন, ব্যাস একটা হুকুম দেন যেন তা হয়ে যায় - আর অমনি তা হয়ে যায়।

রুকুঃ ৮

৬৯. তোমরা কি দেখেছ সেই লোকদেরকে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে ঝগড়া করে? ...তাদেরকে কোথা হতে বিভ্রান্ত করা হয়?

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ

শীঘ্রই আমাদের রসূল যাসহ আমরা প্রেরণ এবিষয়ে এবং (এই) মিথ্যারোপ করে যারা
দেয়কে (অন্যান্য কিতাব) করেছি যা কিতাবের প্রতি

يَعْلَمُونَ ۚ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ

শৃঙ্খলসমূহকেও এবং তাদের গলদেশ মধ্যে বেড়িসমূহ যখন তারা জানতে পারবে
(গলায় দেওয়া হবে) (পরান হবে)

يُسْحَبُونَ ۚ فِي الْحَمِيمِ ۖ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۚ ثُمَّ

পরে তাদেরকে ছালান হবে আগুনের মধ্যে এরপর ফুটন্ত পানির মধ্যে তাদের টানা হবে

قِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۚ مِنْ دُونِ اللَّهِ

আল্লাহ বলা হবে (তার) তোমরা (তার) কোথায় তাদেরকে
ছাড়া শরীক করতে ছিলে যাদের (এখন)

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا

কোন কিছুকেই পূর্বে আমরা ডাকতাম না বরং আমাদের তারা উধাও তারা বলবে
থেকে হয়েছে

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۚ ذِكْرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

তোমরা একারণে যে এটা কাফেরদের কে আল্লাহ বিভ্রান্ত করবেন এরূপে

تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ

তোমরা একারণে এবং (অন্যায় ভাবে) পৃথিবীর মধ্যে উল্লাস করতে ছিলে

تَمْرَحُونَ ۚ

দণ্ডকরতোইলে

৭০. এই লোকেরা কি এই কিতাবকে এবং আমাদের রসূলগণের সংগে পাঠানো কিতাবসমূহকে অবিশ্বাস ও অমান্য করছে? অতি শীঘ্র তারা জানতে পারবে,

৭১-৭২. যখন তাদের গলায় শৃঙ্খল পড়বে এবং উহাতে ধরে তাদেরকে টগবগ করে ফুটেথাকা গরম পানির দিকে টানা হবে এবং পরে দোযখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

৭৩-৭৪. পরে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে এখন কোথায় আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সেই সত্তা যাদেরকে তোমরা শরীক বানাচ্ছিলে? তারা জবাব দিবে তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে, বরং আমরা এর পূর্বে কোন জিনিসকেই ডাকছিলাম না। এভাবে আল্লাহ কাফেরদের গোমরাহ হবার ব্যাপারটিকে সুস্পষ্ট ও সুগ্রকট করে তুলবেন।

৭৫. তাদেরকে বলা হবে, “তোমাদের এ পরিণাম এই কারণে হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়ায় অসত্যের উপর মগ্ন ছিলে এবং তা নিয়ে তোমরা গৌরবও করছিলে।

أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
 (এখন যাও) তার মধ্যে তোমরা স্থায়ী হবে জাহান্নামের দ্বার সমূহে তোমরা প্রবেশ কর

فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ فَاصْبِرْ ۝ إِنَّ
 অতএব অহংকারীদের (জনো) নিশ্চয় (হেনবী) তাই সবর কর
 وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ فَمَا نُرِيكَ تَوَافُؤًا ۚ سَتَىٰ ۚ أَعْلَاهُ ۚ وَنَعْدُ هُمْ أَوْ نَتَوَفِّيكَ ۚ فَاإِنَّا ۚ يَرْجِعُونَ ۝ وَ
 আদ্বাহর ওয়াদা সত্য অতএব তোমাকে দেখাবো আমরা সূতরাং হয় তাদের ফিরিয়ে আনা হবে আমাদের দিকে

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا
 আমরা বর্ণনা করেছি কারও তাদের মধ্যে তোমার পূর্বে (অনেক) আমরা প্রেরণ করেছি নিশ্চয়
 عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ وَمَا كَانَ
 তোমার কাছে তাদের মধ্যে আবার তোমার কাছে আমরা বর্ণনা করি নাই কারও তাদের মধ্যে (অবস্থা) (সম্ভব) ছিল না এবং তোমার কাছে

لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ
 আসল অতঃপর আদ্বাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নির্দেশনকে আনবে যে কোন রসূলের জন্যে
 أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْبَاطِلُونَ ۝
 বাতিল পন্থারা তখন ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং ন্যায়ভাবে ফয়সালা করে আদ্বাহর আদেশ (দুষ্কৃতকারীরা)

৭৬. এখন যাও, জাহান্নামের দুয়ারে প্রবেশ কর, সেখানেই তোমাদেরকে চিরদিন-চিরকাল থাকতে হবে। বড়ই নিকৃষ্ট পরিণতি রয়েছে অহংকারী লোকদের জন্যে।

৭৭. অতএব হে নবী! ধৈর্য ধারণ কর, আদ্বাহর ওয়াদা সত্য। এখন হয় তোমার সামনেই তাদেরকে সেই খারাব পরিণতির কিছু অংশ দেখিয়ে দিব যার ভয় আমরা তাদেরকে দেখাচ্ছি কিংবা (তার পূর্বে) তোমাকে উঠিয়ে নিব। তাদেরকে তো আমাদের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

৭৮. হে নবী! তোমার পূর্বে আমরা অসংখ্য রসূল পাঠিয়েছি যাদের কতিপয়ের অবস্থা সম্পর্কে আমরা তোমাকে অবহিত করেছি; আর কতক সম্পর্কে কিছুই বলিনি। কোন রসূলেরই এই শক্তি ছিল না যে, আদ্বাহর অনুমতি ছাড়া নিজেই কোন নির্দেশন নিয়ে আসবে। পরে যখন আদ্বাহর হুকুম হল তখন হক মোতাবেক ফয়সালা করে দেয়া হল। আর তখন দুষ্কৃতকারীরা মহা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল।

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَ
 এবং তার মধ্যেহতে তোমরাআরোহণ গৃহপালিত পশুগুলো তোমাদের সৃষ্টিকরেছেন যিনি (তিনিই) আল্লাহ
 (কোনটির উপর) করতেপার যেন জন্যে

مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ ٤٩ وَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ لَتَبْلُغُوا
 তোমরা খাও তার মধ্য তোমাদের এবং তোমরা খাও তার মধ্য
 তোমরা পৌছিতে পার এবং (অনেক) উপকার তার মধ্যে তোমাদের জন্যে (কোনটির গোশত) হতে

عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِي صُدُورِكُمْ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ
 নৌযানের উপর এবং তার উপর এবং তোমাদের মনের মধ্যে প্রয়োজন তার উপর
 (বোধ করলে) (আরোহণ কর)

تَحْمِلُونَ ۝ ٥٠ وَ يُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ
 তোমাদের বহন করা হয় এবং তোমাদের দেখান তিনি তোমাদের দেখান তিনি
 আল্লাহর নিদর্শনাবলী কোন সূতরাং তাঁর নিদর্শনাবলী

تَتَكَبَّرُونَ ۝ ٥١
 তোমরা অস্বীকার
 করতে পার

৭৯. আল্লাহই তোমাদের জন্যে এই গৃহপালিত পশুগুলিকে বানিয়েছেন, যেন তাদের কোন কোনটির উপর তোমরা সওয়ার হতে পার এবং কোন কোনটির গোশত খেতে পার।

৮০. এদের মাঝে তোমাদের জন্যে আরো অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এরা এই কাজেও লাগে যে, যেখানেই তোমরা পৌছবার প্রয়োজন মনে করবে, তোমরা এদের উপর সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছতে পার- এদের উপর এবং নৌকার উপরও তোমাদেরকে সওয়ার করা হয়।

৮১. আল্লাহ তাঁর নিজের এই নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাচ্ছেন, তোমরা তাঁর কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
 কেমন তারা অতঃপর দেখে (নাইকি!) পৃথিবীর মধ্যে তারা ভ্রমণ করে নাই তবে কি

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا هِيَ
 অধিকতর তারা ছিল তাদের পূর্বে (তাদের) পরিণতি ছিল
 (সংখ্যায়) (ছিল)

مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ
 কাজে আসল অতঃপর পৃথিবীর মধ্যে কীর্তিতে ও শক্তিতে প্রবলতর ও এদের চেয়েও

عَنْهُمْ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ ٨٢
 তাদের কাছে আসত অতঃপর তারা অর্জন করিতে ছিল যা তাদের জন্যে

رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
 (নিজস্ব) অর্থাৎ তাদের কাছে এই বিষয়ে তারা খুশীতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রসূলরা
 জ্ঞান যা (ছিল) মগ্ন রইল

وَحَاقَ بِهِمْ مِمَّا كَانُوا بِهِ ۖ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ ٨٣
 তারা যখন অতঃপর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত যে তারা ছিল তাই তাদেরকে পরিবেষ্টিত এবং
 দেখল সম্পর্কে করল

بِأَسْنَاءٍ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ
 যার আমরা তা সবকে আমরা অস্বীকার এবং তার একারই আদ্বাহর আমরা ইমান তারা আমাদের
 সাপে ছিলাম করছি উপর এনেছি বলল শাস্তি

مُشْرِكِينَ ۝ ٨٤

শরীককারী

৮২. এই লোকেরা কি যমীনে চলা-ফিরা করেনি যে, তারা সেই লোকদের পরিণতি দেখতে পেত যারা তাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে? তারা তো সংখ্যায় এদের অপেক্ষা বেশী ছিল, এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং যমীনে এদের অপেক্ষা অনেক বেশী চাকচিক্য ও জাঁকজমকপূর্ণ চিহ্ন রেখে গেছে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছিল, শেষ পর্যন্ত তা তাদের কোন কাজে আসল?

৮৩. তাদের রসূলগণ যখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট-অকাট্য দলীলাদি নিয়ে আসল তখন তারা তাদের নিজস্ব জ্ঞান নিয়েই মগ্ন রইল। পরে তারা সেই জিনিসেরই আওতায়ই পড়ে গেল যাকে তারা ঠাট্টা করছিল।

৮৪. তারা যখন আমাদের আযাব দেখতে পেল তখন তারা চীৎকার করে উঠল এই বলে যে, আমরা মেনে নিলাম লা-শরীক এক আদ্বাহকে, আর আমরা অমান্য করছি সেই সব মা'বুদ কে যাদেরকে আমরা শরীক বানাচ্ছিলাম।

فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا
আমাদের আযাব তারা দেখল যখন তাদের ঈমান তাদের উপকার করে নাহি অতঃপর

سُنَّتِ اللّٰهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ
এবং তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে (চলে এসেছে) নিচয় যা আল্লাহর (নির্ধারিত) নিয়ম

خَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ
কফিররা সে ক্ষেত্রে কতিগ্রহ হয়েছে

৮৫. কিন্তু আমাদের আযাব দেখে নেয়ার পর তাদের ঈমান তাদের জন্যে কিছু মাত্র কল্যাণকর হতে পারেনি। কেন না, এটাই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম, যা চিরকাল তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে কার্যকর রয়েছে। আর তখন কফির লোকেরা মহা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল।

হা মীম আস্-সাজদা

নামকরণঃ এই সূরাটির নাম দু'শব্দে গঠিত। একটি 'হা মীম', আর অপরটি 'আস-সাজদাহ'। অর্থাৎ এ সেই সূরা যার সূচনা হয় "হা মীম" শব্দ দ্বারা এবং যাতে একটি 'সিজদা'র আয়াত রয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায়, এর নাযিল হওয়ার সময়কাল হল হযরত হামযা (রাঃ)-এর ঈমান আনার পর এবং হযরত উমর (রাঃ)-এর ঈমান আনার পূর্বে। নবী করীম (সঃ)-এর প্রাচীনতম জীবনী লেখক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রখ্যাত তাবেরী মুহাম্মাদ ইবনে কা'আব আল-কুরাযীর সূত্রে এ কাহিনীটি উদ্ধৃত করেছেন যে, একবার কতিপয় কুরাইশ সরদার কা'বা ঘরে একত্র হয়ে বসেছিল। মসজিদে হারামের অপর দিকের এক কোণায় নবী করীম (সঃ) বসেছিলেন। এ সময় হযরত হামযা (রাঃ) ঈমান এনেছিলেন এবং কুরাইশের লোকেরা মুসলমানদের দল দিন দিন ভারী হতে দেখে খুব শংকিত ও চিন্তাবিত হয়ে পড়েছিল। একবার (আবু সুফিয়ানের স্বত্তর) উতবা ইবনে রাবী'আ কুরাইশ সরদারদেরকে বলল, 'হে ভায়েরা, আপনারা ভাল মনে করলে আমি গিয়ে মুহাম্মদের সাথে কথা বলে দেখতে পারি, আর তার সামনে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করতে পারি, সে হয়ত কোন একটা প্রস্তাব মেনে নেবে, আর আমরাও তা কবুল করে নেব। এভাবে সে হয়ত আমাদের বিরুদ্ধতা থেকে বিরত হতে পারে! উপস্থিত সকলেই এ কথা পছন্দ করলো। অতঃপর উতবা উঠে গিয়ে নবী করীম (সঃ)-এর নিকট আসন গ্রহণ করলো। তিনি তার দিকে ফিরে বসলেন, তখন সে বললো, "ভাইপো! জাতির মধ্যে তোমার বংশ-মর্যাদা যে কত ভাল তা তুমি জানো! কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি তোমার জাতির লোকদের উপর একটা বিপদ টেনে এনেছ। তুমি আমাদের ঐক্যবদ্ধ সমাজে একটা ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিচ্ছ। গোটা জাতিকে তুমি আহাম্মক বানানো জাতির ধর্ম ও তার ম'বুদদেরকে মন্দ বলছো। আরো এমন সব কথা বলতে শুরু করেছ, যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের সকলের বাপ-দাদা যেন কাফের ছিল। এখন আমার একটা কথা শুন। তোমার সামনে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি, তা চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখ, হয়ত তার যে কোন একটা প্রস্তাব তুমি মেনে নিতে পারবে"।

নবী করীম (সঃ) এর জবাবে বললেনঃ "হে অলীদের পিতা! আপনি বলুন, আমি শুনছি"। তখন সে বললো "ভাইপো, তুমি এই যে কাজ শুরু করেছ, এ দ্বারা যদি তোমার ধন-মাল লাভ করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সকলে একত্রিত হয়ে তোমাকে এত ধন-সম্পদ দান করবো যার ফলে তুমি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মালদার ও ধনী ব্যক্তি হয়ে যেতে পারবে। আর তার দ্বারা যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, তাহলে বল আমরা তোমাকে আমাদের সরদার ও নেতা করে নেব। তোমার কথা ছাড়া কোন বিষয়েরই ফয়সালা হতে পারবে না। আর যদি বাদশাহ হতে চাও, তা হলে আমরা তোমাকে বাদশাহ করে নেব। আর যদি তোমার উপর কোন জিনের প্রভাব পড়ে থাকে, -যাকে তুমি নিজে তাড়াতে পার না, তা হলে আমরা সুদক্ষ চিকিৎসকদের ডেকে আনব এবং নিজেদের খরচেই তোমার চিকিৎসা করাব"।

উতবা এ সব কথা বলছিল নবী করীম (সঃ) চুপচাপ বসে শুনছিলেন। পরে তিনি বললেন: “আবুল অলীদ! আপনার যা কিছু বলবার ছিল তা কি বলেছেন?” সে বললো: “হাঁ বলেছি”। তখন তিনি বললেন: “আচ্ছা, এখন আমার কথা শুনুন”। এ সময় তিনি ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ পড়ে এ সূরাটিই তেলাওয়াত শুরু করলেন। আর উতবা নিজের দু’খানা হাত পিছনে ঠেক লাগিয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনতে লাগল। এ সূরার সিজদার আয়াত -৩৮ আয়াত পর্যন্ত পৌছে নবী করীম (সঃ) সিজদা করলেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন: “হে আবুল অলীদ! আমার জওয়াব আপনি শুনতে পেলেন। এখন আপনি জানেন আর আপনারা কাজ”।

উতবা উঠে কুরাইশ সরদারদের মজলিসের দিকে চলে গেল। দূর হতে লোকেরা দেখে বলে উঠল: ‘আল্লাহর কসম, উতবার চেহারা বদলে গেছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল, সে চেহারা নিয়ে সে ফিরে আসছে না। সে যখন এসে বসলো তখন সকলেই বললো ‘কি শুনে আসলে?’ সে বললো: ‘আল্লাহর কসম, আমি এমন কালাম শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনই শুনতে পাইনি। আল্লাহর কসম এ কবিতা নয়, যাদুর কথা নয়, গণকদারী নয়। হে কুরাইশ সরদাররা! আমার কথা শুন। এ ব্যক্তিকে তার অবস্থায়ই থাকতে দাও। আমি মনে করি, এ কালাম কিছুটা বাস্তবায়িত হবে। মনে কর আরবরা যদি তার মুকাবিলায় জয়ী হতে পারে, তাহলে তোমরা নিজেরা নিজের ভায়ের উপর আক্রমণ করা হতে রক্ষা পেলো, অন্য লোকেরা তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। কিন্তু সে যদি আরবদের উপর জয়ী হয়, তাহলে তার বাদশাহী তো তোমাদেরই বাদশাহী হবে, তার ইয্যত ও সম্মান তোমাদের ইয্যত ও সম্মানের কারণ হবে।’ কুরাইশ সরদাররা তার এ কথা শুনেই বলে উঠল: “অলীদের পিতা! এ ব্যক্তির যাদু তোমার উপরও প্রভাব ফেলেছে”। উতবা বললো: “আমার মত আমি তোমাদেরকে বললাম, এখন তোমাদের মনে যা হয় তা করতে থাক”। (ইবনে হিসাম, প্রথম খন্ড, ৩১৩-৩১৪পৃঃ)

অন্যান্য কতিপয় মুহাদ্দিস ও হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বিভিন্ন সূত্রে এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাতে শব্দগত কিছুটা পার্থক্য আছে। তাদের কোন কোন বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) সূরাটি পড়তে পড়তে এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলেনঃ

فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ مِثْلَ مَعِيقَةِ اَدَّادٍ وَنَمُودٍ -

-এই লোকেরা যদি বিমূখ হয় তা হলে এদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামুদের আযাবের মত আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যা আকস্মিক ভাবে এসে পড়বে।

তখন উতবা সহসা রসূল (সঃ)-এর মুখের উপর হাত রাখলো, আর বললো: আল্লাহর ওয়াস্তে তোমার নিজের জাতির উপর দয়া কর। পরে কুরাইশ সরদারদের নিকট তার এরূপ কাজের কারণ স্বরূপ বললো: “আপনারা জ্ঞানেন মুহাম্মদের মুখ হতে যে কথা বের হয়, তা অবশ্যই পূর্ণ হয়। এ জন্য আমি ভয় পেয়ে গেলাম, আমাদের উপর আযাব না এসে পড়ে।” (বিস্তারিত বিবরণের জন্যে তফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খন্ড, ৯০-৯১পৃঃ এবং আল বেদায়া ওয়ান-নেহায়া, ৩য় খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ উতবার এ কথাবার্তার জ্বাবে আল্লাহতা'আলার নিকট হতে যে কালামের ভাষন নাযিল হয়, তাতে ঐ সব অর্থহীন কথাবার্তার দিকে মাত্রই ক্রক্ষেপ করা হয়নি যা সে নবী করীম (সঃ)-কে বলেছিল। কেননা সে যাকিছু বলেছিল, আসলে তা ছিল রসূলে করীম (সঃ)-এর নিয়ত ও বুদ্ধি-বিবেচনার উপর তার হামলা। তার সব কথার পিছনেই এ ধরে নেয়া কথা নিহিত ছিল যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবী এবং কুরআনের অহী হওয়া তো সত্তব্য কোন কথা নয়। তা হলে তিনি যে এসব কথা বলছেন, এর মূলে হয় ধন-মালের লোভ বা রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শাসন-প্রভুত্ব লাভই হবে উদ্ভোধক। অথবা (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিতেই বিপর্যয় ঘটেছে। প্রথম কারণ হলে সে রসূলের সাথে বৈয়য়িক সওদাবাজি করতে চেয়েছিল। আর দ্বিতীয় কারণ হলে 'আমরা নিজেদের খরচে তোমার চিকিৎসা করা' বলে সে রসূলে করীম (সঃ)-কে অপমান করতে চেয়েছিল। এখন বিরুদ্ধবাদীরা যখন এতদূর নীচ হতে পারে তখন তার কোন জবাব দেয়া শরীফ ব্যক্তির কাজ নয়। তাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে নিজের বক্তব্য বলে দেয়াই বাঞ্ছনীয়।

এ সূরায় উতবার কথাগুলির প্রতি কোনরূপ ক্রক্ষেপ না করেই মক্কার কাফেরদের মূল বিরুদ্ধতাকেই আলোচ্য বিষয়-রূপে গণ্য করা হয়েছে। কেননা কাফেররা তখন কুরআন মজীদে দাওআতকে প্রতিরুদ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে অত্যন্ত হঠকারিতা ও অনৈতিকতা সহকারে চেষ্টা করছিল। তারা নবী করীম (সঃ)-কে বলছিল, আপনি যাই করুন না কেন, আমরা আপনার কোন কথাই শুনব না। আমরা আমাদের দিলের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি -দিলকে আবৃত করে রেখেছি, আমাদের কান বন্ধ করে দিয়েছি, আমাদের ও আপনার মাঝে একটা প্রাচীর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা আপনাকে ও আমাদেরকে কখনই একত্রিত হতে দেবে না।

তারা নবী করীম (সঃ)-কে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল যে, আপনি আপনার এ দাওআতী কাজ করে যান, আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে আপনার বিরুদ্ধতা করে যাব- করতে থাকবো। তারা নবী করীম (সঃ)-কে প্রতিরুদ্ধ করার জন্যে কাজের একটা রীতিমত পরিকল্পনা তৈরী করলো। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী যখনই নবী করীম (সঃ) নিজে কিংবা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কেউ সাধারণ মানুষকে কুরআন মজীদ পড়ে শুনাতো চেষ্টা করতেন, তখনই আকস্মিকভাবে হাংগামার সৃষ্টি করে দিত, এমনভাবে চীৎকার করতো যে, কানে তালা লেগে যেত। কুরআন মজীদে আয়াতসমূহের উল্টো অর্থ করে জনগণের মনে নানা ভুল ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করার কাজে পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে তৎপর হয়েছিল। ফলে কুরআনে বলা হত এ কথা, আর তারা তাকে বানিয়ে দিত অন্য কিছু। সরল-সোজা কথায় বক্তৃতা আবিষ্কার করতে চেষ্টিত হতে। পূর্বাপর সম্পর্ক ছিন্ন করে কোথাও হতে একটি শব্দ বা বাক্যাংশ বের করে তার সঙ্গে নিজেদের তরফ হতে অনেক কথা যোগ করে দিয়ে একটা নতুন কথা দাঁড় করাত- যেন কুরআন ও তার উপস্থাপন কারী রসূল সম্পর্কে লোকদের ধারণা খারাব হয়।

আশ্চর্য ধরনের সব প্রশ্ন ও আপত্তি করতো। তার একটা নমুনা এ সূরায় পেশ করা হয়েছেঃ একজন আরব যদি আরবী ভাষায় কোন কালাম শুনাতেন, তবে তাতে মু'যিয়ার কি হল? আরবী তো তার মাতৃ-ভাষা! মাতৃ-ভাষায় যার ইচ্ছা সেই কোন না কোন কালাম রচনা করতে পারে। তা আল্লাহর নিকট হতে তাঁর উপর নাযিল হয়েছে বলে দাবী করার কি আছে! তবে তিনি যে ভাষা জানেন না সে ভাষায় উচ্চমানের যদি কোন কালাম সহসা শুনাতো পারেন তবে না হয় বুঝা যেতে পারে যে, এ তাঁর নিজস্ব রচিত নয়, এ উপর কোন স্থান হতে নাযিল হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এ অন্ধ ও বধিরের ন্যায় বিরুদ্ধতার জ্বাবে এখানে যা কিছু বলা হয়েছে তার সার সংক্ষেপ কথা হল এইঃ

১.ঃ এ মহান আল্লাহর নাযিল করা কিতাব ও কালাম। আরবী ভাষায়ই এ নাযিল হয়েছে। এতে স্পষ্ট ভাষায় যে তত্ত্ব কথা প্রকাশ করে বলা হয়েছে মুর্খ লোকেরা তাতে কোন জ্ঞানের সন্ধান পায়নি বটে; কিন্তু সমঝদার লোকেরা তা হতে জ্ঞানের আলো লাভ করে এবং তা হতে ফায়দাও পেতে পারছেন। আল্লাহ অনুগ্রহ করে মানুষের হেদায়াতের জন্যে এ কালাম নাযিল করেছেন। কেউ যদি তাকে বিপদ মনে করে, তবে তা তার দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এ সুসংবাদ হচ্ছে তাদের জন্যে যারা তা হতে উপকৃত হয়। আর যারা তা হতে বিমুখ হয়ে থাকে, তাদের পরিণাম সম্পর্কে তাদের ভয় করা উচিত।

২.ঃ তোমরা যদি তোমাদের দিলের উপর পর্দা ফেলে রেখে থাক এবং নিজেদের শ্রবণ শক্তিকে বধির করে রেখে থাক, তাহলে যে লোক এ জনতে চায় না তাকে শুনার, আর যে তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে প্রস্তুত নয় তার দিলে জোরপূর্বক নিজের কথা বসিয়ে দেবার কোন দায়িত্ব নবীর উপর অর্পণ করা হয় নি। তিনি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। যারা শুনতে প্রস্তুত তিনি তাদেরকেই কথা শুনাতে পারেন, যারা বুঝতে প্রস্তুত তাদেরকেই তিনি বুঝাতে পারেন।

৩.ঃ তোমরা নিজেদের চোখ ও কান যতই বন্ধ করে রাখ না কেন, নিজেদের দিলের উপর যতই পর্দা ফেলে রাখ না কেন, আসল সত্য কথা এই যে, তোমাদের আল্লাহ তো একই আল্লাহ তোমরা আল্লাহ ছাড়া অপর কারো বান্দা নও। তোমরা জিদ করলেই এ মহাসত্য বদলে বাবে না। তবে তোমরা যদি এ মেনে নাও এবং এ অনুযায়ী নিজেদের আমল ঠিক করে নাও, তবে তাতে নিজেদেরই কল্যাণ করবে। আর যদি নাই মান তবে তার দরুন নিজেরাই ধ্বংসের মুখে পতিত হবে।

৪.ঃ তোমরা এ শিরক ও কুফরী কার সঙ্গে করছো, সে বিষয়ে কোন অনুভূতি আছে কি তোমাদের মনে? তা করছো সেই আল্লাহর সাথে যিনি এ অখৈ বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন। যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, যার রচিত ও জমা করে দেয়া অসীম বরকত এ যমীন হতে লাভ করে ধন্য হচ্ছে, যার সংগ্রহ করে দেয়া রিয়ক খেয়েই লালিত পালিত হচ্ছে, তাঁর সাথে তোমরা তাঁরই নিকৃষ্ট সৃষ্টিসমূহকে শরীক বানাচ্ছ। আর তোমাদেরকে যদি বুঝাতে চেষ্টা করা হয় তাহলে জিদের বশবর্তী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নাও।

৫.ঃ যদি নাই মান, তাহলে জেনে রেখ, তোমাদের উপর তোমনি আযাব সহসাই ভেঙ্গে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে যেমন আদ ও সামুদ জাতির উপর ভেঙ্গে পড়েছিল। আর সে আযাবও তোমাদের অপরাধের শেষ শাস্তি নয়, পরে হাশরের ময়দানে তোমাদের হিসাব নেয়া হবে এবং জাহান্নামের আগুন তোমাদের আপেক্ষায় রয়েছে।

৬.ঃ তারা বড়ই হতভাগ্য মানুষ, যাদের সাথে এমন শয়তান, মানুষ ও জিন লেগে রয়েছে যারা তাদেরকে চারদিকে কেবল শস্য-শ্যামল-মনোরম শোভাই দেখিয়ে থাকে, তাদের নিবুদ্ধিতাকে তাদের নিকট খুবই চাকচিক্যময় করে তোলে, তাদেরকে না কখনই ভাল কথা-নির্ভুল সঠিক কথা চিন্তা করবার সুযোগ দেয়, না অন্য লোকদের নিকট হতে তা শুনবার সুযোগ দেয়। এমন নাদান লোকেরা তো আজ এখানে পরস্পরকে উদ্ধারী দিয়ে চলেছে, আর প্রত্যেকে অপরের নিকট হতে উৎসাহ পেয়ে চরম উৎসাহে মেতে উঠছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন দুর্ভাগ্য নেমে আসবে, তখন তাদের প্রত্যেকেই বলবে, দুনিয়ায় যারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল তাদেরকে আজ নাগাল পেলে পায়ের তলায় ফেলে নিষ্পেষিত করবো।

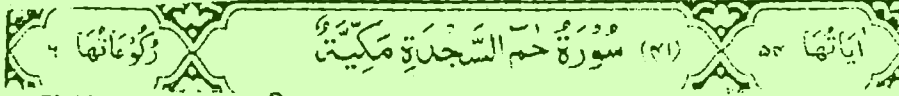
৭.ঃ এ কুরআন একখানা অটল অপরিভীক্য কিতাব। তোমরা তোমাদের হীন কুট-কৌশল ও মিথ্যার হাতিয়ার দ্বারা তাকে পরাজিত করতে পার না। বাতিল সামনের দিক হতে আসুক কিংবা পরোক্ষ ও গোপনে হামলা করুক, কুরআনকে আঘাত হানতে পারবে না কখনই।

৮. : আজ তোমাদের নিজেদের ভাষায় এ কুরআন পেশ করা হচ্ছে যেন তোমরা এ বুঝতে পার। কিন্তু তোমরা বলছো এ কুরআন কোন অনারব ভাষায় নাযিল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একে তোমাদের হেদায়াতের জন্যে যদি কোন অনারব ভাষায় নাযিল করতাম, তাহলে তোমরাই তখন বলতে যে, এ তো বিস্ময়কর ধরনের বিদ্রূপ- আরব জাতির হেদায়াতের জন্যে অনারব ভাষায় - যা কেউ বুঝে না - কথা বলা হচ্ছে, কালাম নাযিল করা হচ্ছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আসলে তোমরা হেদায়াত পেতেই চাও না। না মানবার জন্যে নিতা নতুন বাহানা তালাস করছো।

৯. : আচ্ছা, তোমরা কি এ কথা কখনো চিন্তা করে দেখেছ যে, কুরআন যদি সত্যই আল্লাহর কিতাব হয়ে থাকে, তা হলে তা অমান্য করে ও এমন ভাবে তার বিরুদ্ধতা করলে তোমাদের পরিণতি কতখানি মর্মান্তিক হবে?

১০. : এখন তো তোমরা মানছ না; কিন্তু সে দিন খুব বেশী দূরে নয়, যখন নিজেদের চোখেই তোমরা দেখতে পাবে যে, এ কুরআনের দাওআত দিগ-দিগন্তে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। আর তোমরা নিজেরা তার প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছ। তখন তোমরা নিঃসন্দেহে জানতে পারবে যে, তোমাদেরকে যা বলা হয়েছিল তা কোন মিথ্যা জিনিস ছিল না, বরং তা ছিল অতীব সত্য। বিরুদ্ধবাদীদেরকে এ জবাব দেয়ার সংগে সংগে কঠিন প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার পরিবেশে ঈমানদার লোক ও স্বয়ং নবী করীম (সঃ) যে পরিস্থিতি ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করা হয়েছে। ঈমানদার লোকদের পক্ষে তখন ধীনের তবলীগ করা তো দূরের কথা, ঈমানের পথে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিনতর হয়ে পড়েছিল। কেউ মুসলমান হয়েছে এ কথা জানতে পারলে তার জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়তো। দূশমনদের ভয়াবহ ঐকাজোট এবং চারদিকে সমাজস্থ শক্তির মুকাবিলায় তারা নিজেদেরকে নিতান্ত অসহায় ও বন্ধু-বান্ধবহীন মনে করছিলেন। এরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ তাদেরকে এ কথা বলে সাহস দেয়া হয়েছে যে, আসলে তোমরা অসহায় ও বন্ধু-বান্ধবহীন নও। বরং যে ব্যক্তিই একবার আল্লাহকে নিজের রব মেনে এ আকীদায় মজবুত ও অটল হয়ে থাকে তাঁর প্রতি আল্লাহর ফেরেশতা নাযিল হন এবং দুনিয়া হতে পরকাল পর্যন্ত তাকে সাহচর্য দান করেন। পরে তাদের মনে সাহস বৃদ্ধি করা হয়েছে এ কথা বলে যে, যারা নেক আমল করে, অন্য লোককে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় এবং শক্ত হয়ে বলে 'আমরা মুসলমান' প্রকৃতপক্ষে তারাই উত্তম মানুষ।

নবী করীম (সঃ)-এর সামনে তখন একটা প্রশ্ন কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। প্রশ্নটা ছিল এই যে, ধীনের এ দাওআতের পথে যখন এ কঠিন দুর্লংঘ্য পাহাড় প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে তখন এর মধ্যহতে ইসলাম প্রচারের পথ উন্মুক্ত হবে কেমন করে? এ প্রশ্নের জবাবে সমস্যার সমাধান হিসাবে রসূলে করীম (সঃ)-কে বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব প্রদর্শনীমূলক প্রতিবন্ধকতার পাহাড় বাহ্যতঃ খুবই কঠিন ও দুর্লংঘ্য মনে হয় বটে, কিন্তু উত্তম-উন্নতমানের চরিত্রই হল এমন হাতিয়ার, যা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। অতীব ধৈর্য্য সহকারে কাজ করে যাও। শয়তান যদি কখনো উক্কানী দিয়ে অপর কোন হাতিয়ার প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে তখন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।

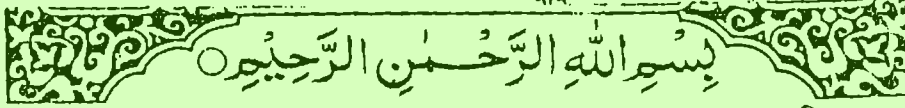


হুম তার রুকু (সংখ্যা) মকী

আস-সাজদাহ

হা সূরা (৪১)
মীম

হুম তার আয়াত (সংখ্যা)



অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلٌ ۝ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ

এই কিতাব
(এমন যে)

মেহেরবান

(মির্জা)

(আল্লাহর)

নাখিল করা
(হয়েছে এটা)হা
মীম

فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

(যারা) জ্ঞান রাখে

(এমন) লোকদের
জন্যেআরবী
(ভাষার)

কুরআন

তার আয়াত
সমূহ

বিশদ ভাবে বিবৃত

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

ওনে

না তারা সুতরাং

তাদের অধিকাংশ

বিমূখ হয়েছে কিন্তু

সতর্ককারী ও

(এই কিতাব)
সুসংবাদদাতা

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَ

এবং

তার দিকে

আমাদেরকে তোমরা
ডাকছতা হতে
যা

পদ্যসমূহের

মধ্যে
(আছে)আমাদের
অন্তরগুলো

তারা বলে

এবং

فِيْ أَذَانِنَا وَقُرْءٍ مِّنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

অন্তরাল
(রয়েছে)

তোমার মাঝে ও

আমাদের মাঝে

এবং

বধিরতা
(রয়েছে)আমাদের কান
সমূহের

মধ্যে

রুকুঃ ১

১. হা মীম,

২. এ কিতাব দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর তরফ হতে নাখিল করা জিনিস।

৩. এ এমন কিতাব যার আয়াতসমূহ অতীব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে বলা হয়েছে- আরবী ভাষার কুরআন- তাদের জন্যে, যারা জ্ঞানবান।

৪. এ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী। কিন্তু এদের অধিকাংশ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা ওনেও ওনে না।

৫. তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যে জিনিসের দিকে ডাক, তার প্রতি আমাদের দিলের উপর আবরণ পড়ে রয়েছে, আমাদের কান বধির হয়ে গেছে এবং আমাদের ও তোমার মাঝে একটা পর্দা আড়াল হয়ে গেছে।

فَاعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

তোমাদেরই মত একজন আমি মূলতঃ বল কাজ করে নিচয় তুমি তাই
হাসি আমরা কাজ কর

يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَاسْتَقِيمُوا
তোমরা দৃঢ় সুতরাং একই ইলাহ তোমাদের ইলাহ এই আমার ওহী করা
হয়ে থাক যে প্রতি হয়

إِلَيْهِ ۚ وَاسْتَغْفِرُوا ۖ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝
তার দিকে ও তার কাছে তোমরা ক্ষমা চাও ও তার দিকে
মুশরিকদের জন্যে ধ্বংস রয়েছে

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
তারা আখেরাতকে তারা এবং জাকাত দেয় না যারা

كَافِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
নেককার কাজ করেছে ও ইমান এনেছে যারা নিচয় অব্বীকারকারী

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ
অব্বীকার করছ অবশ্যই তোমরা নিচয় কি বল শেষ হওয়া ব্যতীত পুরস্কার তাদের
(অর্থাৎ অমূল্য) (রয়েছে) জন্যে

بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ
তার তোমরা বানাচ্ছ এবং দুদিনের মধ্যে যমীনকে সৃষ্টি করেছেন যিনি (তাকে)
জানো

أَنْدَادًا ۖ

সমকক্ষ
(অন্যদেরকে)

তুমি তোমার কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করতে থাকব।

৬. হে নবী! এই লোকদেরকে বল, আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো। আমাকে অহীর সাহায্যে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের ইলাহ তো মাত্র একই ইলাহ। অতএব তোমরা সোজা তাঁর অভিমুখী হয়ে থাক এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। সেই মুশরিকদের ধ্বংস নিশ্চিত;

৭. যারা যাকাত দেয় না ও পরকাল অমান্যকারী।

৮. তবে যারা মেনে নিল ও সং কাজ করল তাদের জন্যে নিচয় এমন পুরস্কার রয়েছে, যার ধারা কখনও ছিন্ন হবার নয়।

রুকুঃ ২

৯. হে নবী এদেরকে বল, তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে কুফরী করছ এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ বানাচ্ছ, যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে বানিয়েছেন?...

ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَ جَعَلَ فِيْهَا

তার মধ্যে বানিয়েছেন এবং বিশ্বজাহানের রব তিনিই

رَواۤسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَا

তার মধ্যে নির্ধারিত করেছেন এবং তার মধ্যে বরাক্ত এবং তার উপরে পর্বতমালা দিয়েছেন

اَقْوَاتَهَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ ۖ سَوَّآءٌ لِّلْسَآءِلِیْنَ ۝

প্রার্থীদের জন্যে সঠিকভাবে দিনের চার মধ্যে তার শক্তিসমূহ (অর্থাৎ খাদ্যসজ্জার)

ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَآءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ

অতঃপর (আম্মাহ) ধূয়া তা এবং আকাশের দিকে লক্ষ্যদিলেন এরপর

لَهَا وَ لِلْاَرْضِ اَنْتَبٰی طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۚ قَالَتْ

উভয়ে বলল অনিচ্ছায় বা ইচ্ছায় উভয়ে আস পৃথিবীকে ও তাকে

اَتَيْنَا طَآئِعِیْنَ ۝ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

আমরা আনুগত হয়ে তাদেরকে অতঃপর সাত আসমানে পরিণত করলেন

فِیْ یَوْمَیْنِ وَ اَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ۚ

তার বিধিবিধান আকাশে প্রত্যেক দুই দিনের মধ্যে করেছেন

তিনিইতো সমগ্র জগৎবাসীদের রব।

১০. তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) উপর হতে তার বুকে পাহাড় দৃঢ়মূল করে দাঁড় করে দিয়েছেন এবং তাতে বরকতসমূহ সংস্থাপিত করেছেন। আর তাতে সব প্রার্থীর জন্যে প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক পরিমাণ মতো খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় করে রেখেছেন। এই সব কাজ চার দিনে সম্পন্ন হয়ে গেল।

১১. অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলের দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন^১, তা তখন শুধু ধোঁয়া ছিল। তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন : “অস্তিত্ব ধারণ কর ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক”। উভয়ই বলল : আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতোই।

১২. তখন তিনি দু’দিনের মধ্যে সাত আকাশ বানিয়ে দিলেন এবং প্রতি আসমানে উহার বিধি-বিধান অঙ্গী করা হল।

১. অর্থাৎ সেই সমস্ত সৃষ্টির জন্যে যারা জীবিকার সন্ধানে।

২. এর অর্থ এই নয় যে যমীন সৃষ্টির পর এবং তার মধ্যে বসতির ব্যবস্থা করার পর তিনি আসমান সৃষ্টি করলেন। এখানে ‘অতঃপর’ শব্দটি কাল-গত ক্রমের জন্যে নয়, বরং বর্ণনার ক্রম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী বাক্যাংশ দ্বারা একথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

وَزَيْنًا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ ۖ وَحِفْظًا ۚ
 সংরক্ষণ এবং প্রদীপমালা দ্বারা নিকটবর্তী আকাশকে আমরা সুসজ্জিত এবং করলাম

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ فَإِنْ أَعْرَضُوا
 তাহা মুখ ফিরাই যদি এখন (যিনি) পরাক্রমশালীর ব্যবস্থাপনা এটা
 সব কিছু জানেন

فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صُِعْقَةً مِّثْلَ صُِعْقَةِ عَادٍ وَ
 ও আদের বেহেশকারী আযাব যেমন বেহেশকারী আযাবের তোমাদেরকে আমি বল তবে
 সতর্ক করাছি

ثَمُودَ ۝ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
 তাদের সম্মুখ হতে রসূলরা তাদের কাছে যখন হামুদের
 এসেছিল (উপর)

وَمِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ
 ইচ্ছে করতেন যদি তারা বশেছিল আগ্নাহকে ছাড়া তোমরা ইবাদত (এই বলে) তোমাদের পিছন হতে ও
 করো যে না

رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
 যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ ঐবিষয় নিশ্চয় সূত্রাং ফেরেশতাদেরকে নাযিল অবশ্যই আমাদের রব
 করতেন

كَفِرُونَ ۝
 অস্বীকারকারী

আর দুনিয়ার আসমানকে আমরা প্রদীপ সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করলাম এবং তাকে পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম এই সব কিছুই এক মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞ সত্ত্বার পরিকল্পনা।

১৩. এখন এই লোকেরা যদি মুখ ফিরাই তা হলে এদেরকে বলঃ আমি তোমাকে তেমনি ধরনেরই সহসা ভেসে পড়া আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যেমন 'আদ ও সামুদের উপর নাযিল হয়েছিল।

১৪. আগ্নাহর রসূল যখন তাদের সামনে ও পিছনে সব দিক দিয়ে আসল এবং তাদেরকে বুঝাল যে, আগ্নাহ ছাড়া কারো বন্দেগী করোনা, তখন তারা বলল: "আমাদের রব চাইলে তো ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। কাজেই আমরা সেই কথা মানিনা যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ"।

فَمَا	عَادُ	فَاسْتَكْبَرُوا	فِي	الْأَرْضِ	بَغِيرِ
আর	বাদের	পরে	তারা	পৃথিবীর	ব্যতীত
অবস্থা (ছিল)	(এমন যে)	করল	মধ্যে		
الْحَقِّ	وَقَالُوا	مَنْ أَشَدُّ	مِنَّا	قُوَّةً	أَوَلَمْ
কোন	তারা বলল	অধিক	আমাদের	শক্তিতে	যে
অধিকার	কে	শক্তিশালী	চেয়ে		
اللَّهُ	الَّذِي	خَلَقَهُمْ	هُوَ	أَشَدُّ	مِنْهُمْ
আল্লাহ	যিনি	তাদের সৃষ্টি করেছেন	অধিক	তিনিই	শক্তিতে
			শক্তিশালী		
بِآيَاتِنَا	يَجْحَدُونَ	١٥	فَارْسَلْنَا	عَلَيْهِمْ	رِيحًا
আমাদের নিদর্শন	অস্বীকার করত		আমরা তাই	তাদের উপর	হাওয়া
গুলোকে			প্রেরণ করলাম		
فِي	أَيَّامٍ	نَحْسَاتٍ	لِّنَذِيْقَهُمْ	عَذَابَ	الْخِزْيِ
ব্যাপী	(কয়েক)	অশুভ	তাদেরকে আমরা	শাস্তি	লাঞ্ছনার
	দিন		আবাদন করাই যেন		
فِي	الْحَيَاةِ	الدُّنْيَا	وَلَعَذَابُ	الْآخِرَةِ	أَخْزَى
মধ্যে	জীবনে	দুনিয়ার	শাস্তি অবশ্যই	আখেরাতের	অধিক অপমান
			এবং		কর
وَهُمْ	لَا	يُنْصَرُونَ	١٦	وَأَمَّا	ثَوْدُ
তাদের এবং	না	সাহায্য করা হবে	আর	সামুদের	তাদেরকে আমরা অতঃপর
			অবস্থা (ছিল)	সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম	

১৫. 'আদ-এর অবস্থা এই ছিল যে, তারা পৃথিবীতে কোন অধিকার ব্যতীতই বড় হয়েছিল এবং বলতে লাগলঃ আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কে? তারা এ কথা বুঝল না যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকারই করতে থাকল।

১৬. শেষ পর্যন্ত আমরা কয়েকটি ঝারাব দিনে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম, যেন তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই অপমান ও লাঞ্ছনার আঘাতের স্বাদ আবাদন করাতে পারি এবং পরকালের আঘাত এ হতেও অধিক অপমানকর। সেখানে তাদের সাহায্যকারী কেউ হবে না।

১৭. তার পরে সামুদ... তাদের সামনেও আমরা নির্ভুল হেদায়াতের পথ পেশ করলাম;

فَاسْتَجِبُوا أَعْمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صِعْقَةُ الْعَذَابِ

আযাদে বেহুশকারী তাদেরকে ধরল তখন সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকে তারা কিন্তু পছন্দ করেছিল

الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ وَ نَجِّنَا الَّذِينَ

(তাদেরকে) আমরা উদ্ধার এবং তারা অর্জন করতেন ছিল একারণে অপমান কর যারা করে ছিলাম

أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ

শত্রুদের সমবেত করা হবে যেদিন এবং (গুমরাহী হতে) ও পরহেজ করতেন ছিল ঐ ইমান এনেছিল

اللَّهُ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝

খামিয়ে রাখা হবে অতঃপর জাহান্নামের দিকে আত্মাহর তাদেরকে

কিন্তু তারা পথ দেখার পরিবর্তে অন্ধ হয়ে থাকাই পছন্দ করল। শেষ পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ডের বদৌলতে অপমানের আযাব তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ল।

১৮. এবং আমরা সেই লোকদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম যারা ইমান এনেছিল এবং গোমরাহী ও দৃষ্টি হতে পরহেজ করছিল।

রুকুঃ ৩

১৯. সেই সময়ের কথা একটু খেয়াল কর, যখন আত্মাহর এই দুশমনরা দোজখের দিকে যাবার জন্যে পরিবেষ্টিত হবে^৩। তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরবর্তীদের আগমন পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে^৪।

৩. মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কথা বলা- 'যখন তাদেরকে আত্মাহর আদালতে পেশ করার জন্যে ঘিরে নিয়ে আসা হবে'। কিন্তু যেহেতু তাদের পরিণাম শেষ পর্যন্ত দোষে প্রবেশ করা, সেজন্যে বলা হয়েছে- 'দোজখের দিকে যাবার জন্যে পরিবেষ্টিত হবে'।

৪. অর্থাৎ এক এক বংশ ও এক এক প্রজন্মের হিসাব করে একের পর এক তাদের ফয়সালা করা হবে না। বরং সমস্ত পূর্ব ও পরের বংশকে একই সময়ে একত্রিত করা হবে এবং সকলের একই সংগে হিসাব গ্রহণ করা হবে। কেন না প্রত্যেক পরবর্তী বংশধরের সৎ বা অসৎ হওয়ার ব্যাপারে তার পূর্ববর্তী বংশধরের পরিত্যক্ত ধর্মীয় ও নৈতিক উত্তরাধিকারের অংশ অন্তর্ভুক্ত আছে।

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوا هَٰذَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَ
 ও তাদের চক্ষুগুলো ও তাদের কান তাদেরবিরুদ্ধে সাক্ষ্যদেবেসেখানে তারা আসবে যখন এবংশেষে
 (সবাই)

جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑩ وَ قَالُوا يَجْلُودُ هُمْ لِمَ
 কেন তাদের চর্মগুলোকে তারা বলবে এবং তারা কাজ করতেন এইবিষয়ে তাদের চামড়াগুলো
 যা

شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ
 সব বাক শক্তি যিনি (সেই) আমাদের বাকশক্তি তারা বলবে আমাদের তোমরা সাক্ষ্য
 দিয়েছেন দিয়েছেন বিরুদ্ধে দিয়েছেন

شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ⑪ وَ
 আর তোমাদের ফিরিয়ে তারই এবং বার প্রথম তোমাদেরকে সৃষ্টি তিনি এবং কিছুকে
 আনা হচ্ছে দিকে করেছেন

مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَا
 না এবং তোমাদের কণ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে যে তোমরা লুকাতে ছিলে যা
 (জানতে) (তখন জানতেন)

أَبْصَارُكُمْ وَ لَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ
 না আত্মাহ যে তোমরা ভেবেছিলে কিন্তু তোমাদের চামড়াগুলো না আর তোমাদের চক্ষুগুলো
 (সাক্ষ্য দেবে) (জানতে) (সাক্ষ্য দেবে)

يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ⑫
 তোমরা কাজ করতে এইবিষয়ে অধিকাংশ জানেন
 যা

২০ পরে সকলেই যখন সেখানে উপস্থিত হবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া সাক্ষ্য
 দিবে তারা দুনিয়ায় কি কি কাজ করছিল।

২১. তারা তাদের দেহের চামড়াকে বলবে: “তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে?” এরা জবাবে বলবে.
 আমাদেরকে সেই আল্লাহই কথা বলবার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব জিনিসকেই বাকশক্তি সম্পন্ন বানিয়ে দিয়েছেন।
 তিনিই তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন এবং এখন তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

২২. তোমরা দুনিয়ায় অপরাধ করার সময় যখন লুকাতে ছিলে, তখন তো তোমাদের এই চিন্তা ছিল না যে, কোন
 এক সময় তোমাদের নিজেদেরই কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া তোমাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য
 দিবে। বরং তোমরা তো মনে করেছিলে যে, তোমাদের অনেক কাজ সম্পর্কে আল্লাহও খবর রাখেন না।

وَ ذُرِّيَّتُكُمْ ظَنَنْتُمْ الَّذِي جَاءَكُمْ بِكُمْ
 তোমাদের রব সম্পর্কে তোমরা ধারণা করেছিলে যা তোমাদের ধারণা সেটা (ছিল) এবং
 أَرَدْنَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخُسِرِينَ ①
 (এটা) তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে তোমরা হয়েছ এখন অশুভবৃত্তি ক্ষতিগ্রস্তদের
 يَصْبِرُوا فَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَخُسِرِينَ ②
 তারা ধৈর্য ধরে জাহান্নাম তবুও তারা ধৈর্য ধরে (আর নাই ধরে) তাহলে তাদের জন্যে এবং
 فَمَا هُمْ مِنَ الْغَائِبِينَ ③
 তারা তবুও না (হবে) তাহলে তারা আর ফেরত আসবে না
 فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ④
 তারা আর শোভন করে দেখায় যা কিছু তাদের সামনে এবং তাহলে তাদের পিছনে যা কিছু এবং
 حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ ⑤
 তাদের উপর কার্যকর হল উপর সেই বাণী (যা) তাদের উপর কার্যকর হয়েছে (যারা) তাহলে তাদের পূর্বের অতীত হয়েছে
 مِنْ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ⑥
 জিনের মধ্য হতে ও মানুষের
 ⑦
 ⑧
 ⑨
 ⑩
 ⑪
 ⑫
 ⑬
 ⑭
 ⑮
 ⑯
 ⑰
 ⑱
 ⑲
 ⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿

২৩. তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে এই যে ধারণা করেছিলে তাই তোমাদেরকে ডুবাল, আর এরই দরুন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে।

২৪. এরূপ অবস্থায় তারা ধৈর্য ধারণ করুক (আর নাই করুক) আশুনই হবে তাদের ঠিকানা, আর যদি অনুতাপ অনুশোচনা করতে ইচ্ছে করে তাহলে তার কোন সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না।

২৫. আমরা তাদের উপর এমন সব সংগী-সাথী নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম যারা তাদেরকে পিছনের ও সামনের প্রত্যেকটি জিনিসকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দেখাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের উপরও তেমনি আযাবের ফয়সালা কার্যকর হয়ে রইল যা তাদের পূর্বে অতীত জিন ও মানুষের দল সমূহের উপর কার্যকর হয়েছিল। তারা বস্তুতই ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হবার যোগ্য ছিল।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ
কুরআন এই তোমরা শুনো না কুফরী করেছে যারা বলে এবং

وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنَنْدِيقَنَ الَّذِينَ
(তাদেরকে) আমরা সুতরাং জয়ী হয়ে তোমরা সম্ভবতঃ তার মধ্যে গভোগোল এবং
যারা আশ্বাদন করাবোই কর তোমরা

كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي
যা নিকৃষ্টতম তাদেরকে প্রতিফলদিবই এবং কঠোর শাস্তি কুফরী করেছে

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ ۖ
তারা কাজ করতে ছিলো জাহান্নাম ৯ আত্মহর শত্রুদের প্রতিফল সেটা

لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءُ ۖ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا
আমাদের নিদর্শন তারা ছিল এ কারণে প্রতিফল স্থায়ী আবাস তার মধ্যে তাদের জন্যে
শুলোকে যা (রয়েছে)

يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾
অস্বীকার করত

রুকুঃ ৪

২৬. সত্যের এই অমান্যকারীরা বলেঃ “এই কুরআন কখনই শুনবে না। আর তা যখন শুনানো হয় তখন তাতে গভোগোলের সৃষ্টি কর, সম্ভবতঃ এ ভাবেই তোমরা জয়ী হবে”।

২৭. এই কাফেরদেরকে আমরা কঠোর আযাবের হাদ অবশ্যই আশ্বাদন করাব। আর এরা যেকোন নিকৃষ্টতম কাজ-কর্ম করছিল, তার পুরোপুরি প্রতিফল তাদেরকে দেব।

২৮. আত্মহর দূশমনদেরকে প্রতিফল হিসেবে জাহান্নামই দেয়া হবে। এতেই তাদের চিরকালের বসতি হবে, এটাই হল শাস্তি এই অপরাধের যে, তারা আমাদের আয়াতসমূহকে অমান্য করেছিল।

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا
 আমাদেরকে হে আমাদের অধীকার যারা বলবে এবং
 الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنَّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهَا تَحْتَ
 তলায় উভয়কে আমরা মানুষদের ও জিনদের মধ্যে হতে আমাদেরকে (সেই দুই প্রজাতির পথভ্রষ্ট করেছে) যারা
 أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ۝
 যারা নিচের অপমানিতদের (সর্বনিম্নের) অর্ন্তভূত উভয়ে হয় যেন আমাদের পায়ের
 قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
 তাদের উপর নাখিল হয় তারা অটল থাকে অতঃপর আল্লাহই আমাদের রব বলে
 الْمَلَائِكَةُ إِلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ ابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
 (সেই) জালালের তোমরা সুসংবাদ এবং তোমরা চিত্তিত না আর তোমরা ভয় না যে ফেরেশতারা (আর বলে)
 الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝
 ওয়াদা করা হয়েছিল তোমাদের যা

২৯. সেখানে এই কাফেররা বলবে : “হে আমাদের রব আমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিন সেই জিন ও মানুষতুলোকে, যারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল। আমরা তাদেরকে পায়ের তলায় রেখে নিষ্পেষিত করব, যেন এরা ভালমতো অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়।

৩০. যে সব লোক বলে, আল্লাহ আমাদের রব এবং তারা এর উপর অটল হয়ে থাকে ৭; নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে ফেরেশতা নাখিল হয়ে থাকে এবং তাদেরকে বলতে থাকে, ভয় পেয়োনা, চিন্তা করোনা; আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও তোমাদের নিকট যার ওয়াদা করা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ মাত্র আকস্মিক কখনো আল্লাহতা'আলাকে নিজের প্রভু বলে স্বীকার করে ক্ষান্ত হয়নি। এবং এ ভুলও করেনি যে- আল্লাহকে নিজের প্রভু বলে স্বীকার করে চলার সাথে সাথে অন্যান্যদেরকেও নিজের প্রভু রূপে গণ্য করে চলে। বরং একবার এই আকীদা (বিশ্বাস) গ্রহণ করার পর সারাটি জীবন এই বিশ্বাসের উপর স্থির থাকে। এর মুকাবিলার জন্যে কোন আকীদা গ্রহণ করেনি ও এই আকীদার সাথে কোন ভ্রান্ত আকীদার সংমিশ্রণ ঘটায়নি এবং নিজের বাস্তব জীবনেও তৌহিদের আকীদার দাবীসমূহ পূর্ণ করতে থাকে।

نَحْنُ أَوْلَىٰكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ۚ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝

তোমাদের জন্যে এবং আখেরাতের মধ্যে এবং দুনিয়ার জীবনের মধ্যে তোমাদের বহু আমরা (রয়েছে)

فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝

তোমরা দাবী করবে যা তার মধ্যে তোমাদের এবং তোমাদের মন ইচ্ছা পোষন যা তার মধ্যে (রয়েছে) জন্যে করবে

نَزَّلَا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝ وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا

ডাকে তার চেয়ে যে কথা অধিক ভাল কার এবং করণাময় (যিনি) (আল্লাহর) আপ্যায়ন (হতে পারে) ক্ষমাশীল পক্ষহতে

إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۖ قَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

না এবং আত্মসমর্পণকারীদের অর্পিত নিশ্চয় বলে এবং নেকীর কাজ করে ও আগ্রাহর দিকে আমি (অর্থাৎ মুসলমানদের)

تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

উত্তম যা সেই (জান) প্রতিহত কর মন্দ না আর ভাল সমান হয় দ্বারা

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ

বন্ধু সে যেন (হয়ে যাবে) শত্রুতা (আছে) তার মাঝে ও তোমার মাঝে যে ফলে (দেখবে) তখন

حَمِيمٌ ۝

অন্তরংগ

৩১. আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সংগী-সাথী, আর পরকালেও। সেখানে তোমাদের মন যা

কিছু চাইবে তা তোমরা পাবে। আর যে যে জিনিসের তোমরা দাবী করবে তাই তোমাদের হবে।

৩২. এটাই হল মেহমানদারীর সামগ্রী সেই মহান আল্লাহর তরফ হতে যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

রুকুঃ৫

৩৩. আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকল, নেক আমল করল এবং বলল আমি মুসলমান।

৩৪. আর হে নবী! ভাল ও মন্দ সমান নয়। তুমি অন্যায় ও মন্দকে দূর কর সেই ভাল দ্বারা যা অতীব উত্তম। তুমি দেখতে পাবে যে, তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে।

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا
 না এবং সবার করে যারা এ ব্যতীত তা (জুটে) না এবং
 লাভ করে

يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝۩۩ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ
 পক্ষহতে তোমাকে প্ররোচনা দেয় যদি আর বড়ই (যারা) এ ব্যতীত তা (জুটে)
 ভাগ্যবান লাভ করে

الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 শয়তানের (যে কোন) প্ররোচনা
 সবকিছু শুনেন তিনিই তিনি নিচয় আত্মাহর আশ্রয় চাও তবে

الْعَلِيمُ ۝۩۩ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ
 সূর্য এবং দিন ও (রয়েছে) তার নিদর্শন মধ্য হতে এবং সবকিছু জানেন
 রাত বলীর

وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا
 তোমরা সিজদা এবং চন্দ্রকে না আর সূর্যকে তোমরা সিজদা করো না চন্দ্র ও
 কর

لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝۩۩
 তোমরা ইবাদত কর তারই শুধু তোমরা হও যদি তাদেরকে সৃষ্টি যিনি আত্মাহরই
 (বাস্তবিকই) করেছেন

৩৫. এই ৩৭ কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটে থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে। আর এই মর্যাদা লাভ করতে পারে কেবল তারা যারা বড়ই ভাগ্যবান।

৩৬. তুমি যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনরূপ প্ররোচনা অনুভব কর তাহলে আত্মাহর আশ্রয় নিও। তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

৩৭. আত্মাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে এই রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করোনা, সিজদা কর সেই আত্মাহকে যিনি এগুলোকে পয়দা করেছেন, যদি বাস্তবিকই তোমরা তাঁর ইবাদতকারী হয়ে থাক।

৬. শয়তানের প্ররোচনার অর্থ-ক্রোধের উদ্ভব ঘটায় যখন মানুষ অনুভব করে যে- গাল-মন্দকারী ও অপবাদ দানকারী বিরোধীদের কথায় অন্তরের মধ্যে ক্রোধের উদয় হচ্ছে এবং তর্কে-বিতর্কে জওয়াব দেবার জন্যে প্রবৃত্তি উদ্যত, তখন তার তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে- এ হচ্ছে শয়তান যে তাকে অভদ্র ও অশালীন বিরোধীদের পর্যায়ে নেমে আসার জন্যে প্ররোচিত করছে।

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ

তারা মহিমা ঘোষণা করছে তোমার রবের কাছে যারা কারণ তোমরা অহংকার কর অতঃপর
(আছে) (তবে কোন পরোয়া নেই) যদি

لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمُونَ ﴿٣٨﴾ وَ مِنْ آيَاتِهِ

তার নিদর্শনা মধ্য এবং ক্রান্ত হয় না তারা এবং দিনে ও রাত্রে তাঁরই
বলীর হতে

أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

তার উপর আমরা বর্ষণ করি অতঃপর : শুষ্ক জীর্ণ যমীনকে দেখ তুমি (এতলোও)
যখন (তৃণলতা হীন) যে

الْمَاءِ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۖ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيٍ

জীবন অবশ্যই তা (অর্থাৎ যমীনকে) যিনি নিচয় ক্ষীত হয় ও উত্থলিয়ে উঠে পানি
দান করবেন জীবন্ত করেন (আর শস্য জন্মে)

الْمَوْتِ ۖ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ إِنَّ الَّذِينَ

যারা নিচয় ক্ষমতাবান কিছুর সব উপর নিচয় মৃতদেরকে
তিনি

يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۖ أَفَمَنْ

তবে কি থাকে আমাদের কাছে তারা লুকায়িত নয় আমাদের আয়াত শুপোর উল্টো অর্থ নেয়

يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ

কিয়ামতের দিনে নিরাপদ আসবে যে না উত্তম আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ
করা হবে

৩৮. কিন্তু এই লোকগুলি যদি অহংকারে নিমগ্ন হয়ে নিজেদেরই কথার উপর জিদ ধরে থাকে তাহলে সে জানে কোন পরোয়া নেই। যে সব ফেরেশতা তোমার রবের নিকটবর্তী তারা দিন রাত তাঁর তসবীহ করে এবং কখনো ক্রান্ত হয়ে পড়ে না। (সিজদা)

৩৯. আর আত্মাহুর নির্দশন সমূহের মধ্যে একটি এই যে, তুমি দেখতে পাচ্ছ যমীন শুষ্ক জীর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে। পরে যখনই আমরা তার উপর পানি বর্ষণ করলাম, সহসা তা উত্থলিয়ে উঠে, ক্ষীত হয়। যে আত্মাহ এ মরা যমীনকে জীবন্ত করে দেন, তিনি মৃত লোকদেরকেও নিঃসন্দেহে জীবন দান করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

৪০. যেসব লোক আমাদের আয়াতসমূহের উল্টো অর্থ গ্রহণ করে তারা আমাদের হতে লুকায়িত নয়। নিজেই চিন্তা করে দেখ, সেই ব্যক্তি কি ভাল যে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে অথবা সে, কেয়ামতের দিন যে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় হাজির হবে?

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٠﴾ إِنَّ
তোমরা কাজ যা তোমরা ইচ্ছে কর তোমরা কাজ করছ ঐ বিষয়ে নিশ্চয় তিনি

الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ
যখন নসীহতকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল (তারা সেই) লোক যারা গ্রন্থ অবশ্যই নিশ্চয় এবং তাদের এসেছে যখন

عَزِيزٌ ﴿٥١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا
মহিমাময় আসতে পারে না তার কাছে না বাতিল হতে

مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٥٢﴾ مَا
হতে তার পিছন অবতীর্ণ করা (যিনি) সূপ্রশংসিত (হে নবী) না (আল্লাহর) প্রজ্ঞাময় পক্ষহতে (এই কারআন)

يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۖ
বলা হয়েছে যা এ তোমাকে বলা হচ্ছে তোমার পূর্বে রসূলদেরকে

করতে থাক যা তোমাদের ইচ্ছা হয়, তোমাদের সমস্ত গতি বিধিই আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন।

৪১. এরা সেই লোক যাদের সামনে নসীহতের কলাম আসলে তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। কিন্তু আসল কথা এই যে, এ একখানি বিরাট কিতাব;

৪২. বাতিল না সামনের দিক হতে তার উপর আসতে পারে, না পিছন হতে^৭। ইহা এক মহা জ্ঞানী ও সু-প্রশংসিত সত্ত্বার নামিল করা জিনিস।

৪৩. হে নবী! তোমাকে যা কিছু বলা হচ্ছে তাতে কোন জিনিস এমন নেই যা তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা হয়নি।

৭. সামনে থেকে আসতে না পারার অর্থ হচ্ছে কুরআনের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণ করে যদি কোন ব্যক্তি তার কোন কথাকে ভুল ও কোন শিক্ষাকে মিথ্যা ও ভ্রষ্ট প্রমাণ করতে চায় তবে তাতে সে সফলকাম হতে পারবে না। পিছন থেকে আসতে না পারার অর্থ হচ্ছে— কেয়ামত পর্যন্ত কখনো কোন এরূপ তত্ত্ব ও সত্য আবিষ্কৃত হতে পারে না যা কুরআনের উপস্থাপিত সত্যসমূহের বিপরীত হবে। কোন জ্ঞান এরূপ উদ্ভূত হতে পারেনা যাকে যথার্থ পক্ষে জ্ঞান বলা যায় এবং যা কুরআনে বর্ণিত জ্ঞানকে খণ্ডন করতে পারে, কোন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এরূপ হতে পারে না যা এ কথা প্রমাণ করতে পারে যে— আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা-চারিত্রিকতা, আইন-কানুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি-সমাজনীতি এবং কৃষ্টি ও রাজনীতি বিষয়ে কুরআন মানুষকে যে পথ-প্রদর্শন করেছে তা সঠিক নয়, তা ভ্রান্ত।

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ۖ وَ ذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۝ وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ

তা আমরা যদি এবং বড় কষ্টদায়ক দণ্ডদাতাও আবার ক্ষাপপরায়ণ অবশ্যই তোমার রব নিশ্চয়

قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فَصَّلَتْ آيَتُهُ ۖ أَعْجَمِيًّا

(আশ্চর্য্য নয়) কি তার আয়াতগুলো পরিষ্কারভাবে না কেন অবশ্যই অনারবী (অর্থাৎ) অনারবী (ভাষায়) কুরআন

وَ عَرَبِيًّا ۖ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءٌ ۖ

নিরাময়তা ও পথ নির্দেশনা ঈমান এনেছে (তাদের) জন্যে তা (অর্থাৎ) হল আরবী (রসূল আর ও তার জাতি)

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ

তাদের উপর তা এবং বধিরতা তাদের কানগুলোর মধ্যে ঈমান আনে না যারা এবং (আছে)

عَمًى ۖ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝

দূরবর্তী স্থান হতে ডাকা হচ্ছে এ সব লোককে অন্ধত্ব তাদেরকে যেন)

নিঃসন্দেহে তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল, আর সেই সংগে বড়ই পীড়াদায়ক শাস্তিদাতাও।

৪৪. আমরা যদি একে আযম দেশীয় (অনারব) কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম তাহলে এই লোকেরা বলত : এর আয়াতসমূহ কেন প্রকাশ করে বলা হল না? 'এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! কালাম বলা হচ্ছে আযম দেশীয় আর শোতা লোক' হচ্ছে আরব'। এদেরকে বল এই কুরআম ঈমানদার লোকদের জন্যে তো হেদায়াত ও নিরাময়তা; কিন্তু যেসব লোক ঈমান আনে না তাদের জন্যে এটা কানের বধিরতা ও চোখের পট্টা। তাদের অবস্থা তো এমন যেন তাদেরকে দূর হতে ডাকা হচ্ছে।

৮. এ সেই হঠকারিতার একটি দৃষ্টান্ত যার দ্বারা নবী করীমের (সঃ) মুকাবিলা করা হচ্ছিল। কাফেররা বলতো- মুহাম্মদ (সঃ) একজন আরব, সুতরাং তিনি যদি আরবী ভাষায় কুরআন পেশ করেন তবে কিভাবে একগা বিশ্বাস বা ধারণা করা যায় যে- তিনি নিজেই এ কথা গড়েন নি, আল্লাহ তাঁর প্রতি এ বাণী অবতীর্ণ করেছেন। এ বাণীকে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ বাণী বলে মাত্র তখনই মানা যেতে পারতো যখন মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর অজানা কোন ভাষায় যথা ফারসী বা রোমক বা গ্রীক ভাষায় অনর্গল ভাষণ দিতে শুরু করতো। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ এখন তাদের নিজের ভাষায়- যে ভাষা তারা বুঝতে পারে, যখন কুরআন প্রেরণ করা হয়েছে তখন তারা এই অভিযোগ করেছে যে- একজন আরবের মাধ্যমে আরবী ভাষায় কেন এ বাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু যদি অন্য কোন ভাষায় এ বাণী প্রেরণ করা হতো তবে তখন এই লোকেরাই অভিযোগ করতো যে,- ব্যাপারটি তো বেশ! আরব জাতির মধ্যে একজন আরবকে রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু তার প্রতি বাণী অবতীর্ণ করা হলো এরূপ এক ভাষায় যা না বোঝেন নিজে রসূল, আর না বোঝেন তার জাতি।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ط وَ لَوْلَا

না যদি এবং তার মধ্যে মতভেদ অতঃপর কিতাব মুসাকে আমরা দিয়ে নিশ্চয় এবং (হতো) করা হয়েছিল

كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَى بَيْنَهُمْ ط وَ إِنَّهُمْ

তার নিশ্চয় এবং তাদের মাঝে ফয়সালা করেই তোমার রবের পক্ষহতে পূর্ব নির্ধারিত একটি কথা

لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ❷ ❸ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

(সে করবে) তা নেকীর কাজ করবে যে বিভ্রান্তিকর তা সবদে সন্দেহের অবশ্যই মধ্যে আছে

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ط وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ❹

বান্দাদের উপর জুলুমকারী তোমার রব না আর (পড়বে) তা মন্দকর্ম করবে যে এবং তার উপর

إِلَيْهِ يَرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ط وَ مَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ

ফল সমূহ কোন বের হয় না এবং কিয়ামতের জ্ঞান বর্তায় তারই কাছে (অর্থাৎ তিনিই জানেন কখন তা হবে)

مِنْ أَكْبَامِهَا وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَ لَا تَضَعُ إِلَّا

এব্যতীত প্রসব করে না আর নারী কোন গর্ভধারন করে না আর তার মুকুল আবরন হতে সে

بِعِلْمِهِ ط
তার জানা (আছে)

রুকুঃ৬

৪৫. ইতোপূর্বে আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, তখন তার ব্যাপারেও এই রকমেরই মতভেদ হয়েছিল তোমার রব। যদি প্রথমেই একটি কথা সিদ্ধান্ত করে না দিতেন, তা হলে এই মতভেদকারীদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হয়ে যেতে আর সত্যকথা এই যে, এই লোকেরা কঠিন বিপর্যয়কারী সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে।

৪৬. যে কেউ নেক আমল করবে সে নিজের জন্যেই কল্যাণ করবে। আর যে কেউ অন্যায় করবে তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। বস্তুতঃ তোমার রব তাঁর বান্দাদের উপর যালেম নন।

৪৭. সেই মুহূর্তে সম্পর্কে জ্ঞান আদ্বাহর দিকেই বর্তায়। তিনিই সে সব ফল জানেন যা তাদের মুকুল সমূহ হতে নির্গত হয়। কোন স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে এবং কে সন্তান প্রসব করল তা তাঁরই জানা আছে।

৯. অর্থাৎ কেয়ামত।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ آيِنَ شَرَكَائِي ۖ قَالُوا
তারা বলবে আমার শরীকরা কোথায় তাদের তিনি ডেকে বলবেন যে দিন এবং

أَذْنُكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا
(এসব ইলাহ) তাদের থেকে হারিয়ে যাবে এবং সাক্ষ্যদাতা কোন আমাদের (আজ) আপনাকে
যাদেরকে মধ্য নাই নিবেদন করছি

كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِّنْ
কোন তাদের জন্যে না তারা এবং ইতি পূর্বে তারা
(আছে) ডাকতে থাকত

مَجِيصٍ ۚ لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ
ধন-সম্পদের দুআয় মানুষ ক্রান্ত হয় না পলায়নস্থান
(অথবা কল্যাণের)

وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ۚ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ
তাকে আমরা অবশ্য কিন্তু নিরাশ হতাশ হয় তখন দুঃখ-দৈন্য তাকে স্পর্শ করে যদি আর
আশ্বাদন করাই যদি (হয়)

رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا
এটা সে বলে অবশ্যই (যা) তাকে বিপদাপদের পরে আমাদের রহমত
স্পর্শ করেছিল পক্ষহতে

بِ
আমারই
(প্রাপ্য)

পরে যে দিন তিনি এই সকলকে ডেকে বলবেন কোথায় আমার সেই সব শরীক। এরা বলবে আমরা নিবেদন করেছি, আজ আমাদের মধ্যে কেউই এর সাক্ষ্যদাতা নেই।
৪৮. তখন সেসব মা'বুদরাই তাদের হতে হারিয়ে যাবে যাদেরকে এরা ইতোপূর্বে ডাকত। আর এই লোকরা বুঝে নিবে যে, এদের জন্যে এখন কোন আশ্রয় স্থান নেই।
৪৯. মানুষ ভালোর জন্যে দোআ প্রার্থনা করতে কখনই ক্রান্ত হয় না। আর যখন তার উপর বিপদ আসে তখন নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
৫০. কিন্তু যখনই কঠিন সময় অতিবাহিত হবার পর আমরা তাকে স্বীয় রহমতের স্বাদ আশ্বাদন করাই তখন সে বলে “আমি তো এরই অধিকারী ছিলাম।

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۖ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۖ وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝

এবং (বলে) না মনেকারি আমি কিয়ামত এবং সংঘটিত হবে অবশ্যই যদি প্রত্যাবর্তিত হই আমি দিকে

আমার রবের আমার নিচয় আমার কাছে (থাকবে) তার কল্যাণ অবশ্যই আমরা অথচ জানিয়ে দিবই যারা কুফরী করেছে

وَ إِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَا بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ ۖ عَرِيضٍ ۝

এবং যখন আমরা নেয়ামত দেই উপর মানুষের সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এড়িয়ে এবং তার শাস্ত দিয়ে (অহংকার বশতঃ) তখন সে লম্বা চওড়া (করে) প্রার্থনারত (হয়) তখন দুঃখ-দৈন্য তাকে স্পর্শকরে যখন এবং

أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ لَا تُؤْمِنُونَ ۖ إِنْ كُنْتُمْ لَا تُؤْمِنُونَ ۖ إِنْ كُنْتُمْ لَا تُؤْمِنُونَ ۖ

যদি তোমরা (তবে) দেখেছ কি হইয় (এই কোরআন) তার চেয়ে অধিকভায়ে (হতে পারে) কে মন অস্বল মম্মন হুও ফী শিফাক বিরুদুয়ে (চলে গিয়েছে) বহুদূরে

আমি মনে করিনা যে, কিয়ামত কখনও আসবে। কিন্তু তবুও

বাস্তবিকই যদি আমি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই তাহলে সেখানেও খুব কল্যাণ ভোগ করব। অথচ যারা কুফরী করেছে তারা কি করে এসেছে তা আমরা তাদেরকে জানিয়ে দিব এবং তাদেরকে আমরা অত্যন্ত খারাপ আযাবের স্বাদ আশ্বাদন করাব।

৫১. মানুষকে যখন আমরা নে'আমত দিই তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে পাশ কাটিয়ে চলে। আর যখন তাকে কোন বিপদ স্পর্শ করে তখন সে লম্বা-চওড়া দো'আ করতে শুরু করে।

৫২. হে নবী! এ লোকদেরকে বল কখনও কি তোমরা এই কথা চিন্তা করেছ যে, এ কুরআন যদি সত্যই আগ্রাহর নিকট হতে এসে থাকে আর তোমরা একে অস্বীকারই করতে থাক, তাহলে সেই ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক ভ্রান্ত আর কে হবে যে এর বিরুদ্ধতায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে?

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى

মতফর্ণনা তাদের নিজেদের মধ্যে এবং তাদের নিজেরা নিদর্শনসমূহের মধ্যে তাদের আমরা শীঘ্রই দেখাব

يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ

তিনি যে তোমার রব যথেষ্ট নয় কি বাস্তবিকই (একথা)যে তাদের সুস্পষ্ট হয়ে যায় সত্য তা কাছে

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ

সন্দেহের মধ্যে তারা নিশ্চয় সাবধান সাক্ষী কিছুর সব উপর

مَنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝

পারিবেষ্টনকারী কিছুকে সব নিশ্চয়ই সাবধান তাদের রবের সাক্ষাতের হতে (অর্থাৎ ঘিরে রেখেছেন) তিনি (ওনে রাখ)

৫৩. শীঘ্রই আমরা এদেরকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দিক চক্রবালে দেখাব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, যেন তাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই কুরআন বাস্তবিকই সত্য। এই কথা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব সব জিনিসেরই সাক্ষী।

৫৪. হুঁশিয়ার হয়ে যাও! এই লোকেরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। ওনে রাখো, তিনি প্রত্যেকটি জিনিসেরই পরিবেষ্টনকারী ১০।

১০. অর্থাৎ কোন জিনিস না আছে তাঁর অধিপত্যের বাইরে আর না আছে তাঁর জ্ঞানের অগোচরে।

সূরা আশ-শূরা

নামকরণঃ -এ সূরার ৩৮ নং আয়াত **رَأْسُ شُرَىٰ بَيْنِهِم** “তাহাদের যাবতীয় ব্যাপার তাহাদের পরাম্পরের পরামর্শ (শূরা)-এর ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়” হতে গৃহীত। এ নামের তাৎপর্য এই যে, এটা সেই সূরা যাতে ‘শূরা’ (شُرَى) শব্দ উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ ঠিক কোন সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে জানা যায় না। কিন্তু এ সূরাটি বিষয়বস্তু চিন্তা ও বিবেচনা করলে স্পষ্ট মনে হয়, এ সূরাটি সূরা হা-মীম আস-সাজদার পরে সংগে সংগেই নাযিল হয়ে থাকবে। কেননা এ সূরাটাকে পূর্ববর্তী সূরার এক প্রকারের ‘উপসংহার’ বা ‘পরিশিষ্ট’ মনে হয়। পূর্ববর্তী সূরাটাকে যে লোকই গভীর ভাবে চিন্তা-গবেষণা সহকারে পাঠ করবে এবং তার পর এ সূরাটি পড়বে সেই এ ব্যাপারটি বুঝতে ও মনে নিতে বাধ্য হবে। সে দেখতে পাবে, পূর্বের সূরায় কুরাইশ সরদারদের অন্ধ-বধির বিরুদ্ধতার উপর বড় কঠিন আঘাত হানা হয়েছে। মক্কার শরীফ ও তার আশে-পাশের অঞ্চলে যে কারো মধ্যে নৈতিকতা, ভদ্রতা-সৌজন্য ও যুক্তিবাদিতার কোন সামান্য অনুভূতিও রয়েছে, জাতির বড় লোকেরা কত অন্যায়ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধতা করছে এবং তাদের মুকাবিলায় রসূলের কথা কতই না যুক্তিপূর্ণ, তাঁর নীতি কতই না বুদ্ধিসম্মত এবং তাঁর আচরণ কতই না ভদ্রতা, সভ্যতা ও শালীনতাপূর্ণ, তা যেন তারা ভালো ভাবে বুঝতে পারে। এ কথা বুঝবার পরে-পরেই এ সূরাটি নাযিল করা হয়েছে। এ দ্বারা প্রকৃত কথা বুঝবার হক আদায় করা হয়েছে এবং মর্মস্পর্শীভাবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর দ্বীনী দাওআতের মর্ম সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে সামান্য মাত্রও সত্যানুসন্ধিৎসা রয়েছে এবং জাহেলিয়াতের গোমরাহীর প্রেমে যে লোক সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যায় নি, তেমন লোকের পক্ষে যেন এ দাওআত অস্বীকার করার কোন ক্ষমতাই না থাকে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ কথা শুরু করা হয়েছে এভাবে যে, তোমরা আমাদের নবীর পেশ করা কথা সম্পর্কে কি বাদ-প্রতিবাদ করছো? এ কথাগুলো তো নতুন কিছুই নয়। ইতিহাসে প্রথমবারই এ কথা বলা হচ্ছে না। এক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর অহী নাযিল হওয়া এবং মানব জাতির হেদায়াতের জন্যে তাকে বিধান দেওয়ার ব্যাপারটিও এই প্রথম বারই সংঘটিত হচ্ছে না। এরূপ অহী ও এরূপ হেদায়াতই ইতিপূর্বে আল্লাহতা’আলা তাঁর বহু নবী-রসূলের নিকট পাঠিয়েছেন বহু বার। পরন্তু আসমান-যমীনের মালিক আল্লাহকে মা’বুদ ও বিধানদাতারূপে মেনে নেয়াও কোন অভিনব বা আশ্চর্যের কথা নয়। অভিনব ও আশ্চর্যের কথা যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তা হল, আল্লাহর বান্দাহ হওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহর রাজত্বে বাস করে অপর কারো আল্লাহবা-প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব -মেনে নেয়া। তওহীদের দাওআত যিনি পেশ করছেন তাঁর প্রতি তোমরা ক্ষুব্ধ হচ্ছেো অথচ বিশ্বলোকের একমাত্র মালিকের সাথে তোমরা যে শিরক করছো তা এমন এক বিরূপ অপরাধ যে, সে জন্যে আসমান যদি তার উপর ফেটে পড়ে তবে তাও কোন আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না। তোমাদের দুঃসাহস দেখে আল্লাহর ফেরেশতাগণ হতভম্ব; কখন কোন মুহর্তে তোমাদের উপর তাঁর গযব ভেঙে পড়বে সে ভয়ে তারা কম্পিত ও সন্ত্রস্ত।

অতঃপর বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তিকে নবুয়্যাতের দায়িত্বে নিয়োগ করা এবং সেই ব্যক্তি নিজেকে নবীরূপে জনসমক্ষে পেশ করার অর্থ এ নয় যে, তাকে সমগ্র পৃথিবীর লোকদের ভাগ্যের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে এ দাবী নিয়েই বুঝি ময়দানে নেমেছে। সমস্ত মানুষের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে আল্লাহর হস্তেই নিবদ্ধ। নবী আসেন শুধু গাফিল লোকদেরকে সচেতন করার জন্যে, বিভ্রান্ত ও পথহারা লোকদেরকে সঠিক পথে চালাবার জন্যে। তাঁর কথা যারা মানে না তাদের হিসাব-নিকাশ নেয়া এবং সে জন্যে তাদেরকে আযাব দেয়া না-দেয়া সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। এ কাজ নবীর হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। কাজেই সমাজের পীর-ফকীররা যেমন দাবী করে যে, তাদের কথা যারা না মানবে কিংবা তাদের প্রতি যারা বে-আদবী করবে তাদেরকে তারা জালিয়ে ভষ্ম করে দেবে, তোমরা মনে করো না যে নবীও বুঝি এ ধরনের আজগুবি ধরনের দাবী নিয়ে ময়দানে নেমেছেন। এরূপ কোন ধারণা তোমাদের মনে থাকলে তা তোমাদের মন-মগজ হতে বের করে ফেল। এ প্রসঙ্গে লোকদেরকে এও বলা হয়েছে যে, নবী তোমাদের অকল্যাণ করার জন্যে আসেন নি। তিনি তো তোমাদের পরম কল্যাণকামী। তোমরা যে পথে চলছো সে পথে তোমাদের ধ্বংস নিহিত— এ কথা তিনি তোমাদেরকে কল্যাণের উদ্দেশ্যেই বলে থাকেন।

অতঃপর দুনিয়ার সব মানুষকে সঠিক পথের পথিক কেন বানিয়ে দেননি এবং চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামত যেকোন পথ গ্রহণের ও মতবিরোধ করার অবকাশ কেন রেখেছেন সে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ অবকাশ আছে বলেই তো মানুষ আল্লাহর সেই বিশেষ রহমত লাভ করার অধিকারী হতে পারে, যা অপর কোন ইখতিয়ারহীন সৃষ্টির জন্যে নেই। তা আছে কেবল ইখতিয়ার-সম্পন্ন সৃষ্টির জন্যে যারা স্বভাবগতভাবে নয়, চেতনা সহকারে নিজেদের ইখতিয়ারে আল্লাহকে নিজেদের 'অলী' (Patron Guardian) বানিয়ে নেবে। যে মানুষ এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য-সহায়তা দান করবেন, সঠিক পথ দেখাবেন, নেক আমল করার তওফীক দেবেন, অতঃপর নিজের বিশেষ রহমতে শামিল করে নেবেন। আর যে মানুষ নিজের এ স্বাধীনতার সুযোগকে ভুল ও অন্যায় পথে প্রয়োগ করবে এবং প্রকৃতপক্ষে যে তার 'অলী' নয়— হতে পারেনা, তাকেই অলী বানিয়ে নেয়, সেই লোক আল্লাহর বিশেষ রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, মানুষের এবং সমস্ত সৃষ্টিলোকের 'অলী' প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ মাত্র। অন্যান্য কেউ না প্রকৃতপক্ষে অলী, না অলী হওয়ার মত বা তার দায়িত্ব পালনের কোন যোগ্যতা তাদের আছে। মানুষের সাফল্য নির্ভর করে এরই উপর যে, সে নিজের ইখতিয়ারে 'অলী' বাছাই ও কবুল করার ব্যাপারে ভুল করবে না। বরং প্রকৃতই যিনি তার অলী তাকেই নিজের 'অলী' বানিয়ে নেবে।

অতঃপর বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) যে দীন পেশ করেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে কি রকমের দীন!

তার প্রথম বুনியাদ হল,— আল্লাহ; যেহেতু বিশ্বলোকও মানুষের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও প্রকৃত 'অলী', এ জন্যে তিনিই মানুষের শাসক-প্রভু ও আইন-বিধান দাতা। মানুষকে দীন ও শরীয়ত— বিশ্বাস ও বাস্তব জীবন বিধান দান করার এবং মানুষের পারস্পরিক বিরোধ-বৈষম্যের ফয়সালা করা ও তন্মধ্যে কে সত্যপন্থী, কে বাতিলপন্থী তা বলে দেয়ার অধিকার কেবলমাত্র তাঁরই। অপর কোন সত্তার মানুষের আইন দাতা (lawgiver) হওয়ার আদৌ কোন অধিকার নেই। অন্য কথায়, স্বাভাবিক সার্বভৌমত্বের ন্যায় আইনগত সার্বভৌমত্বও (legal sovereignty) কেবল মাত্র আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট! মানুষ কিংবা খোদা ছাড়া অপর কোন শক্তিই এরূপ

সার্বভৌমত্বের ধারক বা অধিকারী হতে পারেনা। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর এ সার্বভৌমত্বকে মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়, তা হলে আল্লাহকে তার কেবলমাত্র 'স্বাভাবিক সার্বভৌম' মেনে নেয়ার কোনই অর্থ হয় না। এরই ভিত্তিতেই আল্লাহ গুরু হতেই মানুষের জন্যে একটি ধীন (জীবন বিধান) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

এ একই ধীন সর্বকালে দুনিয়ায় সব নবী-রসূলকে দেয়া হয়েছে। কোন নবীই নিজের স্বতন্ত্র কোন ধর্ম মতের রচয়িতা নহেন। প্রথম দিন হতে এ একই ধীন গোটা মানব-বংশের জন্যে আল্লাহর তরফ হতে নির্দিষ্ট হয়ে এসেছে। আর সব নবী-রসূল সেই একই ধীনের অনুসারী ও আহবায়ক। এ ধীন শুধু মেনে নেবার জন্যেই দেয়া হয়নি কখন। চিরদিন এ উদ্দেশ্যেই এই ধীন পাঠানো হয়েছে যে- পৃথিবীতে এ ধীনই কায়েম, প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হয়ে থাকবে, আল্লাহর রাজ্যে এ জগতে আল্লাহর ধীন ছাড়া অপর কারো কল্পিত-রচিত ধীনের প্রাধান্য যেন না চলে। নবী-রসূলগণ এ ধীনের শুধু 'তবলীগ' করার জন্যেই প্রেরিত হননি। প্রেরিত হয়েছিলেন এ ধীনকে কায়েম করার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে।

মানবজাতির আসল ও প্রকৃত ধীন এটাই। কিন্তু নবী-রসূলগণের পরে চিরকালই এ হয়ে এসেছে যে, স্বার্থপর লোকরা আত্মজরিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মপ্রচারের কু-মতলবে ও নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টিকরে নতুন ধর্মমত রচনা করতে চেষ্টা পেয়েছে ও করেছে। দুনিয়ায় বর্তমানে নানা ধর্মমত যতই পাওয়া যাচ্ছে সেই আসল ও মূল ধীনকে নানা ভাবে বিকৃত করেই তা বানানো হয়েছে।

শেষকালে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রেরিত হয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে - এ বিভিন্ন পথ ও পন্থা, কৃত্রিম ধর্ম এবং মানব রচিত ধর্মের, মতের ও পথের পরিবর্তে সেই আসল ধীনকে তিনি লোকদের সামনে পেশ করবেন এবং তাকেই কায়েম করবার জন্যে চেষ্টা হবেন। এ জন্যে তো আল্লাহর শোকর আদায় করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু শোকর আদায় না করে যদি তোমরা সে জন্যে উল্টো বিশৃংখলা সৃষ্টিকর বা লড়াই-ঝগড়া কর তবে তা তো তোমাদের অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। তোমাদের এ মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্যে নবী তো তাঁর দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারেন না। নবীকে তো পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে-নিজের নীতি ও দায়িত্বে স্থির-অবিচল হয়ে থাকতে হবে এবং যে কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে সে দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করবেন। তোমাদেরকে রাজী-খুশী রাখার জন্যে আল্লাহর ধীন খারাবকারী সর্বপ্রকারের কুসংস্কার- কিংবদন্তী, জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতি- রসম শামিল করবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হবেন, এমন আশা তোমরা করতে পার না। কেন না, এ সবার দ্বারা পূর্বেও ধীন-ইসলামকে খারাব করা হয়েছে।

আল্লাহর ধীনকে বাদ দিয়ে অপর কারো বানানো ধীন ও জীবনবিধানকে গ্রহণ করা আল্লাহর সাথে যে কত বড় দুঃসাহসিক আচরণ, তা তোমরা ধারণা করতে পার না। তোমরা তো একে একটা খুব সাধারণ ও নগণ্য ব্যাপার বলে মনে কর। এতে যে কি মারাত্মক দোষ রয়েছে তা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু আল্লাহর নিকট এ নিকৃষ্টতম শিরুক ও কঠিনতম অপরাধ। এর কঠিন শাস্তি সে সব লোককেই ভোগ করতে হবে যারা আল্লাহর যমীনে নিজেদের কল্পিত-রচিত ধীন প্রতিষ্ঠিত করেছে, আর যারা তাদের ধীন পালন ও অনুসরণ করেছে।

এভাবে ঘোনের এক সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা পেশ করার পর বলা হয়েছে, লোকদেরকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনবার জন্যে সর্বোত্তম পন্থা যা হতে পারে তা প্রয়োগ করা হয়েছে। একদিকে আল্লাহ তা'আলা নিজের কিতাব নাযিল করেছেন—এ অতি মর্মস্পর্শী ভাবে তোমাদের নিজেদের ভাষায় প্রকৃত সত্যকে তোমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করছে। আর অপর দিকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবন তোমাদের সামনে চির উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে, যা দেখে তোমরা জানতে পার এ কিতাব অনুসরণ করে চললে কি রকমের উন্নত মানুষ গড়ে ওঠে। এতদসত্ত্বেও যদি তোমরা হেদায়াত পেতে না পার তা হলে দুনিয়ার অপর কোন জিনিসই তোমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারবে না। এর ফল তো এ হবে যে, তোমরা শতাব্দীকাল ধরে যে গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলে তোমাদেরকে তারই মধ্যে পড়ে থাকতে দেয়া হবে। আর এরূপ গোমরাহীতে যারা নিমজ্জিত থাকে তাদের জন্যে যে পরিণতি আল্লাহর নিকট অবধারিত তাই তাদেরকে ভোগ করতে দেয়া হবে।

এ সব তত্ত্বকথা আলোচনা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত ভাবে তওহীদ ও পরকালের অকাটা দলীল-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে। দুনিয়া-পূজা ও বস্তুবাদী মনোভাবের পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সাবধান করা হয়েছে। পরকালের শাস্তি ও দন্ডের ভয় দেখান হয়েছে। কাফেরদের যেসব নৈতিক দুর্বলতার কারণে আল্লাহর হেদায়াত হতে মুখ ফিরিয়ে চলে তা এক একটা করে বলা হয়েছে। উপসংহারে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছেঃ

একটা এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর জীবনের প্রাথমিক চল্লিশটি বছর কিতাব কাকে বলে তা জানতেন, না, এ বিষয়ে তাঁর মন ছিল সম্পূর্ণ শূন্য ও রিক্ত। ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ না-ওয়াকিফ। পরে সহসাই তিনি এই উভয় জিনিস জনগণের সামনে পেশ করেছিলেন। বস্তুতঃ এ ব্যাপারটা তাঁর নবুয়্যাতের সুস্পষ্ট ও অকাটা প্রমাণ।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি নিজের উপস্থাপিত শিক্ষাকে আল্লাহর দেয়া শিক্ষা বলে যে দাবী করেছেন, তার অর্থ এ নয় যে, তিনি আল্লাহর সহিত মুখো মুখি দাঁড়িয়ে কথা বলার দাবী করেছেন। বরং এর অর্থ এই যে, তিনটি উপায়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রসূলগণকে এ সব কথা জানিয়েছেন। তন্মধ্যে একটা হল অহী; দ্বিতীয়—পর্দার অন্তরাল হতে উদ্ভিত আওয়াজ এবং তৃতীয় হল ফেরেশতাদের দ্বারা পাঠানো পয়গাম। এ কথাটা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে এ জন্যে যে—বিরুদ্ধবাদীরা যেন এ অভিযোগ করতে না পারে যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর সাথে মুখোমুখি কথা বলার দাবী করছেন; যেন সত্যপন্থী মানুষ জানতে পারে যে, যে মানুষকে আল্লাহর তরফ হতে নবুয়্যাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে তাঁকে কয়েকটি উপায় ও পন্থায় হেদায়াত দেয়া হয়।

رُكُوعَاتُهَا ٥
পাঁচ তার রুকু (সংখ্যা)

سُورَةُ الشُّورَى مَكِّيَّةٌ
মকী আশুশূরা সূরা (৪২)

آيَاتُهَا ৫২
তিনিগার তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অতীব মেহেরবান অশেষদয়াবান আল্লাহর নামে (তরু করছি)

حَمِّ ١ عَسَق ٢ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ إِلَىٰ
হা মীম আইন - সীন কাফ প্রতি এবং তোমার প্রতি ওহী পাঠানে (আল্লাহ) এভাবে

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ٣ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٤ لَهُ
(তাদের) যারা তোমার পূর্বে (নবী-রসূল ছিল) প্রজ্ঞাময় পরাক্রমশালী আচ্ছাদ্য তাঁরই

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ ٥ وَ هُوَ الْعَلِيُّ
যা কিছুর আকাশমন্ডলির মধ্যে যাকিছুর মাঝে আছে তিনিই এবং পৃথিবীর মধ্যদার উচ্চ মর্যাদার

الْعَظِيمُ ٦
সর্বশ্রেষ্ঠ সুমহান

রুকুঃ ১

১. হা মীম,
২. 'আইন, সীন, কাফ।
৩. সর্বজয়ী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহ এমনিভাবেই তোমার ও তোমার পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের (নবী-রসূলগণের) প্রতি অহী নাযিল করতেছিলেন।
৪. আকাশমন্ডল ও যমীনে যা কিছুর আছে তা সবই তাঁরই। তিনি বড় উচ্চ মর্যাদার, বিরাট মহান।

১. অর্থাৎ যে কথা কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে, এই কথাই অহী-মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা রসূলের (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, এবং পূর্ববর্তী রসূলদের প্রতিও তিনি এই একই বাণী অবতীর্ণ করে এসেছেন।

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ
 আকাশমন্ডলি (তার সাথে শরীক
 করায়) উপক্রম হয়
 وَ الْمَلَائِكَةُ يَسْبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
 ফেরেশতারা এবং
 وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ اللَّهَ
 ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং
 هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝
 ক্ষমাশীল তিনিই
 مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ ۚ وَ مَا
 তাকে ছাড়া
 أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝
 তুমি তাদের উপর
 (নিযুক্ত হয়েছো)

৫. আকাশমন্ডল উপর হতে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। ফেরেশতারা তাদের রবের হামদ সহকারে তসবীহ করছে এবং দুনিয়াবাসীদের জন্যে ক্ষমা চাইতে ব্যস্ত রয়েছে। সাবধান, প্রকৃতই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালব।

৬. যে সব লোক তাঁকে বাদ দিয়ে নিজেদের জন্যে অপর কিছু পৃষ্ঠপোষক^৩ বানিয়ে রেখেছে, আল্লাহই তাদের সংরক্ষক। তুমি তাদের উপর ভারপ্রাপ্ত নিযুক্ত হওনি।

২. অর্থাৎ আল্লাহর রুবুবিয়াত কোনভাবে কোন সৃষ্টবস্তুকে অংশীদার গণ্য করা কোন মামুলি কথা নয়—এরূপ গুরুতর কঠিন কথা যে এর জন্যে যদি আসমান বিদীর্ণ হয়ে পতিত হয় তবে তা অসম্ভব কিছু নয়।

৩. মূলে. "أُولِيَاءُ" আউলিয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় যার অর্থ খুবই ব্যাপক। বাতিল উপাস্যদের সম্পর্কে পথভ্রষ্ট মানুষের বিভিন্ন ধারণা-বিশ্বাস ও বহু বিভিন্ন কর্ম-পদ্ধতি রয়েছে। এসব ব্যাপারকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে নিজ 'ওলী' বানানো বলা হয়েছে। কুরআন অনুসারে মানুষ সেই সজ্ঞাকে নিজের ওলী বলে গণ্য করলো— ১. যার কথামতো সে চলে, যার উপদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী সে কাজ করে এবং যার নির্ধারিত পন্থা, প্রথা, বিধি ও শৃঙ্খলার সে অনুসরণ করে। ২. যার নেতৃত্বে সে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে সে তাকে সঠিক পথ দেখায় ও ভুল পথ থেকে তাকে রক্ষা করে। ৩. যার সম্পর্কে সে এই ধারণা করে যে— আমি দুনিয়াতে যা কিছু করিনা কেন তার খারাব পরিণতি থেকে এবং যদি আল্লাহ থেকে থাকেন ও পরকালের অস্তিত্বও সত্য হয় তবু তার শাস্তি থেকে সে তাকে রক্ষা করে নেবে এবং ৪. যার সম্পর্কে সে এ ধারণা করে যে সে দুনিয়াতে অলৌকিক উপায়ে তার সাহায্য করে, বিপদ-আপদ থেকে তাকে রক্ষা করে, তাকে জীবিকা অর্জনের উপায় দান করে, সন্তান-সন্ততি দান করে, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে এবং অন্যান্য সকল প্রকার প্রয়োজনও পূর্ণ করে।

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا
আরবী কুরআনকে তোমার প্রতি আমরা অবতীর্ণ করেছি এভাবে এবং

لِّنُنذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَ اَنْتَ اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا
এবং তার চার পাশে যারা এবং জনপদ সমূহের কেন্দ্রকে সতর্ক কর তুমি যেন
(অর্থ্যাৎ মক্কাবাসীদেরকে)

تَنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ط فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ
সতর্ক কর তুমি দিন একত্রিকরনের (অর্থ্যাৎ কিয়ামতের) সতর্ক কর তুমি যেন
জান্নাতের মধ্যে একদল তার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই একত্রিকরনের (অর্থ্যাৎ কিয়ামতের) (সম্পর্কে) (যেন)

وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝ وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً
এবং একদল (হবে) উম্মত তাদেরকে অবশ্যই আচ্ছাদিত চাইতেন যদি এবং জাহান্নামের মধ্যে

وَ اَحَدَةً ۙ وَلٰكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِي رَحْمَتِهٖ ط
একই কিন্তু যাকে ইচ্ছে করেন (আল্লাহ) তার অনুগ্রহের মধ্যে

وَ الظَّالِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ ۙ وَ لَا نَصِيْرٌ ۝
এবং যালেমদের (অবস্থা হল) কোন তাদের জন্যে নাই না আর অভিভাবক কোন সাহায্যকারী

اَتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ
তারা গ্রহণ করেছে তাকে ছাড়া অভিভাবক রূপে (অন্যান্যদেরকে) তিনিই অভিভাবক

وَ هُوَ يَحْيِي الْمَوْتٰى ۚ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝
এবং তিনিই জীবিত করেন মৃতদেরকে তিনি এবং ক্ষমতাবান

৭. এবং, হে নবী, এরূপেই এই আরবী কুরআনকে আমরা তোমার প্রতি "অহি" করেছি, যেন তুমি সব জনপদের কেন্দ্রস্থল (মক্কা নগর) এবং তার আশে-পাশের বসবাসকারীদেরকে সাবধান করে দাও এবং একত্রিত হবার দিন সম্পর্কে ভয় দেখাও- যার আগমনে কোনই সন্দেহ নেই। এক দলকে জান্নাতে যেতে হবে আর অপর দলকে জাহান্নামে।

৮. আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে এই সকলকে একই 'উম্মত' বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। আর যালেমদের না কেউ পৃষ্ঠপোষক আছে, না কোন সাহায্যকারী।

৯. এই লোকেরা কি (এমনই নাদান যে) এরা তাকে বাদ দিয়ে অপর পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে? ওলী -পৃষ্ঠপোষক -তো আল্লাহ, তিনিই মৃতদের জীবিত করেন। আর তিনি সর্ব বিষয়ে সক্ষম, ক্ষমতাবান।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ط
আল্লাহর কাছে তার অতঃপর যীমাংসা (হবে) কিছু কোন সেক্ষেত্রে তোমরা মতভেদ কর যা এবং

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ ۝
অভিমুখী হয়েছি আমি তাঁরই দিকে এবং আমি ভরসা করোছি তাঁরই উপর আমার রব আল্লাহই সেই

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِنْ
মধ্যহতে তোমাদের জন্যে তিনি বানিয়েছেন যমীনের এবং আসমানসমূহের (আল্লাহই) সৃষ্টিকর্তা

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۖ وَمِنْ الرِّعَامِ أَنْزَلْنَا
জোড়া জোড়া তোমাদের নিজদেরের মধ্য হতে এবং জোড়া জোড়া জানোয়ারের

يَذُرُّكُمْ فِيهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَ هُوَ السَّمِيعُ
তোমাদের বিস্তার করেন (বংশ) তার মধ্যে লইস কিছুর মতো কোন কিছুই এবং তিনি সর্বশ্রোতা (সবকিছু শুনে)

الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
সর্বদ্রষ্টা (সবকিছুই দেখেন) তাঁরই (নিয়ন্ত্রণে) চাবিসমূহ আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর

রুকুঃ ২

১০. তোমাদের^৪ মাঝে যে ব্যাপারে মতভেদের সৃষ্টি হয়, তার ফয়সালা করা আল্লাহরই কাজ। সেই আল্লাহই আমার রব, তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করছি।

১১. আকাশমন্ডল ও যমীন সৃষ্টিকারী, যিনি তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্যে হতে তোমাদের জন্যে জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরূপ ভাবে জানোয়ারের মধ্যেও (তাদেরই স্বজাতীয়) জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন। বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সবকিছু শুনে ও দেখেন।

১২. আকাশমন্ডল ও যমীনের ভাভারের চাবি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ,

৪. এখানে ১৬ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত, সম্পূর্ণ ভাষণ যদিও আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে অহী (প্রত্যাদেশ বাণী), কিন্তু এখানে বক্তা হচ্ছেন রসূলুল্লাহ (সঃ), আল্লাহতা'আলা নন। মহান মহিমাম্বিত আল্লাহতা'আলা যেন নিজ নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে - 'তুমি এ ঘোষণা কর'। এর দৃষ্টান্ত সূরা ফাতিহা। তা আল্লাহর বাণী বটে, কিন্তু বান্দা নিজের পক্ষ থেকে প্রার্থনা স্বরূপ তা আল্লাহর সমীপে পেশ করে।

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 কিছু সব সম্পর্কে তিনি নিচয় পরিমিতদেন এবং তিনি ইচ্ছে করেন (তার) জন্যে যাকে প্রাপ্ত করে দিন

عَلَيْكُمْ ۝ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
 সে সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যা তিনি নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (একমাত্র) তিনি বিধান দ্বারা অবহিত

نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ
 সে সম্পর্কে আমরা আদেশ দিয়েছি যা এবং তোমার প্রতি ও আমরা ওহী করেছি যা এবং নূহকে (হেনরী)

إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى ۚ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
 ইব্রাহীমকে ও মোসাকে ও ইসাকে (এ তাকিদ সহ) যেন তোমরা প্রতিষ্ঠিত কর

وَ لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا
 না এবং তারা তৎপরত্ব করে তাতে তাহার মধ্যে দৃঃসহ হয়েছে উপর মুশরিকদের

تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ
 তারা দিকে আহ্বান করছে তুমি আল্লাহ তার দিকে যাকে তিনি ইচ্ছে করেন

وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝
 এবং তিনি তার দিকে পথ দেখান যিনি (তার দিকে) অতিমুখী হয়

যাকে তিনি চান প্রাপ্ত রিয়ক দান করেন, আর থাকে চান পরিমিত দান করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। ১৩. তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহ-কে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ!) এখন তোমার প্রতি আমরা অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি। আর যার হেদায়াত আমরা ইবরাহীম, মুসা ও ইসাকে দিয়েছিলাম— এই তাকীদ সহকারে যে, কায়ম কর এই দ্বীনকে এবং এতে ছিল ভিন্ন হয়ে যেও না। এই কথাই এই মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ হয়েছে, যার দিকে (হে মুহাম্মদ!) তুমি এই লোকদেরকে দাওআত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে চান, আপন করে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাবার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন যে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে।

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
তাদের (কাছে) যা পরে এ এসেছিল এ ব্যক্তি তার মতবিরোধ না এবং

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ
একটি বাণী (ফয়সালা) না যদি এবং তাদের মাঝে (এমন করেছে) বিধেব বশতঃ (অর্থাৎ) জ্ঞান

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ
ফয়সালা অবশ্যই করে দেওয়া হত নিখারিত সময় পর্যন্ত পবিত্র তোমার রবের পক্ষহতে অতীতে সিদ্ধান্ত করা হত

بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ
তাদের পরে কিতাবের উত্তরাধিকারী যাদের নিচয় এবং তাদের মাঝে

لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ ۝ فَلِذَاكَ فَادَعُ
তাই আহবান কর (হে নবী) এজন্যে বিভ্রান্তিকর তা থেকে সন্দেহের অবশ্যই মধ্যেআছে

وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
তাদের খেয়াল কুশীলমুহের অনুসরণ করো না এবং তুমি আদিষ্ট হয়েছে যেমন অবিচল থাক এবং

১৪. লোকদের মাঝে যে বিরোধ-বৈষম্য দেখা দিয়েছে তা হয়েছে তাদের নিকট ইল্ম এসে পৌছার পর। আর তা হয়েছে এই কারণে যে তারা পরস্পরে একে অপরের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিল। তোমার রব পূর্ব হতেই যদি এ কথা বলে না দিয়ে থাকতেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফয়সালা মূলতবী রাখা হবে, তাহলে এতদিনে তার ফয়সালা করে দেয়া হত। আর আসল কথা এই যে, আগের লোকদের পরে যাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে তারা সেই ব্যাপারে বড় প্রাণান্তকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

১৫. (যেহেতু এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল,) এ জন্যে -হে মুহাম্মদ- তুমি এখন সেই ধ্বিনের দিকে দাওজাত দাও। আর তোমাকে যেমন হুকুম দেয়া হয়েছে তার উপর মজবুতীর সাথে দাঁড়িয়ে থাক, কিন্তু এই লোকদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না।

৫. অর্থাৎ পরবর্তী বংশধরদের এ নিশ্চিত বিশ্বাস নেই যে, যে গ্রন্থগুলি তারা প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলো কতটা নিজস্ব সঠিক রূপে বর্তমান আছে ও কতটা তারমধ্যে ভেজাল ও মিশ্রণ ঘটেছে। তাদের নবীরা কি শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সে কথাও তারা নিশ্চিত বিশ্বাস সহ জানেনা। প্রত্যেকটি জিনিস তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত ও তাদের মনে জটিল উদ্ভিগ্নতা সৃষ্টিকরে।

وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ

আমি আদিষ্ট
হয়েছি এবং

(অর্থাৎ)
কিতাব

আল্লাহ

অবতীর্ণ
করেছেন

ঐবিধে
যা

আমি ঈমান
বণ এবং
এনোই

لِرَاعِدٍ بَيْنَكُمْ ط اللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ط لَنَا أَعْمَالُنَا

আমাদের কাজসমূহ

আমাদের
জন্যে

তোমাদের রব

ও আমাদের রব

আল্লাহ

তোমাদের মাঝে

আমি যেন
ইনসাফ করি

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ط لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ط اللَّهُ

আল্লাহ

তোমাদের মাঝে

ও

আমাদের মাঝে

কোন ঝগড়া

নাই

তোমাদের কাজসমূহ

তোমাদের
জন্যে

يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ وَالَّذِينَ يَحْجُونَ

বিতর্ক করে

যারা

এবং

প্রত্যাবর্তন
(হবে সবার)

তারিই দিকে

এবং

আমাদেরকে

একত্রিত
করবেন

فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ

তাদের যুক্তিতর্ক

তাকে

সাদা দেওয়া হয়েছে

যা

পরেও

আল্লাহর সম্পর্কে
দ্বীনের

(অর্থাৎ দ্বীন গ্রহণের পরেও)

دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

শাস্তি
(রয়েছে)

তাদের
জন্যে

এবং

অভিসম্পাত

তাদের উপর

এবং

তাদের রবের

কাছে

বাটল

شَدِيدٌ ۝

কঠিন

তাদেরকে বলঃ“ আল্লাহ যে কিতাবই নাযিল করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের মাঝে ইনসাফ করব। আল্লাহই আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব, আমাদের আমল আমাদের জন্যে, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে। আমাদের মাঝে কোন ঝগড়া নেই। আল্লাহ একদিন আমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন এং তাঁর নিকটই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে”।

১৬. আল্লাহর দাওআতে সাদা দেবার পর (সাদা দাতা লোকদের মধ্যে হতে) যে সব লোক আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া করে, তাদের দলীল-প্রমাণ পেশকরণ তাদের রবের নিকট বাতিল। তাদের উপর তাঁর অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে।

৬. অর্থাৎ যুক্তিসংগত দলীল-প্রমাণ দ্বারা কথা বুঝানোর যে হুক ছিল তা আমরা পূর্ণরূপে পালন করেছি। সুতরাং এখন অনর্থক ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ কি? তোমরা করলেও আমরা তোমাদের সংগে ঝগড়া করতে প্রস্তুত নই।

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ
 (তিনিই) আলাহ
 যিনি
 নাখিল করেছেন
 কিতাব
 সত্যসহকারে
 এবং

الْمِيزَانَ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
 মীযান
 এবং
 কিসে
 তোমাকে জানাবে
 সম্ভবত
 কিয়ামত

قَرِيبٌ ۝۱۷ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا
 আসন্ন
 তাড়াহুড়া করে
 তা সম্পর্কে
 (তারাই)
 না
 ইমান আনে
 তা সম্পর্কে

وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۖ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا
 কিন্তু
 যারা
 ইমান এনেছে
 তারাতয় করে
 তা থেকে
 এবং
 তারা জানে
 তা যে

الْحَقُّ ۖ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ
 মহা সত্য
 সাবধান
 নিচয়
 যারা
 সন্দেহ সৃষ্টি করে
 সম্পর্কে
 কিয়ামত

لَفِي ضَلَلٍ بَعِيدٍ ۝۱۸ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ
 অবশ্যই
 মথ্যে
 বিভ্রান্তির
 বহু দূরে
 (চলে গিয়েছে)
 আল্লাহ
 আতি দয়ালু
 তার বান্দাদের উপর
 তিনি শিথিল
 দান করেন

مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝۱۹
 যাকে
 ইচ্ছে করেন
 এবং
 তিনি
 প্রবল
 শক্তিমান
 পরাক্রমশালী

১৭. তিনি আল্লাহই। যিনি পরম সত্যতার সাথে এই কিতাব ও মীযান নাখিল করেছেন^৭। তুমি কি জানো সম্ভবতঃ ফয়সালায় সময়টা অতি নিকটেই এসে পৌছেছে?

১৮. যে সব লোক এই দিনের আগমনে বিশ্বাস রাখেনা, তারা তো এর জন্যে তাড়াহুড়া করে; কিন্তু যারা তার প্রতি ইমান রাখে, তারা তাকে ভয় করে। তারা জানে যে, নিঃসন্দেহে তা অবশ্যই আসবে। ওনে রাখ, যে সব লোক সেই দিনের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টিকারী বিতর্ক করে থাকে, তারা গোমরাহীতে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

১৯. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। তিনি যাকে যা চান দান করেন। তিনি বড়ই শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী।

৭. মীযান- তুল্যদত্ত অর্থাৎ আল্লাহর শরীয়ত যা তুল্যদত্তের ন্যায় ওয়ন দ্বারা সঠিক ও অঠিক, সত্য ও মিথ্যা, অত্যাচার ও ন্যায় বিচার, এবং ন্যায়পরতা ও অন্যায়পরতার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَ

এবং তার ফসলের মধ্যে তার জন্যে বৃদ্ধি করি আখেরাতের ফসল কামনা করে যে

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَا لَهُ فِي

মধ্যে তার জন্যে নাই এবং তা থেকে তাকে দেই দুনিয়ার ফসল কামনা করে যে

الْآخِرَةِ مِنْ تَصْيِبٍ ۝ أَمْ لَهُمْ شِرْكُوا ۚ

(যারা) বিধান (কতক) শরীক তাদের জন্যে কি প্রাপ্য কোন আখেরাতের

لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ۚ وَكَوَلَاكُمُ

একটি কথা না যদি এবং আল্লাহ সে সম্পর্কে অনুমতি দেন নাই যার 'দ্বীনের থেকে তাদের জন্যে (ভিন্নকিছু)

الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ

তাদের জন্যে (রয়েছে) খালিমরা নিচর এবং তাদের মাঝে চূড়ান্ত করে দেওয়া হয় ফয়সালার

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

মর্মস্বদ শাস্তি

রুকুঃ ৩

২০. যে কেউ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমরা বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি; কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না।

২১. এরা কি আল্লাহর এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে যারা এদের জন্যে 'দ্বীন' ধরনের কোন নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ দেন নি? ফয়সালার সময় পূর্ব হতেই যদি নির্দিষ্ট করে দেয়া না হত, তা হলে এতদিনে তাদের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করে দেয়া হত। নিশ্চিতই এই যালিমদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

৮. স্পষ্টতঃ বুঝা যাচ্ছে, এই আয়াতে 'শরীকগণ' অর্থে সেই সব শরীক নয় যাদের কাছে লোক দোআ প্রার্থনা করে, বা যাদের কাছে নিবেদন ও নৈবেদ্য সমর্পণ করে, অথবা যাদের সামনে পূজাপাঠের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বরং এখানে 'শরীকগণ' অর্থ- সেই সব মানুষ যাদেরকে লোক 'শরীক ফীল হকুম' - আদেশ দানে শরীকরূপে গন্য ও মান্য করে। যাদের শিখানো চিন্তা ধারা ও ধারণা-বিশ্বাস এবং মতবাদ ও দর্শনে মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করে, যাদের দেয়া মূল্যমানগুলোকে লোক মান্য করে, যাদের উপস্থাপিত চারিত্রিক ও নৈতিক মূলনীতি গুলি এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির মানদণ্ড গুলিকে লোক গ্রহণ করে, যাদের নির্ধারিত আইন-বিধান, পন্থা-পদ্ধতিগুলিকে নিজেদের ধর্মীয় প্রথা অনুষ্ঠানে, উপাসনা-আনুগত্যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে, নিজেদের সমাজে, নিজেদের কৃষ্টিতে, নিজেদের ব্যবসায়ে ও লেনদেনে, এবং নিজেদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিধানে, এ রূপ ভাবে অবলম্বন করে যেন এগুলিই হচ্ছে সেই শরীয়ত যার অনুসরণ করা তাদের অবশ্যকর্তব্য।

تَرَى الظَّالِمِينَ مَسْفُوقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ
 এবং তারা অর্জন করেছেন এ বিষয়ে যা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় যালিমদেরকে দেখবে তুমি
 هُوَ وَاَقَعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 নেকীর কাজ করেছে ও ঈমান এনেছে যারা এবং তাদের উপর পতিত হবেই তা
 فِي رَوْضٍ الْجَنَّتِ لَهُمْ مَا تَشَاءُونَ
 মধ্য (হবে) বাগিচাসমূহের জান্নাতের যা তারা ইচ্ছে করবে
 عِنْدَ رَبِّهِمْ هُوَ ذَلِكَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝
 তাদের রবের কাছে যার এটাই বড় অনুগ্রহ সেই এটাই
 يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর বান্দাদেরকে আগ্রাহ সূসংবাদ
 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ۝
 না (হেনবী) বল আমি তোমাদের কাছে এই কাজের জন্যে কোন পারিশ্রমিক তার উপর তোমাদের কাছে চাই আমি আত্মীয়ের সৌহার্দ্যতা কিছু কোন পারিশ্রমিক

২২. তুমি দেখতে পাবে, এই যালেমরা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণামকে ভয় করতে থাকবে এবং তা তাদের উপর অবশ্যই এসে পড়বে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে তারা জান্নাতের গুলবাগীচায় অবস্থান করবে। যা কিছুই তারা চাইবে তাদের রবের নিকটই লাভ করবে। এটাই অতিবড় অনুগ্রহ।

২৩. এই জিনিসেরই সুসংবাদ আগ্রাহ তাঁর সেই বান্দাগণকে দিচ্ছেন যারা মেনে নিয়েছে ও নেক আমল করেছে। হে নবী! এই লোকদেরকে বল আমি এই কাজে তোমাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিকের দাবীদার নই। অবশ্য নৈকট্যের ভালবাসা নিশ্চয়ই পেতে চাই।

৯. এই আয়াতের তিন প্রকার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছেঃ ১. আমি তোমাদের কাছে এই কাজের জন্যে কোন পুরস্কার চাই না, কিন্তু আমি অবশ্য এ চাই যে তোমরা (অর্থাৎ কুরাইশরা) অন্ততঃ পক্ষে সেই আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা কর যা আমার ও তোমাদের মধ্যে বর্তমান। “এ কি অত্যাচার যে, সব থেকে এগিয়ে এসে তোমরাই আমার শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগে গেছো”। ২. “আমি এই কাজের জন্যে তোমাদের কাছে এ ছাড়া অন্য কোন পুরস্কার চাইনা যে তোমাদের মধ্যে আগ্রাহের নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হোক”। ৩. যে সব তফসীরকারেরা তৃতীয় প্রকার তফসীর করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মীয় অর্থে সমস্ত বণী আব্দুল

وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ
আল্লাহ নিচয় কল্যাণ তার মধ্যে তার বাড়িয়ে দেই ভালকাজ অর্জন করবে যে এবং

غَفُورٌ شَكُورٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
মিথ্যা আল্লাহর উপর সে রচনা করেছে (এই লোকেরা) কি (তথ্যহীন) কমানীল বলে

যে কেউ কল্যাণময় কাজ করতে চাইবে আমরা তার জন্যে এই কল্যাণে

সৌন্দর্যের বৃদ্ধি করে দিব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মূল্যদানকারী।

২৪. এই লোকেরা কি বলে যে, এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা অভিযোগ রচনা করে নিয়েছে?

মুত্তালিবকে গ্রহণ করেন, এবং কেউ কেউ এর অর্থ মাত্র হযরত আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ) এবং তাদের বংশধর পর্যন্ত সীমিত রাখেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই ব্যাখ্যা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রথমতঃ যে সময় পবিত্র মক্কা নগরীতে সূরা শূরা অবতীর্ণ হয়েছিল সে সময় আলী (রাঃ) ও ফাতিমার (রাঃ) বিবাহ পর্যন্ত হয়নি; সন্তান-সন্ততির তো কথাই নেই। বণী আব্দুল মোত্তালিবের সকলেই নবীর (সঃ) সহযোগিতা করছিল না, বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ খোলাখুলি ভাবেই শত্রুদের সংগী ছিল এবং আবুলাহাবের শত্রুতা তো সারা দুনিয়ার লোকই জানে। দ্বিতীয়তঃ নবী করীমের আত্মীয়-স্বজন মাত্র বনী আব্দুল মুত্তালিবই ছিল না। তাঁর সম্মানীয়া মাতা, তাঁর সম্মানীয় পিতা এবং তাঁর শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী হযরত খাদিজার মাধ্যমে কুরাইশদের সমস্ত পরিবারের মধ্যে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। এই সব পরিবারের মধ্যে তাঁর উত্তম সমর্থকরাও ছিলেন এবং নিকৃষ্টতম শত্রুও ছিল। তৃতীয়তঃ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে একজন নবী যে উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করে আল্লাহর প্রতি আহবানের আওয়াজ বুলন্দ করেন সেই উচ্চ মর্যাদার স্থান থেকে এই বিরাট মহান কাজের জন্যে এ পুরস্কার প্রার্থনা করা যে- 'তোমরা আমার আত্মীয় 'স্বজনকে ভালবাস', এতটা নিম্ন-মানের কথা যে কোন সুস্থ-ব্রহ্ম সম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা ধারণাও করতে পারেনা যে, আল্লাহ নিজের নবীকে এই কথা শিক্ষা দিয়েছেন এবং নবী কুরাইশগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে একথা বলেছেন। এ ছাড়া যখন আমরা দেখি এ বাণীর-সম্বোধন মু'মিনদের প্রতি নয়, বরং কাফেরদের প্রতি। উপর থেকে সমস্ত ভাষণটি তাদের প্রতি সম্বোধন করেই চলে আসছে এবং পরেও বক্তব্যের গতি তাদেরই দিকে, তখন একথা আরও বেশী অপ্রাসংগিক বলে মনে হয়। এই কথার পারস্পর্যে বিরোধীদের কাছে কোন পুরস্কার দাবী করার প্রশ্নই বা কেমন করে আসতে পারে? পুরস্কার তো সেই লোকদের কাছে চাওয়া হয় যাদের দৃষ্টিতে সেই কাজের কোন মর্যাদা থাকে যে কাজটা কোন ব্যক্তি তাদের জন্যে সম্পন্ন করেছে।

فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخَيِّمْ عَلَى قَلْبِكَ ۖ وَ يَمْحُ اللَّهُ
আচ্ছাই নির্মূল করে দেন আর তোমার দিলের উপর মোহর করে দিবেন

الْبَاطِلَ ۚ وَ يَحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ
বাতিলকে এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি নিশ্চয় খুব অবহিত

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ۙ وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ
অবহা সম্পর্কে অন্তর সমূহের এবং তিনিই যিনি (আচ্ছাই) তওবা কবুল করেন

عَنْ عِبَادِهِ ۚ وَ يَعْفُوا ۚ عَنِ السَّيِّئَاتِ ۚ وَ يَعْلَمُ مَا
তাঁর বান্দাদের থেকে এবং মার্জনা করেন যাকিছু তিনি জানেন অথচ পাপসমূহ

تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾
তোমরা করছ

আচ্ছাই চাইলে তোমার দিলের উপর 'মোহর' মেরে দিবেন^{১০}। তিনি বাতিলকে নির্মূল-নিশ্চয় করে দেন এবং সত্যকে নিজের বাণীর সাহায্যে সত্য করে দেখিয়ে দেন। তিনি তো হৃদয় কন্দরে লুকায়িত গোপন রহস্যও জানেন। ২৫. তিনিই তাঁর বান্দাহগণের নিকট হতে তওবা কবুল করেন এবং সব রকমের খারাবী ক্ষমা ও মার্জনা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত।

১০. অর্থাৎ হে নবী, ওরা তোমাকেও নিজের শ্রেণীর লোক ভেবে নিয়েছে; এরা যেমন নিজেরা স্বার্থের খাতিরে যত বড় মিথ্যা হোক না কেন বলতে দ্বিধা করেনা, তারা মনে করেছে তুমিও সেই রকম নিজের দোকানদারী চমকানোর জন্যে একটা মিথ্যা গড়ে নিয়ে এসেছ। কিন্তু এ আচ্ছাইতা'আলারই রহমত যে তিনি তোমার অন্তঃকরণকে তাদের অন্তরের ন্যায় মোহর যুক্ত করেন নি।

وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 (তাদের) তিনি দো'আ কবুল করেন এবং
 নেকীর কাজ করে ও ইমান আনে

وَ يَزِيدُ هُمْ مِمَّنْ فَضَّلَهُ ۖ وَ الْكَافِرُونَ لَهُمْ
 তাহদেরকে বৃদ্ধি করেন এবং তাহদের জন্যে
 তাহদের জন্যে কাফেরদের (অবস্থা হল)

عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ
 শাস্তি কঠিন যদি এবং প্রচুর দিতেন আল্লাহ রিয়ক তাঁর বান্দাদের জন্যে

لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۖ
 তাহারা অবশ্যই বিপথ্যে সৃষ্টি করত পৃথিবীর মধ্যে কিন্তু নাখিল করেন যা একটি পরিমাণ মত তিনি ইচ্ছে করেন

إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ
 তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে নিচর তিনি খুব অবহিত সর্বদ্রষ্টা তিনিই এবং (আল্লাহ) (সবকিছুই দেখেন) যিনি বর্ষণ করেন

الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۖ وَهُوَ
 বৃষ্টি পরে নিরাশ হওয়ার এবং বিস্তার করেন তার করুণা তিনিই এবং

الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝
 অভিভাবক (ওলী) প্রশংসিত

২৬. তিনি ইমানদার ও নেক আমলকারী লোকদের দো'আ কবুল করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে আরো অতিরিক্ত দান করেন। অমান্যকারীদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে।

২৭. আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাহগণকে উশ্বুক্ত রিয়ক দান করতেন তাহলে তারা যমীনের বুকে আল্লাদ্রোহীতার তৃফান সৃষ্টি করে দিত। কিন্তু তিনি একটি পরিমাণ অনুযায়ী যতটা চান নাখিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

২৮. লোকদের নিরাশ হয়ে যাবার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করান এবং স্বীয় রহমত ব্যাপক করে দেন এবং তিনি প্রশংসনীয় ওলী।

وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ
 যমীনের ও আসমানসমূহের সৃষ্টি তার নিদর্শনা মধ্যহতে এবং
 (রয়েছে)

وَ مَا بَتَّ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ ۖ وَ هُوَ عَلَى
 ক্ষেত্রের তিনি এবং জীবজন্তু (বিভিন্ন) তার উভয়র মধ্যে ছাড়িয়ে দিয়েছেন যা এবং
 কিছু

جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۖ وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ
 কোন তোমাদের পৌছে যা এবং সক্ষম তিনি ইচ্ছে যখন তাদের একত্রিত
 করার

مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۖ
 অনেককিছু (নিজেরথেকে) তিনি ক্ষমা করেন এবং তোমাদের হাত শুণো অর্জন করেছে তা এ কারনে
 বিপদ যা

وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَ مَا لَكُمْ
 তোমাদের না জন্মে (আছে) আর পৃথিবীর মধ্যে অক্ষমকারী তোমরা না এবং
 (আপ্লাহকে)

مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا نَصِيرٍ ۚ وَ مِنْ آيَاتِهِ
 তার নিদর্শনা মধ্য এবং কোন না আর অভিভাবক কোন আপ্লাহ ছাড়া

الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ
 পাহাড় পর্বত সদৃশ সাগরের মধ্যে নৌযানসমূহ

২৯. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য এই যমীন ও আকাশমন্ডলের সৃষ্টি, এবং এই জীবন্ত সৃষ্টি সমূহ যা তিনি উভয় স্থানেই ছড়িয়ে রেখেছেন। আর তিনি যখনই চাইবেন তাদেরকে একত্রিত করতে পারেন।

রুকুঃ ৪

৩০. তোমাদের উপর যে বিপদই এসেছে তা তোমাদের নিজদেরই উপার্জনের ফল^{১১}। এবং অনেক অপরাধ তো তিনি আপনা হতে এমনিই ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।

৩১. তোমরা যমীনে তোমাদের আপ্লাহকে অক্ষম করে দিতে পার না। আপ্লাহর মুকাবিলায় তোমাদের তদ্বাবধায়ক ও সাহায্যকারীও কেউ নেই।

৩২. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে জাহাজ যা সমুদ্রে পাহাড়ের মত দেখা যায়।

১১. সে সময়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে যে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

إِنْ يَشَاءِ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ
যদি ইচ্ছা করেন তিনি (খামিয়ে দিবেন) ফলে বাতাস তা হয়ে যাবে

عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
উপর তার পিঠের নিশ্চয় এতে রয়েছে মধ্যস্থতা করে পূর্ণ ধৈর্যশীলদের জন্যে প্রত্যেক

شَكُورٍ ۝ أَوْ يُوبِقْهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَ يَعْفُ عَنْ
শোকরকারীর সেগুলো (ভুবিয়ে দিতে) ধ্বংস করতে পারেন একারণে যা মাফ করেও দেন এ অবস্থায় তারা অর্জন করেছে যখন

كَثِيرٍ ۝ وَ يَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا
অনেককিছু (তখন) এবং জানতে পারবে যারা আমাদের সম্পর্কে বিতর্ক করে নাই আমাদের নিদর্শনাবলী

لَهُمْ مِّنْ مَّحِيصٍ ۝ فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ
তাদের জন্যে কোন পলায়ন স্থান কিস্তি: তোমাদের দেওয়া হয়েছে কিছ্ তা ভোগসামগ্রী

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى لِلَّذِينَ
জীবনের এবং দুনিয়ার কাছে আশ্রয় (তাই) উত্তম (তাদের)অন্যে যারা অধিক স্থায়ী এবং

أَمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝
এবং ইমান এনেছে তাদের উপর তাহা ভরসা করে তাদের রবের উপর

৩৩. আল্লাহ যখন চাইবেন বাতাস খামিয়ে দিবেন এবং ইহা সমুদ্রের বুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে - এতে ২ নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যে পূর্ণ মাত্রায় ধৈর্যশীল ও শোকরআদায়কারী-

৩৪. কিংবা (উহার আরোহীদের) অনেক গুনাহকে ক্ষমা করে দিয়েও, তাদের কতিপয় ক্রিয়াকলাপের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে ভুবিয়ে দিবেন,

৩৫. এবং তখন আমাদের আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ককারী লোকেরা জানতে পারবে যে, তাদের জন্যে আশ্রয় কিছুই নেই।

৩৬. তোমাদেরকে যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার কয়েক দিনের সামগ্রী মাত্র। আর যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা যেমন উত্তম-উৎকৃষ্ট তেমন স্থায়ীও। আর তা সেই লোকদের জন্যে যারা ইমান এনেছে এবং নিজেদের খোদার উপর নির্ভরতা রাখে,

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا
তারা রাগান্বিত হয় যখন এবং অগ্রীপ কাথ সমূহ (হতে) ও তুগাহ বড় বড় বিরত থাকে যারা এবং

هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
নামাজ কয়েম করে ও তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয় যারা এবং মাফ করে দেয় তারা

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝
এবং তারা স্বরচ করে তাদের আমরা রিয়ক তাহতে যা এবং তাদের মাঝে পরামর্শ তাঁতক তাদের কাজ (সম্পন্ন করে) এবং

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝
যাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে তারা নির্যাতন তাদের পৌছে যখন যারা (এমন যে) মন্দের প্রতিফল এবং (মুকাবেলা করে)

سَيِّئَةٌ مِّثْلَ مَا فَعَلَ عَلَيْهِمْ فَاعْتَفَا ۝
উপর তার পুরস্কার তবে আপোষ নিশ্চাপ্ত ও ক্ষমা করবে তার সমান মন্দ (রয়েছে)

اللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝
পরে প্রতিশোধ নেয় অবশ্য এবং যালেমদেরকে ভালবাসেন না তিনি নিশ্চয় আল্লাহর

ظَلَمَهُ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۝
যাবহা কোন তাদের বিরুদ্ধে নাই তাদের তবে তার নির্যাতনের

৩৭. যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জতাজনক কাজকর্ম হতে বিরত থাকে, আর ক্রোধ হলে তা ক্ষমা করে দেয়;

৩৮. যারা নিজেদের রবের হুকুম মানে, নামাজ কয়েম করে, নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপার নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, আমরা তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে,

৩৯. আর যখন তাদের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়, তখন তার মুকাবিলা করে^{১১}।

৪০. মন্দের প্রতিফল, সেই রকমেরই মন্দ। পরে যে কেউ ক্ষমা করে দিবে ও সংশোধন করে নিবে, তার পুরস্কার আল্লাহর যিস্মায়। আল্লাহ যালেম লোদেরকে পছন্দ করেন না।

৪১. আর যেসব লোক যুলমের পর প্রতিশোধ নিবে তাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা যেতে পারে না।

১২. এখান থেকে ৪৩ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত কথাগুলি পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي
মধ্যে বিদ্রোহচরণ এবং লোকদের জুগুম করে (তাদের) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুধুমাত্র

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۴۲ وَ لَمَنْ صَبَرَ
পৃথিবীর অন্যায়ভাবে ঐসবলোক তাদের জন্যে (রয়েছে) শাস্তি মর্মান্তিক এবং যেঅবস্থা সবর করে যেঅবস্থা

وَ غَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝۴۳ وَ مَنْ يُضِلِلْ
পথভ্রষ্ট করেন যাকে এবং কাজসমূহের দৃঢ়সংকল্পের (উচ্চমানের) অবশ্যই এটা নিশ্চয় মাফ করে ও

اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَٰلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ وَ تَرَى الظَّالِمِينَ
আল্লাহ ফাঁদে ফাঁদে কোন তার জন্যে তখন আত্মাহী
যালেমদেরকে তুমি দেখবে এবং তার পরে অভিভাবক

لَهُمْ رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ
কোন প্রত্যাবর্তনের দিকে কি (আছে) তারা বলবে শাস্তি তারা দেখবে যখন

سَبِيلٍ ۝۴৪
উপায়

৪২. তিরস্কার পাবার যোগ্য সেই সব লোক যারা অন্যদের উপর যুলম করে এবং যমীনে অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এই লোকদের জন্যে মর্মান্তিক আযাব রয়েছে।

৪৩. অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করবে এবং ক্ষমা করবে- তা নিঃসন্দেহে বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।

রুকুঃ ৫

৪৪. আল্লাহই যাকে গোমরাহীর গহ্বরে নিক্ষেপ করবেন, আল্লাহর পরে তাকে সামলাবার আর কেউ নেই। তুমি দেখতে পাবে এই যালেম লোকেরা যখন আযাব দেখতে পাবে তখন বলবে: এখন ফিরে যাবার কোন পথ কি আছে?

وَتَرْهَبُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الدَّلِّ
 শাহুনা৷ অবনত হয়ে থাকবে তার(অর্থাৎ জাহান্নামের) কাছে উপস্থিত করা হলে তাদের ভূমি এবং দেখবে

يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَ قَالَ الَّذِينَ
 যারা বলবে এবং গোপন দৃষ্টি দিয়ে তারা দেখবে

أَمَنُوا إِنَّ الْخُسْرَىٰ ۖ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ
 নিশ্চয় ইমান এনেছে ক্ষতিগ্রস্ত (তারাই) যারা ক্ষতি গ্রহণ করেছে এবং তাদের নিজেদেরকে

أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي
 তাদের পরিবারকে (সংগী-সাথীদেরকে) দিনে বিদ্যমানতার শাসনকারী মধ্য (থাকবে)

عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۝ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ
 শাস্তির স্থায়ী এবং না হইবে তাদের জন্যে কোনো অভিভাবক

يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ
 তাদেরকে সাহায্য করতে ছাড়া আল্লাহ এবং যাকে আল্লাহ

فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۝ اسْتَجِيبُوا لِقَوْلِ رَبِّكُمْ
 তার জন্যে তখন নাই কোন পথ তোমাদের রবের (কথা) তোমরা ডাকে সাড়া দাও (মেনে লাও)

مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ
 (এর) পূর্বেই যে আসবে (এমন) দিন নাই তার জন্যে থেকে আল্লাহ

৪৫. আর তোমরা দেখবে, এদেরকে যখন জাহান্নামের সামনে আনা হবে তখন লাক্ষনার জন্যে তারা অবনত হয়ে থাকবে এবং গোপন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে থাকবে। যখন ইমানদার লোকেরা বলবে, বাস্তবিকই আসল ক্ষতিগ্রস্ত তারা যারা আজ কেয়ামতের দিন নিজেকে ও নিজের সংগী-সাথীদেরকে কঠিন ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সাবধান হয়ে যাও! যালেম লোকেরা স্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে,

৪৬. এবং তাদের কেউ সহকারী বা পৃষ্ঠপোষক এমন হবে না যে আল্লাহর মুকাবিলায় তাদের সাহায্য করতে আসবে। আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে ফেলে দেন, তার জন্যে আত্মরক্ষার আর কোন পথ নেই।

৪৭. তোমাদের রবের কথা মেনে নাও সেই দিনের আসার পূর্বে যে দিনের না আসার কোন ব্যবস্থা আল্লাহর নিকট হতে নেই।

مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَا يَوْمَئِذٍ وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ
 নাই তোমাদের জন্যে কোন আশ্রয়স্থল সেদিন আর তোমাদের কোন চেষ্টাকারী

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ

তবে তারা মুখ ফিরায় না
তোমাকে আমরা
পাঠিয়েছি
রক্ষক হিসেবে
তাদের উপর
অতএব
যদি

إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ وَ إِنَّا إِذَا أَذُقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا
 (পয়গাম) এবাঃ নিচয় যখন আমাদের
 তোমার উপর (সময়িত)

فَاتَّ ٱلْإِنْسَانُ ۖ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾ ٱللَّهُ ۖ مَلِكُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ

নিচয় তখন মানুষ অকৃতজ্ঞ হয় ৷ আল্লাহরই জন্মো মার্বজৌমদ্দ স্মার্বজৌমদ্দ

সে দিন তোমাদের জন্যে কোন আশ্রয়স্থল হবে না, তোমাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা করীও ১৩ কেউ হবে না।

৪৮. এখন যদি এই লোকেরা মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাহলে হে নবী, আমরা তোমাকে তাদের উপর পাহারাদার করে তো পাঠাইনি। কেবল কথা পৌঁছে দেয়াই তোমার দায়িত্ব। মানুষের অবস্থা এই যে, আমরা যখন তাকে স্বীয় রহমতের স্বাদ আশ্বাদন করাই তখন সে সে জন্যে ফুলে উঠে। আর যদি তাদের নিজের কৃতকর্ম কোন বিপদরূপে তাদের দিকে ফিরে আসে তখন খুব বেশী অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

৪৯. আব্রাহাম যমীন ও আকাশমন্ডলের বাদশাহীর মানিক।

১৩. মূল শব্দগুলি হচ্ছে **مَالِكٌ مِنْ نَفِيرٍ**। এই বাক্যাংশের আরও কয়েকটি অর্থ আছেঃ প্রথম-তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের কোন একটি অস্বীকার করতে পারবে না। দ্বিতীয়- তোমরা হুস্রাবেশ বদল করে লুকাতে পারবে না। তৃতীয়- তোমাদের প্রতি যে ব্যবহারই করা হোক না কেন তার বিরুদ্ধে তোমরা কোন অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারবে না। চতুর্থ- তোমাদের যে অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করা হবে তার পরিবর্তন করার কোন সাধ্য তোমাদের থাকবে না।

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا شَاءَ
কন্যাসমূহ ইচ্ছে করেন যাকে তিনি দেন ইচ্ছে করেন যা তিনি সৃষ্টি করেন

وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ۝٢٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَ
ও পুত্রসমূহ ইচ্ছে করেন যাকে তিনি দেন এবং তাদেরকে মিলিয়ে দেন অথবা

إِنثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝
সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ তিনি নিশ্চয় বক্ষ্যা ইচ্ছে করেন যাকে করে দেন এবং কন্যাসমূহ (সবকিছু জানেন)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ
থেকে বা ওই ব্যক্তিরেকে আশ্রাহ তার সাথে কথা যে মানুষের জন্যে নয় এবং (মর্যাদা)

وَرَأْيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذِنِهِ
পারদার পিছন প্রেরণ করেন অথবা পর্দার পিছন তাঁর অনুমতিক্রমে ওই করে অতঃপর দূত হিসেবে (ফেরেশতা)

مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝
প্রজ্ঞাময় মহান তিনি নিশ্চয় তিনি ইচ্ছে যা করেন

তিনি যাই চান সৃষ্টি করেন, যাকে চান কন্যা-সন্তান দেন, যাকে চান পুত্র-সন্তান দেন।

৫০ যাকে চান পুত্র-কন্যা উভয় রকমেরই সন্তান দেন। আর যাকে চান বক্ষ্যা করে দেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে শক্তিমান।

৫১. কোন মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, আশ্রাহ তার সাথে সামনা-সামনি কথা বলবেন। তাঁর কথা হয় অহী^{১৪} (ইশারা) রূপে হয়ে থাকে; কিংবা পর্দার পিছন হতে^{১৫} অথবা তিনি কোন পয়গাম বাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তাঁর নির্দেশে যা কিছু তিনি চান অহী করে^{১৬}। তিনি মহান সুবিজ্ঞানী।

১৪. এখানে অহী অর্থ -‘এলকা’ ‘এলহাম’ অন্তরের মধ্যে কোন কথা নিক্ষেপ করা- স্বপ্নে কিছু দেখানো- যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও ইউসুফ (আঃ)-কে দেখানো হয়েছিল।

১৫. অর্থাৎ বান্দা এক আওয়াজ শুনে, সে বক্তাকে দেখা পায় না। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনাঃ তুর পর্বতের পার্শ্বদেশস্থ একটি বৃক্ষ থেকে হঠাৎ তিনি আওয়াজ শুনে গুরু করলেন- কিন্তু বক্তা তাঁর দৃষ্টিতে অদৃশ্য ছিল।

১৬. এ হচ্ছে ‘অহী’ আসার সেই রূপ যার মাধ্যমে সমস্ত আসমানী গ্রন্থ পয়গম্বরদের কাছে প্রেরিত হয়েছে।

وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
 আমরাও তোমার প্রতি আমার ওহী এভাবে এবং
 (অর্থ) বা কোরআন

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن
 না জানতে তুমি না আর কি তাহ কি
 (জানাতু)

جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
 তাকে আমরা বানিয়েছি
 গণ দেখাই আমরা! 'আলো' যাকে
 আমরা ইচ্ছে করি

وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٢
 তুমি নিশ্চয় এবং
 পথ দেখাচ্ছ তুমি অবশ্যই সঠিক-সঠিক পথের দিকে

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ٥٣
 আল্লাহর
 যিনি আকাশের
 যা আছে
 এবং আসমানসমূহের
 যা আছে
 মাথো
 নৃথিবীর
 (এমন সত্তা যে)

أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ٥٤
 সাবধান
 দিকে
 আল্লাহরই
 ফিরে যায়
 সকল বিষয়

৫২. আর এমনি ভাবে (হে নবী!) আমরা আমাদের নির্দেশে একটি রূহ তোমার দিকে অহী পাঠিয়েছি^{১৭}। তুমি কিছুই জানতে না কি তাহ কাকে বলে, ইমান কি জিনিস! কিন্তু সেই রূহকে আমরা একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি, যার সাহায্যে আমরা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই পথ দেখাই। নিঃসন্দেহে তুমি সঠিক-সোজা দিকে লোকদেরকে পথ দেখাচ্ছ-

৫৩. সেই আল্লাহর পথের দিকে- যিনি যমীন ও আকাশমন্ডলের সব কিছুরই মালিক। সাবধান! সমস্ত ব্যাপার আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়।

১৭. 'এই প্রকারের' এর অর্থ শেষোক্ত পদ্ধতি নয় বরং উপরের আয়াতে উল্লেখিত তিন পদ্ধতি। এবং 'রূহ' এর অর্থ 'অহী'; অথবা সেই শিক্ষা 'অহী' মাধ্যমে যা হযরকে দান করা হয়েছে।

সূরা আয-যুখরুফ

নামকরণঃ এই সূরার ৩৫ নং আয়াতের زُحْرُف শব্দটিকেই এর নাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এ সেই সূরা যাতে 'যুখরুফ' শব্দের উল্লেখ হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরা কবে কোন অবস্থায় নাযিল হয়েছিল তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে জানা যায় নি। কিন্তু এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করলে স্পষ্ট মনে হয় যে, এ সূরাও ঠিক সেই সময়ে নাযিল হয়েছিল যখন আল-মু'মেন, হা-মীম আস-সাজদা ও আশ-শূরা নাযিল হয়েছিল। এ কয়টি সূরা একই ধারাবাহিকতার বলে মনে হয়। আর মক্কার কাফেররা যখন নবী করীমকে (সঃ)- হত্যা করার সিদ্ধান্ত করেছিল, দিনরাত নিজেদের বৈঠক-সভায় এ বিষয়ে পরামর্শ করছিল কেমন করে তাঁকে শেষ করা যায় এসময় তাকে হত্যা করার জন্যে একবার আক্রমণও হয়েছিল।

পরিস্থিতিতেই এ সূরাসমূহ নাযিল হয়েছিল। বর্তমান সূরার ৭৯-৮০নং আয়াত এ দিকে স্পষ্ট ইংগিত দিচ্ছে।

আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুঃ এ সূরায় অত্যন্ত জোরালোভাবে কুরাইশ ও আরববাসীদের জাহেলী আকায়েদ ও কুসংস্কারের সমালোচনা করা হয়েছে। এ সব আকায়েদ ও কুসংস্কারমূলক ধারণা-বিশ্বাসের উপর তারা অচল-অটল হয়েছিল; এসব ত্যাগ করতে তারা কিছুতেই প্রস্তুত হচ্ছিল না। অত্যন্ত দৃঢ় ও মর্মস্পর্শী পদ্ধতিতে তাদের এ সব আকীদা-বিশ্বাসের অন্তঃসারভূমিতা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এ সূরায়। উদ্দেশ্যে এই যে, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি -যার মধ্যে একবিশ্বও বুদ্ধিমত্তা রয়েছে- চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, জাতি অত্যন্ত হীন ধরনের মূর্খতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এসব মূর্খতার ফাঁদ হতে মুক্ত করতে চেষ্টা করছেন, সকলে মিলে তাঁকে ধ্বংস করার জন্যে আদা-পানি খেয়ে লেগে গেছে।

কথার সূচনা করা হয়েছে এভাবে- তোমরা নিজেদের দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা চাও যে, এ কিতাবখানি নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে যাক, কিন্তু আল্লাহ দুষ্টলোকদের কারণে নবী প্রেরণ এবং কিতাব নাযিল করা কখনো বন্ধ করে দেন নি। বরং যে সব যালেম হেদায়াতের পথ বন্ধ করতে চেয়েছে আল্লাহ তাদেরকেই ধ্বংস করেছেন; এ করাই তাঁর রীতি এবং এখনো তিনি তাই করবেন। পরে ৪১-৪৩ নং এবং ৭৯-৮০ নং আয়াতে এ কথাটার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যেসব লোক নবী করীম (সঃ)-এর প্রাণের দূশমন ছিল, তাদেরকে গুনিয়ে নবী করীম (সঃ)-কে বলা হয়েছে যে, তুমি জীবিত থাক আর না-ই থাক, এ যালেমদেরকে আমরা অবশ্যই শাস্তি দেব। আর সরাসরি সে লোকদেরকে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, তোমরা যদি আমাদের নবীর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত কর, তাহলে আমরাও তোমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

অতঃপর বলা হয়েছে, এ লোকেরা যে ধর্ম-মতকে বৃকে আঁকড়ে ধরেছে তা কি ধরনের ধর্ম এবং যেসব দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে মুকাবিলা করছে, তাই বা কি রকমের দলীল।

তারা নিজেরা মানে, - যমীন ও আসমানের, তাদের নিজেদের এবং তাদের বানানো সব মাবুদদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। আর যে-সব নি'আমত খেয়ে, ব্যবহার করে তারা উপকৃত হচ্ছে তা সবই যে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি সে কথাও তারা জানে ও মানে। এতদসত্ত্বেও তারা অন্যান্যদেরকে আল্লাহর রুশ্বিয়াতের ব্যাপারে শরীক বানাবার জন্যে শক্ত হয়ে বসেছে।

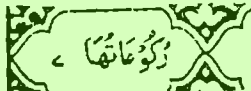
তারা মানুষ-সাধারণকে আল্লাহর সন্তান বলছে। আর সন্তানও পুত্র-সন্তান নয় কন্যা-সন্তান; যদিও তারা নিজেদের কন্যা-সন্তান হওয়াকে অত্যন্ত লজ্জা ও শরমের ব্যাপার বলে মনে করে। ফেরেশতাগণকে তারা দেবী বলে মনে করে তাদের নারী-মূর্তি বানিয়ে রেখেছে। সেগুলোকে মেয়েদের পোশাক ও অলংকারও পরিণে দিয়েছে। আর তারা বলছে -এরা সব আল্লাহর কন্যা। তারা তাদের পূজা-উপাসনা করে, তাদেরই নিকট নিজেদের মনোবাঞ্ছা পেশ করে ও পূর্ণ করতে বলে। কিন্তু ফেরেশতারা যে স্ত্রীলোক এ কথা তারা কেমন করে জানতে পারলো?

এসব মূর্খতামূলক আকীদা ও আচরণ সম্পর্কে তাদের ভুল ধরিয়ে দিলে তারা নিজেদের তকদীরের দোষ বলে অভিযোগ তোলে। বলে, আল্লাহ যদি আমাদের এ কাজ পছন্দ না-ই করেন, তাহলে আমরা এ মূর্তিগুলোর পূজা করতে পারতাম কেমন করে?..... যদিও আল্লাহ কোনটা পছন্দ করেন, কোনটা করেন না, তা জানবার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী মানুষ যেসব কাজ করে তা দ্বারা এ জানা যায় না। এ বিধানের অধীন তো কেবল মূর্তি-পূজাই নয়, চুরি, ডাকাতি, জেনা-ব্যভিচার, নরহত্যা ও লুণ্ঠতরাজ সব কিছুই অনুষ্ঠিত হতে পারছে। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ায় যত অন্যায্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা কি সবই জায়েজ বিবেচিত হবে? এ শিরক কাজের অনুকূলে এহেন ভুল দলীল ছাড়া আরো কোন সম্পদ আছে নাকি জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তারা বলে- 'বাপ-দাদার কাল হতেই তো এ কাজ এমনিভাবেই হয়ে আসছে'। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বাপ-দাদার কাল হতে চলে আসাই বুঝি কোন ধর্মমতের সত্য ও নির্ভুল হওয়ার দলীল! অথচ তারা যে হযরত ইবরাহীমের (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার কথা বলে গৌরব ও অহংকার করে, তিনি তো বাপ-দাদার কাল হতে চলে আসা ধর্মমতের উপর লাথি মেরে ঘর হতে বের হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পূর্ব-পুরুষদের এমন অঙ্গ অনুসরণকে-যার স্বপক্ষে কোন যুক্তিসংগত দলীল নেই- প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা যদি বাপ-দাদার ধর্মেরই অনুসরণ করতে চায়, তাহলেও সব চাইতে সম্মানিত পূর্ব-পুরুষ হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল (আঃ), তাঁদেরকে বাদ দিয়ে তারা এহেন মূর্খ ও অজ্ঞ পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণ করতে গুরু করলো কোন কারণে?

আল্লাহর সাথে সাথে অন্যরাও ইবাদত পাবার যোগ্য এ কথা কোন নবী এবং আল্লাহর তরফ হতে আসা কোন কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন কিনা এ কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা খৃষ্টানদের ধর্মনীতিকে দলীল হিসাবে পেশ করে; বলে, তারা তো মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে মেনে নিয়েছে ও তার পূজা করেছে! অথচ কোন নবীর উম্মতের লোকেরা কোন শিরক করেছে কিনা এ কথা জিজ্ঞাস্য ছিল না; জিজ্ঞাস্য ছিল কোন নবী নিজে এইরূপ করতে বলেছেন কিনা?..... মরিয়ম-পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) কি বলেছিলেন যে, আমি আল্লাহর পুত্র আর তোমরা আমার ইবাদত কর? বক্তৃতঃ তিনি নিজে তো সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যা দুনিয়ার প্রত্যেক নবী শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তো বলেছিলেন, 'আমার রব ও আল্লাহ তোমাদের রব ও আল্লাহ। তোমরা তাঁরই ইবাদত কর'।

এ লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল বলে মানতে প্রস্তুত নয় শুধু এ কারণে যে, তাঁর নিকট ধনমাল, ক্ষমতা, সরকার, সম্মান ইত্যাদি কিছুই নেই। তারা বলে, আমাদের মধ্যে হতে কাকেও যদি আল্লাহ নবী বা রসূল বানাতে চাইতেন, তাহলে আমাদের মক্কাও তায়েফ এ দুটো শহরের বড়লোকদের মধ্য হতে কাকেও বানাতে পারতেন। ফিরাউনও ঠিক এ কারণেই হযরত মুসা (আঃ)-কে হীন ও নগণ্য মনে করেছিল। বলেছিল : 'আসমানের বাদশাহ যদি আমি- এই যমীনের বাদশাহর নিকট কোন দূত পাঠাতেন, তাহলে তাকে সোনার কংকন পরিয়ে ফেরেশতাদের একটা বাহিনীর পাহারাদারীতে পাঠাতেন। এ ফকির ব্যক্তি কোথা হতে এসে দাঁড়াল? যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তো আমি, কেননা বাদশাহী আমার ! আর নীল নদের স্রোত-প্রবাহ আমারই অধীন চলছে। এ ব্যক্তির না আছে কোন ধন-সম্পদ, না ক্ষমতা-সার্বভৌমত্ব; সে আমার মুকাবিলায় প্রতিদন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারে কোন হিসাবে?'

এমন ভাবে কাফেরদের এক একটা জাহেলী কথার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে, এবং তার যুক্তিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ জবাবও দেয়া হয়েছে। অতঃপর স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, না আল্লাহর কোন সন্তান আছে, না আসমানের খোদা ও যমীনের আল্লাহ স্বতন্ত্রভাবে দুজন! জেনে বুঝে যারা গোমরাহীর পথে চলে তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে এমন কোন শাফায়াতকারীও কোথাও নেই। আল্লাহর কোন সন্তান হবে, এ হতে আল্লাহর মহান সত্তা পবিত্র। তিনি একাকীই সমগ্র জগতের একক আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর সকলেই এবং সবকিছুই তাঁর বান্দাহ। আল্লাহর রুবুবিয়াতের গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইবতিয়ায়েও কেউ শরীক নেই। তাঁর নিকট শাফায়াত করতে পারে কেবল সেই যে নিজে সত্যপন্থী; করতে পারে কেবল তাদের জন্য, যারা দুনিয়ায় সত্য পথ অবলম্বন করে চলেছে।



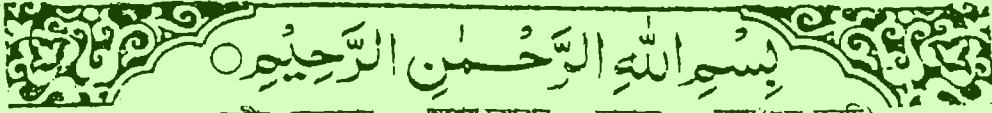
সাত তার রুকু (সংখ্যা)

سُورَةُ الزُّحْرِفِ مَكِّيَّةٌ (২২)

মকী আয যুখরুফ সূরা (৪৩)



উনববই তার আয়াত (সংখ্যা)



অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

حَمِّ ۝۱ وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝۲ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا

(অর্থাৎ) কুরআন

তাআমরা বানিয়েছি নিচয় আমরা

সুস্পষ্ট

(এই) কিতাবের

শপথ

হা মীম

عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝۳ وَ اِنَّهٗ فِي اُمِّ الْكِتَابِ

মূলগ্রন্থের

মধ্যে আছে

তা নিচয়

এবং

বুঝতে পার

তোমরা যাতে

আরবী (ভাষায়)

لَدَيْنَا لَعَلَّيْ حَكِيمٌ ۝۴

জ্ঞানগর্ভ

অতীব উচ্চ মর্যাদার

আমাদের কাছে

রুকুঃ ১

১. হা মীম।

২. এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ!

৩. আমরা উহাকে আরবী ভাষায় কিতাব বানিয়েছি, যেন তোমরা তা বুঝতে পার।

৪. আর আসলে উহা উম্মুল কিতাবে^২ সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের নিকট তা অতীব উচ্চ মর্যাদার ও যুক্তিপূর্ণ কথায় ভরপুর কিতাব।

১. কুরআন মজীদে শপথ এই কথার উপর করা হয়েছে যে,—এই কিতাবের রচয়িতা আমি, মুহাম্মদ (সঃ) নই। এবং কসম খাওয়ার জন্যে কুরআন মজীদে যে গুনটি নির্বাচন করা হয়েছে তা হচ্ছেঃ— এ গ্রন্থ সুস্পষ্ট। কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনের এই গুণ উল্লেখ সহ (কুরআনের কসম খাওয়া) স্বতঃই এই অর্থ প্রকাশ করে যে হে লোকসকল, এই উম্মুল কিতাব তোমাদের সামনেই বর্তমান, চোখ খুলে তোমরা তা দেখ; এই কিতাবের বিষয়বস্তু এর শিক্ষা, এর ভাষা— সমস্ত জিনিসই এ সত্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দান করেছে যেঃ এর রচয়িতা বিশ্বপ্রভু আল্লাহর ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না।
২. “উম্মুল কিতাব” এর অর্থ— মূল কিতাব অর্থাৎ সেই কিতাব যা থেকে সকল নবীদের কাছে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ গৃহীত হয়েছে। সূরা বুরাজে এর জন্যে ‘লওহিম মাহফুয’ (সুরক্ষিত ফলক) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ এরূপ ফলক যার লেখা কখনো লুপ্ত হতে পারে না, এবং যা সব রকমের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ।

أَفَنضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا ۖ أَلَمْ كُنْتُمْ قَوْمًا

লোক তোমরা হলে (এ জন্যে) প্রত্যাহার উপদেশ তোমাদের তবে কি আমরা করব থেকে

مُسْرِفِينَ ۝ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝

পূর্ববর্তীদের মধ্যে নবী আমরা পাঠিয়েছি কত এবং সীমালংঘনকারী

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ

তাদের সাথে তারা ছিল এব্যতীত নবী (এমন) তাদের কাছে না এবং কোন এসেছে

يَسْتَهْزِءُونَ ۝ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ

অতীত এবং শক্তিতে তাদের মধ্যকার (যারা ছিল) আমরা তাই ঠাট্টা - বিদ্রূপ করত হয়েছি ধ্বংস করে দিয়েছি

مِثْلُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

আকাশমন্ডলি সৃষ্টি করেছেন কে তাদের ভূমি প্রশ্ন অবশ্যই এবং পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত

وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

মহাজ্ঞানী পরাক্রমশালী তাদের সৃষ্টি করেছেন তারা বলবে অবশ্যই পৃথিবীকে ও

৫. এখন কি আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের নিকট ইহা পাঠানো বন্ধ করে দিব শুধু এ জন্যে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী লোক?

৬. আগের কালের জাতিগুলোর নিকটও আমরা বারে বারে নবী পাঠিয়েছি।

৭. এমন কখনো হয়নি যে, কোন নবী তাদের নিকট আসল, আর তারা তাকে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করেনি।

৮. পরে তাদের মধ্যে যারা অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী ছিল, তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। অতীত জাতি সমূহের অবস্থা এমনই চলে গেছে।

৯. তোমরা যদি এই লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, পৃথিবী ও আকাশমন্ডলকে কে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তারা নিজেরাই বলবে এইগুলিকে সেই প্রবল মহাজ্ঞানী সত্ত্বা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
 পথসমূহ তার মধ্যে তোমাদের জন্যে বানিয়েছেন এবং শয্যা যমীনকে তোমাদের জন্যে বানিয়েছেন তিনি

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 পানি আকাশ থেকে বর্ষণ করেন এবং (গন্তব্যস্থলের) তোমরা যাতে পথ পেতে পার

بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا ۖ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ⑪
 তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে এরূপেই মৃত ভূখণ্ডকে তা দিয়ে আমরা অতঃপর পরিমিতভাবে (নিঃস্রাবণ) সজ্জিবিত করি

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তার প্রত্যেকটি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন যিনি এবং (জিনিসকে)

الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ⑫ لَتَسْتَوتُوا عَلَى ظُهُورِهِ
 তাদেরপিঠের উপর তোমরা যেন তোমরা আরোহণ যার চতুষ্পদ জন্তু ও নৌযান চড়ে বসতে পার কর (উপর)

ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ
 তার উপর তোমরা চড়ে বস যখন তোমাদের রবের অনুগ্রহের তোমরা স্বরণ কর এরপর (কথা)

১০. তিনিই তো তোমাদের জন্যে এই যমীনকে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং উহাতে তোমাদের কল্যাণের জন্যে পথ বানিয়ে দিয়েছেন^৩ যেন তোমরা নিজেদের গন্তব্যস্থলের পথ পেতে পার।

১১. যিনি এক বিশেষ পরিমাণে আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও একদিন যমীন হতে বের করা হবে।

১২. তিনিই এই সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই তোমাদের জন্যে নৌকা ও জন্তু-জানোয়ারকে যানবাহন বানিয়েছেন,

১৩. যেন তোমরা তার পিঠে সওয়ার হতে পার। আর যখন তার পিঠে বসবে, তখন তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর

৩. পাহাড় সমূহের মাঝে মাঝে, এবং পার্বত্য অঞ্চলে ও সমতল ভূমিতে প্রাকৃতিক রাস্তা হিসেবে আল্লাহতা'আলা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসবের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে বিস্তার লাভ করেছে। এর পর আল্লাহতা'আলার অতিরিক্ত অনুগ্রহ তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ঠ একরকম সৃষ্টি করেননি বরং তিনি যমীনে নানা রকমের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য-সূচক চিহ্ন সমূহ স্থাপন করেছেন যার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন অঞ্চল চিনতে পারে এবং এক এলাকার সংগে অন্য এলাকার পার্থক্য বুঝতে পারে।

وَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ
তাকে আমরা না এবং এটা আমাদের জন্যে বশীভূত
হিলাম করেছেন যিনি মহানপবিত্র তোমরা বল এবং
(আল্লাহ)

مُقَرَّنِينَ ۝ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝ ۱৩ ۝ وَجَعَلُوا
সাব্যস্ত করেছে এবং প্রত্যাবর্তনকারী অবশ্যই আমাদের
তার (এ সত্ত্বের) রবের দিকে নিশ্চয় এবং
বশীভূতকারী আমরা

لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفُورٍ مُّبِينٍ ۝ ১৪ ۝
সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ অবশ্যই মানুষ নিশ্চয় একটি তাঁর বান্দাদের মধ্যহতে তাঁর
ভাবে (কতককে) জন্যে

أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بِنْتٍ ۝ وَأَصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ ۝ ১৫ ۝
পুত্রদের দিয়ে তোমাদেরকে ধন্য অথচ (ফেরেশতা তিনি সৃষ্টি তাহতে গ্রহণ করেছেন কি
করেছেন দেরকে) কন্যারূপে করেন যা তিনি

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ
হয়ে যায় (কন্যাগ্রহণের) দয়াময়ের সে আরোপ করে এ বিষয়ে তাদের কাউকে সুসংবাদ যখন অথচ
দৃষ্টান্ত হিসেবে জন্যে যা দেওয়া হয়

وَجْهَهُ مُسْوَدًّا ۝ وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ ১৬ ۝ أَوْ مِنْ يَنْشَأُ فِي
মধ্যে প্রতিপালিত করা হয় যাকে কি (আল্লাহর দুঃশ্চিন্তায় ও সে এ কালো তার মুখমণ্ডল
ভাগে সে সন্তান) (হয়ে যায়) অবস্থায়

الْحُلِيِّةِ ۝ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝ ১৭ ۝
সুস্পষ্ট নয় বিতর্কের মধ্যে সে এবং অলংকারের

এবং বল মহান পবিত্র তিনি যিনি আমাদের জন্যে এই জিনিসগুলিকে অধীন-নিয়ন্ত্রিত বানিয়ে
দিয়েছেন। নতুবা আমরা তো এগুলিকে বশ করতে সক্ষম ছিলাম না।

১৪. আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের রবের নিকট ফিরে যেতে হবে।

১৫. (এ সব কিছু জেনে ও মনে নেওয়া সত্ত্বের) এই লোকেরা তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে কতককে তাঁর অংশ
মনে করে নিয়েছে। আসল কথা এই যে, মানুষ সুস্পষ্ট ভাবে অকৃতজ্ঞ।

রুকুঃ ২

১৬. আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টিকূল হতে নিজের জন্যে কন্যাদেরই বাছাই করে নিয়েছেন? আর তোমাদেরকে পুত্র-
সন্তান দিয়ে ধন্য করেছেন?

১৭. অথচ অবস্থা এই যে, এহেন দয়াবান আল্লাহর সন্তান বলে এরা যাদেরকে বলে, তাদের জন্যে সুসংবাদ যখন
স্বয়ং এই লোকদের মধ্যে কাকেও দেয়া হয়, তখন তার মুখে কালিমা ছেয়ে যায়, আর তা দুঃশ্চিন্তায় ভরে যায়।

১৮. আল্লাহর ভাগে কি সেই সন্তানরা আসল যাদেরকে অলংকারে প্রতিপালিত করা হয়, আর তর্ক ও বিতর্কে
নিজেদের বক্তব্য ও পূর্ণ মাত্রায় স্পষ্ট করে বলতে পারে না?

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا
 নারীরূপে- দয়াময়ের বান্দা তারা যারা ফেরেশতাদেরকে তারা গণ্য এবং
 (এমন যে) করে

اَشْهَدُوْا خَلْقَهُمْ ۖ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ۖ وَيُسْئَلُوْنَ ۙ ۝۱۹
 এবং তাদের জিজ্ঞেস এবং তাদের সাক্ষ্য লিখে রাখা হবে তাদের দেহ গঠন তারা প্রত্যক্ষ কি
 করা হবে করেছে

قَالُوْا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۚ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ
 জ্ঞান কোন এই সম্পর্কে তাদের নাই তাদের আমরা না দয়াময় হচ্ছে যদি তারা বলে
 জানে ইবাদত করতাম করতেন

اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝۲ۦ اَمْ اَتَيْنَهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ
 এর পূর্বে কোনকিতাব তাদেরকে আমরা কি আশাজ্ঞা অনুমান করে এব্যর্তীত তারা না
 (তার স্বপক্ষে) দিয়েছি

فَهُمْ بِهِۦ مُسْتَمْسِكُوْنَ ۝۲۱ بَلْ قَالُوْا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا
 আমাদের পিতা আমরা পেয়েছি নিশ্চয় তারা বলে (না) দৃঢ়ভাবে ধারণকারী তাকে অতঃপর তারা
 পূর্ব-পুরুষদেরকে আমরা বরং

عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثَرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝۲২
 সঠিক পথপ্রাপ্ত তাদের পদাঙ্কসমূহের উপর নিশ্চয় ও (এই) উপর
 আমরা মতাদর্শের

১৯. তারা ফেরেশতাদেরকে- যারা দয়াবান আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা-মেয়ে লোক মনে করে নিয়েছে! তাদের দৈহিক গঠন কি তারা দেখে নিয়েছে? তাদের এই সাক্ষ্য লিখে নেয়া হবে এবং সেজন্যে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

২০. এরা বলে রহমান খোদা যদি চাইতেন (যে, আমরা তাদের ইবাদত করব না) তাহলে আমরা কখনই তাদের পূজা করতাম না ৪। এ ব্যাপারের প্রকৃত কথা এরা আদৌ জানেনা। শুধু আশাজ্ঞা-অনুমানের উপর এরা কথা বলে।

২১. আমরা কি ইতোপূর্বে তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছিলাম (তাদের এই ফেরেশতা- পূজার স্বপক্ষে) যার সনদ আছে? তাদের নিকট ?

২২. না; বরং তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটা পন্থার অনুসারী পেয়েছি, আর আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।

৪. তকদীর দ্বারা তারা আপন গোমরাহীর দলীল পেশ করেছিল যা অন্যায়কারীদের সব সময়ের নিয়ম ছিল।

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا

এব্যতীত যে সতর্ককারী কোন যে কোন মধ্যে তোমার পূর্বে আমরা পাঠিয়েছি না এরূপে এবং

قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ

উপর নিচয় এবং (এই) উপর আমাদের পিতৃ আমরা পেয়েছি নিচয় তার সমৃদ্ধশালীরা বসেছিল
আমরা মতাদর্শের পুরুষদেরকে আমরা

أَثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا

তা অপেক্ষা অধিক নির্ভুল তোমাদের যদিও কি (প্রত্যেক নবী) অনুসরণকারী তাদের পদাঙ্ক
যা পথকে কাছে এনেছি বলতঃ সমূহের

وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

তাকে তোমরা প্রেরিত হয়েছ যে বিষয়ে নিচয় তারা বলত তোমাদের পিতৃ পুরুষ যার উপর তোমরা পেয়েছ
আমরা দেরকে

كُفْرُونَ ﴿٢٤﴾ فَانْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ

ছিল কেমন অতঃপর তাদের থেকে আমরা তখন প্রতিশোধ নিয়েছি অস্বীকারকারী

عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

মিথ্যারোগকারীদের পরিণাম
(সত্য অমান্যকারীদের)

২৩. এমনিভাবে তোমাদের পূর্বে যে জনপদেই আমরা কোন 'ভয় প্রদর্শক' পাঠিয়েছি, সেখানকার স্বচ্ছল অবস্থার লোকেরা এ কথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি পন্থার অনুসারী পেয়েছি, আর আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।

২৪. প্রত্যেক নবীই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছে, আমি যদি তোমাদের বাপ-দাদার চলার পথ হতেও অধিক নির্ভুল পথ দেখাই তাহলেও তোমরা কি সেই নির্মিত পথেই চলবে? তারা সব নবী-রসূলকে এ জবাবই দিয়েছে যে, যে দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাবার জন্যে তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা তার প্রতি (অস্বীকার কারী) কাফের

২৫. শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। আর দেখ অমান্যকারীদের পরিণাম কত মর্মান্তিক হয়ে থাকে।

وَ إِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ
তার জাতিকে ও তার বাপকে ইবরাহীম বলেছিল যখন এবং
(স্মরণ কর)

اِنِّىۡۤ اِبْرَءٌۭ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ۝۲۬ۙ اِلَّا الَّذِىۡ فَطَرْنِىۡ
আমাকে সৃষ্টি করেছেন (তার) যিনি কিন্তু ইবাদত করছ তোমরা তাহতে সম্পর্ক মুক্ত আমি নিচয়
(এবাদত করি) যার

فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْٓنِ ۝۲۷ وَ جَعَلَهَا كَلِمَةًۭ بَّاقِيَةًۭ فِىۡ
মধ্যে অক্ষর একটি বাণী তাসেরেখে এবং আমাকে পথদেখাবেন সূতরাং
ইসেবে গিয়েছে শীঘ্রই নিচয় তিনি

عَقِبِهٖۙ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝۲۸ۙ بَلْ مَتَّعْتُ هٰۤؤُلَآءِ وَ
ও তাদেরকে আমি ভোগের বরং প্রত্যাবর্তন করে তারা যেন তার পরবর্তীদের
সুযোগ দিয়েছি

اٰۤاۤءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِيْنٌ ۝۲ۯ وَ لَمَّا
যখন এবং সুস্পষ্ট রসূল এবং প্রকৃত সত্য তাদের এসেছে অবশেষে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে
(কাছে)

جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْۤا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّاۤ بِهٖۙ كٰفِرُوْنَ ۝۳۰
অস্বীকারকারী সেবিষয়ে নিচয় এবং যাদু এটা তারা বলল প্রকৃত সত্য তাদের আসল
আমরা কাছে

রুকুঃ ৩

২৬. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার জাতির লোকদেরকে বলেছিল তোমরা যাদের বন্দেগী কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই,

২৭. আমার সম্পর্ক কেবল মাত্র তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।

২৮. আর ইবরাহীম এই কথাটি তার পরে তার সন্তানদের মাঝে রেখে গেল, যেন তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে।

২৯. (তা সত্ত্বেও যখন তারা অন্যদের বন্দেগী করতে লাগল, তখন আমি তাদেরকে খতম করে দেইনি,) বরং আমি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাকে জীবনের সামগ্রী দিতে থাকলাম; শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট প্রকৃত সত্য এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদানকারী রসূল আসল।

৩০. কিন্তু সেই সত্য যখন তাদের নিকট আসল তখন তারা বলে দিল ইহা তো 'যাদু', আর আমরা এ মেনে নিতে অস্বীকার করছি।

৫. অর্থাৎ যখনই সত্যপথ থেকে তারা ঈলিত হয়, এই কলমে (বাণী) তাদের পথ দেখানোর জন্যে মওজুদ থাকে এবং তারা এরই দিকে ফিরে আসে। এই ঘটনাটি কুরাইশ কাফেরদের লজ্জা দেবার জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে-তোমরা পূর্ব পুরুষকে অনুসরণের নীতি গ্রহণ করলেও এর জন্যে নিজেদের উত্তম পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসমাইল (আঃ)-কে ত্যাগ করে নিজেদের নিকৃষ্টতম পিতৃপুরুষদের মনোনীত করছো।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْ

মধ্যহতে এক ব্যক্তির উপর কুরআন এই নাথিল করা না কেন তারা বলে এবং হল

الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝۳۱ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ ۚ

তোমার রবের (দয়া-করুণা) রহমত বণ্টন করে (তাদেরকে বল) তারা কি (যে) বড় বা (মক্কা ও তায়েফের) দুটি জনপদের

نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

ও দুনিয়ার জীবনের মধ্যে তাদের জীবিকা সামগ্রী তাদের মাঝে আমরা বণ্টন করি আমরা

رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ

তাদের একে গ্রহণ করে যেন মর্যাদাসমূহে কারও উপর তাদের কাউকে আমরা উন্নত করি

بَعْضًا سُلْطَانًا عَلَى رَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝۳২

তারা জমা করছে তাহতে উত্তম তোমার রবের করুণা আর সেবকরূপে অপরকে

৩১. তারা বলে, এই কুরআন উভয় শহরের বড় লোকদের মধ্য হতে কারো উপর নাথিল হল না কেন?

৩২. তোমার রবের রহমতের বণ্টনকার্য এরা করে নাকি? দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবন-যাপন সামগ্রী তো আমরাই তাদের মধ্যে বণ্টন করেছি, আর তাদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর আমরাই প্রাধান্য দিয়েছি, যেন এরা পরস্পর হতে কাজ নিতে পারে। আর তোমার রবের রহমত (অর্থাৎ নবুয়্যত) সেই ধন-সম্পদ হতে অধিক মূল্যবান যা (তাদের ধনবানরা) দুই হাতে সংগ্রহ করছে।

৬. দুটি শহর অর্থাৎ মক্কা ও তায়েফ। কাফেরদের বক্তব্য ছিলো যদি সত্য সত্যই আল্লাহর কোন রসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো এবং তিনি তাঁর উপর কোন কিতাব নাথিল করার ইচ্ছা করতেন তবে কেন্দ্রীয় শহর দুটির মধ্যে থেকে কোন বড়লোককে অবশ্য এজন্যে তিনি মনোনীত করতেন।

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ

(তাদের) জন্যে যারা দিতাম অবশ্যই একই মতাবলম্বী সবলোক হবে যে না যদি এবং (আশংকা থাকত)

يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا

যার উপর সিড়িগুলো ও রৌপ্য দিয়ে ছাদসমূহকে তাদের ঘরগুলোর দয়াময়কে অধীকার করে

يُظْهِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِيُوتِيَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا

যার উপর আসন সমূহকে ও দরজাসমূহকে তাদের ঘরগুলোর ও তারা চড়ে

يَتَكَبَّرُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاءُ الْحَيَاةِ

জীবনের ভোগসম্ভার এব্যতীত এসব নয় এবং সোনার (রূপা) ও তারা হেলান দেয়

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَنْ

যে এবং পরহেজগারদের জন্যে তোমার রবের কাছে পরকালই আর দুনিয়ার

يَعِشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ

তার জন্যে তখন সে শয়তানকে তার নিয়োজিত করি দয়াময়ের স্বরণ হতে বিমূখ হয়

قَرِينَ ﴿٣٦﴾

সহচর

৩৩-৩৫. সব লোক একই নীতির অনুসারী হয়ে যাবে- এ আশংকা না হলে আমরা দয়াময় আল্লাহর অমান্যকারীদের ঘরের ছাদ ও তার সিড়িগুলি- যার সাহায্যে তারা নিজেদের বালাখানাসমূহে আরোহণ করে, আর তাদের দরজা এবং তাদের সেই আসনসমূহ যাতে তারা ঠেস দিয়ে বসে- সবই স্বর্ণ ও রৌপ্যের বানিয়ে দিতাম। এ তো শুধু দুনিয়ার জীবনের জীবিকা ও সামগ্রী। আর পরকাল তোমার রবের নিকট কেবলমাত্র মুত্তাকী লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট।

রুকুঃ ৪

৩৬. যে ব্যক্তি রহমানের স্বরণ হতে গাফিল হয়ে জীবন-যাপন করে আমরা তার উপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, তা তার সংগী-সাথী হয়ে যায়।

وَ إِنَّهُمْ لَيَصِدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَ يَحْسَبُونَ
তারা মনে করে ও (হেদায়াতের) পথ হতে তাদেরকে বাধা দেয় অবশ্যই নিচয় এবং তারা

أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝ ٣٧ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي
আমাদের মাঝে হয় বলবে আমাদের কাছে যখন শেষ পর্যন্ত সঠিক পথপ্রাপ্ত যে তারা

وَ بَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ۝ ٣٨ ۖ وَلَنْ
(বলাহবে) এবং সহচর অতএব দুই দিক প্রান্তের দূরত্ব তোমার মাঝে ও কক্ষণ (শয়তান) কত নিকট (অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের) (থাকত)

يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ
শাস্তির মধ্যে (এও) যে তোমরা জুলম করেছ যখন আজ তোমাদের কল্যাণ দেবে (তোমাদের অনুতাপ)

مُشْتَرِكُونَ ۝ ٣٩ ۖ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّمَ الْغَمَىٰ
অন্ধকে পথ দেখাবে বা বধিরকে শুনাবে (হে নবী) (তোমরাও শয়তান) ভূমি তবে কি সমাজে গ্রহণকারী

وَمَنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝ ٤٠ ۖ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ
তোমাকে ডিঠিয়ে নেই আমরা যদি সূতরাং সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে আছে (তাকে) এবং যে

فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنتَقِمُونَ ۝ ٤١
প্রতিশোধ গ্রহণকারী তাদের হতে নিচয় তবুও আমরা (অর্থাৎ শাস্তি দিব)

৩৭. এই শয়তানেরা এই লোকদেরকে হেদায়াতের পথে আসতে বাধা দেয়। আর তারা নিজেরা মনে করে যে, আমরা ঠিক পথেই চলছি।

৩৮. শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তি যখন আমাদের নিকট পৌছবে, তখন নিজের শয়তানকে বলবে: হায়, তোর ও আমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব হত! তুই তো নিকটতম সাথী প্রমাণিত হলি!

৩৯. তখন সেই লোকদেরকে বলা হবে- তোমরা যখন যুলম করেই বসেছ, তখন আজ তোমার ও তোমাদের শয়তানদের একই আযাবে নিমজ্জিত হওয়া তোমাদের জন্যে কোন কল্যাণ দিতে পারবে না। এর অর্থ এও হতে পারে “আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। যেহেতু তোমরা সীমানংঘন করেছ। তাই তোমরা সকলেই শাস্তিতে শরীক হবে।”

৪০. হে নবী, তুমি কি এখন বধির লোকদেরকে শুনাবে? কিংবা অন্ধ ও সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত লোকদেরকে পথ দেখাবে?

৪১-৪২. এখন তো আমরা এদেরকে অবশ্যই শাস্তি দান করব, তোমাকে দুনিয়া হতে তুলে নিলেও।

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ
 অথবা তোমাকে দেখাই যা তাদেরকে আমরা তবুও তাদের উপর
 আমরা নিশ্চয় ওয়াদা করেছি

مُقْتَدِرُونَ ﴿٤٧﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ
 পূর্ণক্ষমতাবান তুমি অতএব তুমি প্রাপ্ত হও তাই যা তোমার প্রতি
 ওহী করা হয়েছে

إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٨﴾ وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ
 তুমি সঠিক পথের উপর তুমি নিশ্চয় (আছ) তোমার জন্যে
 অবশ্যই তানিচ্চয় এবং সন্ন্যাসিতক পথের উপর তুমি নিশ্চয় (আছ)

وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٩﴾
 তোমার জাতির জন্যে এবং তোমার জাতির জন্যে এবং তোমার জাতির জন্যে

কিংবা তোমাকে তাদের জন্যে ওয়াদা করা সেই পরিণাম প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিলেও; তাদের উপর আমাদের পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান।

৪৩. অবস্থা যাই হোক, তুমি এই কিতাবকে শক্ত করে ধরে থাক যা অহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো হয়েছে। তুমি নিঃসন্দেহে সঠিক পথের পথিক হয়ে আছ।

৪৪. প্রকৃত কথা এই যে এ কিতাব তোমার জন্যে এবং তোমার জাতির জন্যে অতি বড় মর্যাদার বিষয়। আর অতি শীঘ্রই তোমাদেরকে এর জন্যে জবাবদিহী করতে হবে।

৭. অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পক্ষে এর থেকে বড় কোন সৌভাগ্য হতে পারেনা যে, সমগ্র মানুষের মধ্যে থেকে আল্লাহ তাকে নিজ কিতাব অবতীর্ণ করার জন্যে মনোনীত করেন। এবং কোন জাতির পক্ষেও এর থেকে বড় কোন সৌভাগ্যের কল্পনা করা যেতে পারে না যে, দুনিয়ার অন্য সব জাতিকে ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে নিজের নবী পয়দা করেন এবং তাদের ভাষায় নিজ কিতাব নাযিল করেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে এলাহী কালামের বাহকরূপে উত্তীর্ণ হবার সুযোগ দান করেন। যদি কুরাইশ এবং আরববাসীদের এই মহা সম্মানের অনুভূতি না থাকে এবং তারা যদি এর অমর্যাদা করতে চায় তবে এমন এক সময় আসবে যখন তাদেরকে এর জন্যে অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে।

وَسَأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
আমাদের রসূলদের মধ্য হতে তোমার পূর্বে আমরা যাদেরকে জিজ্ঞাস কর এবং

أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾
আমরা নির্দিষ্ট করেছি কি (অন্যকোন) দয়াময় ব্যতীত ইবাদত করা হবে (যার) ইলাহকে

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ
আমরা মোসাকে আমাদের আয়তের প্রতি ফির আউনের নিদর্শনাবলীসহ এবং

مَلَائِكَةٍ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾
তার রাজন্য বর্গের (প্রতি) সে বলল তখন আমি নিচর সারাদেবতার রবের রসূল

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ
তাদের দেখাই না এবং তাদের কাছে আসল অতঃপর তাদের দেখাই না এবং তাদের কাছে আসল অতঃপর

مِنْ آيَةِ اللَّهِ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهِمْ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ
তাঁদের দেখাই না এবং তাদের কাছে আসল অতঃপর তাদের দেখাই না এবং তাদের কাছে আসল অতঃপর

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾
ফিরে আসে তারা যাতে

৪৫. তোমার পূর্বে আমরা যত রসূল পাঠিয়েছি তাদের সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমরা কি দয়াময় আত্মাহুতী ছাড়া অপর কিছু মা'বুদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যে তাদের বন্দগী করতে হবে?

কুকুঃ৫

৪৬. আমরা মোসাকে আমার নিদর্শনসমূহ সহ ফেরাউন ও তার রাজন্যবর্গের নিকট পাঠিয়েছি। আর সে যেয়ে বলল আমি রাকবুল আ'লামীনের রসূল।

৪৭. পরে যখন সে আমার নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে পেশ করল তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল।

৪৮. আমরা তাদের সামনে একের পর এক নিদর্শন পেশ করতে থাকলাম যার প্রত্যেকটি পূর্বটির অপেক্ষা অধিক তেজস্বী ও জোরদার ছিল। আর আমরা তাদেরকে আযাবে পাকড়াও করে নিলাম, যেন তারা নিজেদের আচরণ হতে বিরত হয়।

৮. রসূলদেরকে জিজ্ঞাসা করার অর্থ- তাঁদের আনীত কিতাবসমূহ থেকে জানা।

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّحَرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

তোমার রবের
কাছে

আমাদের
জন্যে

দোয়া
কর

যাদু কর

হে

তারা বলে
ছিল

এবং
(প্রত্যেকবার)

بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ ۖ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا

আমরা দূর
করলাম

কিছু
যখন

হেদায়াত প্রাপ্ত হব অবশ্যই আমরা নিশ্চয়

তোমাকে

পদমর্যাদা
দিয়েছেন

তার ভিত্তিতে
যা

عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿٥٠﴾ وَ نَادَىٰ فِرْعَوْنُ

ফিরআউন

(একদিন)

এবং

ওয়াদা ভঙ্গ করে

তারা

তখন

শান্তি

তাদের হতে

ঘোষণা করল

فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ الْيَسَّىٰ مَلِكٌ مِّصْرَ وَ هَذِهِ

এই এবং

মিসরে

বাদশাহী

আমারই

নয়কি

জাতি হে
আমার

সে বলল

তার জাতির

মধ্যে

الْأَنْهَرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا

আমি
(নইকি)

অথবা

তোমরা দেখতে
পাও

তবে কি

না

আমার অধীনে

প্রবাহিত হয়
(নাকি)

নদী খালগুলো

خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۚ وَ لَا يَكَادُ يَبِينُ ﴿٥٢﴾

স্পষ্ট বর্ণনা করতে
পারে(কথা)

প্রায়

না

এবং

হীন-লাঞ্ছিত

সে

(এমন)
যে

এই

অপেক্ষা

উত্তম

৪৯. প্রত্যেকটি আযাবের সময়ই তারা বলতঃ 'হে যাদুকর! তোমার রবের নিকট হতে তুমি যে পদমর্যাদা লাভ করেছে, তার জোরে তুমি আমাদের জন্যে তাঁর নিকট দো'আ কর, আমরা নিশ্চয় হেদায়াত প্রাপ্ত হব'।

৫০. কিছু যখনই আমরা তাদের উপর হতে আযাব দূর করে দিতাম তখন তারা নিজেদের ওয়াদা ভঙ্গ করত।

৫১. একদিন ফেরাউন নিজের জাতির লোকজনের মাঝে চিৎকার করে বলল, "হে জনগণ! মিশরের বাদশাহী কি আমার জন্যে নির্দিষ্ট নয়? আর এই খালগুলি কি আমারই অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে না! তোমরা কি এ দেখতে পাওনা?"

৫২. আমি কি ভাল মানুষ, না এই ব্যক্তি, যে হীন ও লাঞ্ছিত? যে নিজের কথাটিও স্পষ্ট করে বলতে সক্ষম নয়।

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ

তার সাথে আসল বা সোনার কাঁকনগুলো তার উপর নাথিল করা না তবে কেন

الْمَلِكَةِ مُقْتََرَيْنِ ۝۵۳ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ ۝

আকেতারা তখন তার জাতিকে সে এভাবে দলবেধে ফেরেশতারা মেনে নিল হত বুদ্ধি করে দিল

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ۝۵۴ فَلَمَّا أَصْفُونَا انْتَقَبْنَا

আমরা প্রতিশোধ আমাদেরকে তুচ্ছ অতঃপর পাগাচারী লোক ছিল তারা নিশ্চয় নিলাম করল যখন

مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۵۵ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا

(শিক্ষার) ও অগ্রগামী তাদেরকে আমরা সকলকেই তাদেরকে আমরা তখন তাদের থেকে ডুবিয়ে দিলাম

لِّلْآخِرِينَ ۝۵۶

পরবর্তীদের জন্যে

৫৩. তার উপর স্বর্ণের কাঁকন নাথিল করা হয়নি কেন? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী তার পাহারাদারীতেই বা আসল না কেন?"

৫৪. সে নিজের জাতির লোকদেরকে সামান্য মনে করেছিল। এর আরও একটি অর্থ হল- সে নিজের জাতির লোকদেরকে হতবুদ্ধি করে দিল। আর তারা এর কথাই মেনে নিল। আসলেই তারা ছিল ফাসেক লোক।

৫৫. শেষ পর্যন্ত তারা যথেষ্ট আমাদেরকে তুচ্ছ করে দিল, তখন আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সকলকে ডুবিয়ে স্রবলাম,

৫৬. আর পরবর্তীকালে লোকদের জন্যে তাদেরকে অগ্রগামী ও শিক্ষার দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখলাম।

৯. এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে এক অতি বড় সত্যের বর্ণনা করা হয়েছে। যখন কোন দেশে কোন ব্যক্তি নিজের নিরংকুশ স্বৈরাচারিতা চালাবার চেষ্টা করে,-সেই উদ্দেশ্যে খোলাখুলি সব রকমের অপকৌশল চালাতে থাকে, সব রকমের ধোঁকা, প্রতারণা ও দাগাবাজি অবলম্বনে কার্যসিদ্ধি করতে চায়, খোলা বাজারে মানুষের বিবেক কেনা-বেচার কারবার চালাতে থাকে এবং যারা বিক্রীত হতে স্বীকৃত না হয়- তাদেরকে কুঠাছীন ও নির্মম ভাবে দলিত ও পিষ্ট করতে থাকে তখন-মুখে সে একথা না বললেও নিজের কাজের মাধ্যমে সে স্পষ্টরূপে এ কথা প্রকাশ করে যে সে প্রকৃত পক্ষে সেই দেশবাসীদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি, চরিত্র ও পুরুষত্বের দিক দিয়ে লম্বা মনে করে এবং তাদের সম্পর্কে সে এই অভিমত স্থির করেছে যে- এই নির্বোধ, বিবেকহীন, ভীক লোকদের আমি যে দিকে ইচ্ছাকরি হাকিয়ে নিয়ে যেতে পারব। এর পর যদি তার এই চেষ্টা সফল হয় এবং দেশের অধিবাসীরা তার হাত-বাধা গোলাম বনে যায় তবে তারা নিজেদের কাজের দ্বারা প্রমাণ করে দেয় যে, সেই নাপাক ব্যক্তির তাদের সম্পর্কে যে রূপ ভেবে ছিল বাস্তবিকই তারা তাই। আর এই অপমানকর অবস্থায় তাদের পতিত হবার মূল কারণ হচ্ছে -তারা আসলে সব ফাসেক লোক।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ

তোমার জাতি তখন দৃষ্টান্তরূপে মারিয়ামের তনয়কে পেশ করা হল যখন এবং

مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝ وَقَالُوا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا

না সে না উত্তম আমাদের ইলাহরা বলল এবং শোরগোল শুরু করল তা হতে

ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝

ঝগড়াটে লোক তারা বরং বিতর্ক করার এব্যক্তি তোমার তা তারা পেশ করেছে।

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي

সন্তানদের জন্যে দৃষ্টান্ত তাকে আমরা এবং তার উপর আমরা অনুগ্রহ এক এব্যক্তি সে নয়

إِسْرَءِيلَ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي

মধ্যে ফেরেশতা তোমাদের মধ্যে আমরা অবশ্যই আমরা যদি এবং ইসরাইলের

الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ۝

তারা স্থলাভিষিক্ত পৃথিবীর

হতো(তোমাদের)।

রুকুঃ৬

৫৭. আর যখনই মরিয়ম-পুত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করা হল, তোমার জাতির লোকেরা হটগাল করে উঠল,

৫৮. এবং বলতে লাগল আমাদের মাবুদ ভালো, না সে? এ দৃষ্টান্ত তারা তোমার সামনে শুধু বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পেশ করেছে। আসলে এরা বড় ঝগড়াটে লোক।

৫৯. মরিয়ম-পুত্র আর তো কিছুই ছিল না, ছিল শুধু এক বান্দা; তার প্রতি আমরা নিয়ামত দান করেছি এবং বনী ইসরাইলের জন্যে স্বীয় কুদরাতের এক বিশেষ নমুনা বানিয়েছি।

৬০. আমরা চাইলে তোমাদের হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারি; তারা যমীনে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

১০. এর পূর্বে ৪৫ নং আয়াতে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে “তোমাদের পূর্বে যেসব রসূল অতীত হয়েছেন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ- আমি করুণাময় আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্য কি উপাসনার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম?” মক্কাবাসীদের সামনে যখন এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তখন এক ব্যক্তি এই অভিযোগ উত্থাপন করে ‘কেন খৃষ্টানরা মরিয়ম পুত্র ইসাকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে কি তাঁর ইবাদত করে না? তবে আমাদের উপাস্য দেবতা খারাব কি?’ এ দৃষ্টান্ত পেশ হতেই কাফেরদের মজলিশ থেকে এক জোরদার অটহাস্য উখিত হয় ও চিৎকার আরম্ভ হয় ‘এর কি উত্তর আছে?’

وَ إِنَّهُ لَعَلَّمٌ بِهَا ۝ ۱ ۝ تَنْتَرُنَ ۝ فَلَا ۝ لِلْسَّاعَةِ ۝ كِيَامَتِهِ ۝ جَنَ ۝

তোমরা সন্দেহ করে না সুতরাং কিয়ামতের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন সে নিশ্চয় এবং

بِهَا ۝ وَ اتَّبِعُون ۝ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ ২ ۝ وَلَا يَصُدُّكُمْ ۝

তোমাদেরকে বাধা না এবং সরল সঠিক পথ এটাই আমাকে তোমরা অনুসরণ কর এবং তা সর্বদা

الشَّيْطَانُ ۝ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ ৩ ۝ وَلَكَا جَاءَ عِيسَى ۝

ঈসা এসেছিল যখন এবং প্রকাশ্য শত্রু তোমাদের জন্যে সে নিশ্চয় শয়তান

بِالْبَيِّنَاتِ ۝ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ ۝ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ ۝

তোমাদের আমি সুস্পষ্ট করার এবং প্রজ্ঞাসহ তোমাদের কাছে নিশ্চয় (সে বলেছিল) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আমি এসেছি

بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۝ وَ أَطِيعُوا ۝ ৪ ۝

তোমরা আনুগত্য এবং আল্লাহকে তোমরা সুতরাং তার মধ্যে তোমরা মতভেদ কর যা এমন কিছু কর আমার ভয় কর

৬১. আর সে (অর্থাৎ মরিয়ম-পুত্র) আসলে কেয়ামতের একটি নিদর্শন। অতএব তোমরা তার বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করিও না, ১১ আর আমার কথা মেনে নাও; ইহাই সঠিক নির্ভুল পথ।

৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে তা হতে বাধাগ্রস্থ না করতে পারে- সে কিন্তু তোমাদের প্রকাশ্য দূশমন।

৬৩. আর যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, তখন সে বলেছিলঃ “ আমি তোমাদের নিকট হিকমত নিয়ে এসেছি, এ জন্যে এসেছি যে, তোমাদের সামনে এমন কিছু কথার তত্ত্ব উদঘাটিত করব, যে বিষয়ে তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করছ। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে মেনে চল।

১১. এ অনুবাদও হতে পারে-“সে কেয়ামতের জ্ঞানের একটি উপায়”। এখানে প্রশ্ন হতে পারে ঈসা (আঃ)-কে কেয়ামতের চিহ্ন বা কেয়ামতে জ্ঞানের উপলক্ষ্য কোন অর্থে বলা হয়েছে? অনেক তফসীরকার বলেন এর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় অবতরণের কথা বুঝানো হয়েছে, বহু হাদীসে যার সংবাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বাক্য দৃষ্টে এ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। তাঁর দ্বিতীয় আগমণ সেই লোকদের জন্যে কেয়ামতের জ্ঞানের উপলক্ষ্য হতে পারে যারা সে সময়ে বর্তমান থাকবে বা তাঁর পরবর্তী কালে জন্ম লাভ করবে। মক্কার কাফেরদের জন্যে তিনি কি প্রকারে এই জ্ঞানের উপায় স্বরূপ গণ্য হতে পারেন যে- তাদের উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা ঠিক হবে, “সুতরাং তোমরা এতে সন্দেহ করোনা?” অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন আমরা সেই ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করি এখানে হযরত ঈসার বিনা বাপে পয়দা হওয়া, তাঁর মৃত্যু থেকে পানী তৈরী করা, এবং মৃতকে জীবিত করা কেয়ামতের সম্ভাবনার একটি দলীল বলা হয়েছে। এবং আল্লাহ তা‘আলার এরশাদের অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ বিনা পিতায় সন্তান পয়দা করতে পারেন, যে আল্লাহ একজন বান্দা মাটির পুত্তলিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে এবং মৃতকে জীবিত করতে পারে তাঁর পক্ষে তোমাদের এবং সমস্ত মানুষের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত করার কথা অসম্ভব মনে করছো কেন?

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ

পথ এটা তারই তোমরা সূতরাং তোমাদের রব ও আমার রব তিনিই আল্লাহ নিত্য ইবাদত কর

مُسْتَقِيمٌ ① ② فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ③

সরলসঠিক মতভেদ করল অতঃপর তাদের মাঝ হতে বিভিন্ন দল

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ ④ هَلْ

কি মর্মস্থান দিনের শাস্তির দ্বারা যুলম করেছে (তাদের) জন্যে দুর্ভোগ সূতরাং যারা

يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا

না তারা এবং সহসা তাদের উপর আসবে যে কিয়ামতের এ ব্যতীত তারা অপেক্ষা করছে (দিনের)

يَشْعُرُونَ ⑤

টেরও পাবে

৬৪. প্রকৃত কথা এই যে আল্লাহ আমার-ও রব, রব- তোমাদেরও। তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, এটাই সঠিক-সোজা পথ ১২”।

৬৫. কিন্তু (তার এই সুস্পষ্ট শিক্ষা পেশ করা সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল উপদল পরস্পর মতবিরোধ করল ১৩। অতএব ধ্বংস তাদের জন্যে, যারা যুলম করেছে, এক প্রাণান্তকর দিনের আযাব দিয়ে।

৬৬. এই লোকেরা কি এখন এই জিনিসেরই অপেক্ষায় রয়েছে যে, সহসা এদের উপর কিয়ামত আসবে এবং তারা টেরও পাবে না?

১২. অর্থাৎ ঈসায়ীরা যা কিছু বলুক ও কবুক না কেন, ঈসা (আঃ) নিজে কখনো একথা বলেননি যে- “আমি আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র এবং তোমরা আমার ইবাদত কর”, বরং সমস্ত নবীদের যা দাওআত ছিল এবং এখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে জিনিসের প্রতি দাওআত দিচ্ছেন তাঁর দাওআতও ছিল সেই একই জিনিসের প্রতি।

১৩. অর্থাৎ একদল তাঁকে অস্বীকার করলো তো তাঁর বিরোধিতায় এতদূর পর্যন্ত সীমা ছাড়িয়ে গেল যে তাঁর প্রতি অবৈধ জনের অপবাদ আরোপ করলো। আর অন্যদল তাঁকে মান্য করলো তো, ভক্তি-বিশ্বাসে কুঠাছীন বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহ বানিয়ে বসলো, এবং তার পর একজন মানুষের আল্লাহ হওয়ার সমস্যাটি তাদের জন্যে এমন এক জটিল এস্থি হয়ে দাঁড়াল যে তার জট খুলতে খুলতে তাদের মধ্যে অসংখ্য উপ সশ্রদায়েয় সৃষ্টি হল।

الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
ব্যতীত শত্রু অপরের জন্যে তাদের একে সেদিন বন্ধুবর্গ

الْمُتَّقِينَ ٦٤ يُعْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لَا أَنْتُمْ
তোমরা না আর আজ তোমাদের উপর কোন ভয় নাই (বলাহবে) হে মুত্তাকীরা
আমার বান্দারা

تَحْزَنُونَ ٦٥ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ٦٦
আত্মসমর্পণকারী তারা হিল এবং আমাদের আয়াত ওলোর উপর ঈমান যারা চিন্তা করবে
(অর্থাৎ মুসলমান) এনেছিল

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٦٧ يُطَافُ
আবর্তিত করা তোমাদের সন্তুষ্ট করে তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমরা জান্নাতে (তাদেরকে বলাহবে)
হবে দেওয়া হবে তোমরা প্রবেশ কর

عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوَابُ ٦٨ وَ فِيهَا
তার মধ্যে এবং পান পাত্রসমূহও এবং স্বর্ণের নির্মিত থালাসমূহকে তাদের কাছে
আবর্তিত থাকবে (স্বর্ণের)
مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ ٦٩ وَ أَنْتُمْ فِيهَا
তার (বলাহবে) এবং (তাদের) তৃপ্ত হবে এবং (তাদের) তা চাইবে। যা কিছু
মধ্যে তোমরা চোখগুলো (তাদের) অস্তরগুলো

خَالِدُونَ ٧٠
চির স্থায়ী হবে

৬৭. সেই দিনটি যখন আসবে তখন মুত্তাকী লোক ছাড়া অপর সব বন্ধুরা পরস্পরের দূশমন হয়ে যাবে।

ককুঃ৭

৬৮-৬৯. যারা আমাদের আয়াতের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দা হয়ে রয়েছিল, সেই দিন তাদেরকে সন্তোষন করে বলা হবে : হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই, কোন চিন্তায়ও পড়তে হবে না তোমাদের।

৭০. তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর- তোমাদের স্ত্রীরাও। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া হবে।

৭১. তাদের সামনে সোনার থালা ও পান-পাত্র আবর্তিত হবে, মন ভুলানো ও চোখের আশ্বাদনের জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে 'এখন তোমরা চিরদিন এখানেই থাকবে।

و تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ
তোমরা বদলে তার তোমাদেরকে উত্তরা (সেই) জাহ্নাত এই এবং
يَا

تَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٤٣﴾
তোমরা খাবে তা থেকে প্রচুর ফলমূল তার মধ্যে তোমাদের কাজ করতেছিলে
(থাকবে) জন্যে

إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٤٤﴾ لَا
না তারা স্থায়ী হবে জাহান্নামের শাস্তির (হবে) অপরাধীরা নিচয়
(সেখানে) মধ্যে

يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
তাদেরকে আমরা না এবং হত্যা হয়ে তার মধ্যে তারা এবং তাদের থেকে লাঘব করা
জুলম করেছি পড়ে থাকবে (শাস্তি) হবে

وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَادُوا يَمْلِكُ لِيَقْضِ
চূড়ান্ত করে দিক হে মালিক তারা ডেকে এবং জুলমকারী তারা ছিল কিন্তু
(জাহান্নামের প্রহরী) বলবে (তাদের নিজেদের উপর)

عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ إِنَّكُمْ مُكْثُونَ ﴿٤٧﴾
অবস্থানকারী তোমরা নিচয় সে বলবে তোমার রব আমাদের উপর
(এভাবেই) (ব্যাপারটা)

৭২. তোমরা এই জাহ্নাতের উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের সেই সব আমলের দরুন যা তোমরা দুনিয়ায় করতেছিলে।

৭৩. তোমাদের জন্যে এখানে বিপুল ফল-ফলাদী রয়েছে, যা তোমরা খাবে।

৭৪. আর যারা পাপী-অপরাধী তারা চিরদিন জাহান্নামের আযাবে নিমজ্জিত থাকবে।

৭৫. তাদের আযাবের মাত্রা কিছুমাত্র কমবে না। আর তারা সেখানে নিরাশ হয়ে পড়ে থাকবে।

৭৬. তাদের উপর আমরা তো যুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করতছিল।

৭৭. তারা ডাক দিয়ে বলবেঃ “হে মালিক” ১৪। তোমার রব আমাদের ব্যাপারটাই চূড়ান্ত করে দিক, তবেই ভালো।” সে জবাব দিবেঃ তোমরা এ অবস্থায়ই পড়ে থাকবে।

১৪. এ কথার প্রাসংগিক তাৎপর্য থেকে স্বতঃই বোঝা যায়— ‘মালিক’ অর্থ জাহান্নামের দারোগা।

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿٤٨﴾

বিমুখ
অসহনশীল

সত্যের প্রতি তোমাদের অধিকাংশ
(ছিলে)

কিন্তু

সত্য সহকারে

তোমাদের কাছে নিচয়
আমরা এসেছিলাম

أَمْ أُبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٤٩﴾ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ

তিনি আমরা না যে তারামনে করেছে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নিচয় তবে একটি তারা সিদ্ধান্ত কি
আমরাও বিষয়ে নিয়েছে

سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۖ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٥٠﴾

নিখছে

তাদের কাছে

আমাদের এবং

হাঁ

তাদের গোপন পরামর্শ

ও

তাদের গোপন

কথাবার্তা

ফেরেশতারা

(সবই শুনি)

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ ۖ فَإِنَّا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ ﴿٥١﴾ سُبْحٰنَ

পূতপবিত্র

উপাসকদের
(মধ্য)

প্রথম
(হোতাম)

আমি তবে

কোন
ছেলে

দয়াময়ের জন্যে

থাকত

যদি

বদ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٥٢﴾

তারা বর্ণনা করে

তাঁহতে
যা

আরশের

রব

পৃথিবীর

ও

আকাশসমূহের

রব

৭৮. আমরা তো তোমাদের নিকট প্রকৃত সত্যকে নিয়ে এসেছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশের পক্ষেই সত্য ছিল বড়ই দুঃসহ^{১৫}।

৭৯. এই লোকেরা কি কোনরূপ পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করেছে^{১৬}? ঠিক আছে, তা হলে আমরাও একটা ফয়সালা করে নেই।

৮০. তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা তাদের গোপন কথাবার্তা ও তাদের কান পরামর্শ শুনতে পাইনা? আমরা তো সব কিছুই শুনি। আর আমাদের ফেরেশতারা তাদের নিকটে থেকেই লিখছে।

৮১. তাদেরকে বলঃ বাস্তবিকই দয়াবান আল্লাহর কোন সন্তান যদি হয়ে থাকত, তা হলে সর্বপ্রথম ইবাদতকারী আমিই হতাম।

৮২. আকাশমন্ডল ও যমীনের প্রভু, আরশের মালিক পূত-পবিত্র সে সব কথা হতে যা এ লোকেরা তাঁর নামে বর্ণনা করে।

১৫. জাহান্নামের দারোগার এই উক্তিঃ “আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম”- এ হচ্ছে ঠিক সেই রূপ- যেমন সরকারের কোন অফিসার সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলতে গিয়ে “আমরা” শব্দ ব্যবহার করে এবং তার অর্থ হয়- আমাদের সরকার এ কাজ করেছেন বা এ আদেশ দিয়েছেন।

১৬. রসূলুল্লাহর (সঃ) বিরুদ্ধে কোন চরম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে কুরাইশ সরকাররা নিজেদের গোপন বৈঠক গুলোতে যেসব আলোচনা করছিল এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ
 তাদের দিনের তারা সাক্ষাত যতক্ষণনা ক্রীড়া কৌতুক ও বাকবিত্তা তাদেরকে ছেড়ে দাও

الَّذِي يُوعَدُونَ ۝ ۸۳ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ
 ইলাহ আকাশে আছেন যিনি তিনিই এবং তাদের ভয় দেখানো যা

وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ۝ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝ ۸۴ وَتَبَارَكَ
 মহান বরকত এবং মহাবিজ্ঞান মহাজ্ঞানী তিনিই এবং ইলাহ ভূমভলেও আছেন এবং

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝
 তাদের উভয়ের যাকিছু এবং পৃথিবীর ও আকাশ মন্ডলির বাদশাহী তাঁরই যিনি (এমন সন্তা যে)

وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۝ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ ۸৫
 তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁরই দিকে এবং কিয়ামতের জ্ঞান তাঁরই কাছে এবং আছে

৮৩. ঠিক আছে, তাদেরকে তাদের বাতিল চিন্তা-বিশ্বাসে ডুবে থাকতে ও নিজেদের খেলায় মগ্ন হয়ে থাকতে দাও- যত দিন না তারা তাদের সেই দিন দেখতে পায় যে দিনের ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে।

৮৪. তিনি একাই আসমানেও ইলাহ এবং যমীনেও ইলাহ এবং তিনিই সুবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।

৮৫. অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি, যার মুষ্টির মধ্যে যমীন ও আকাশমন্ডল এবং যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিসের বাদশাহী রয়েছে। কিয়ামতের সময় তাঁরই জ্ঞান আছে এবং সকলকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشِّفَاعَةَ إِلَّا
কিছু সুপারিশের তাঁকে ছাড়া তারা ডাকে যাদেরকে ক্ষমতা রাখে না এবং

مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝۸۬ وَ لَنْ سَأَلْتَهُمْ
তাদেরকে তুমি অবশ্যই এবং জানেও তারা যখন সত্যের সাক্ষ্যদেয় যে
জিজ্ঞাস কর যদি

مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝۸ۭ وَ قِيلَ
তার(অর্থাৎ নবীর)কথার শপথ তাদের ফিরান হচ্ছে তাহলে আল্লাহ তারা বলবে অবশ্যই তাদের সৃষ্টি করেছে কে
কোথা হতে

يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۸ۮ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ
তাদেরকে ক্ষমাকর সূতরাং ইমান আনবে না লোকেরা এসব নিশ্চয় হে রব

وَقُلْ سَلَامٌ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝۸ۯ
তারা জানতে পারবে শীঘ্রই অতঃপর সালাম বল এবং

৮৬. তাঁকে বাদ দিয়ে এই লোকেরা যে সবকে ডাকে, সুপারিশ করার কোন ইখতিয়ারই তাদের নেই, কেউ জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দিলে অবশ্য অন্য কথা ১৭।

৮৭. তোমরা যদি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা নিজেরাই বলবে যে, আল্লাহ ১৮। তাহলে এরা কোন দিক হতে প্রতারিত হয়।

৮৮. রসূলের এই কথার শপথ যে - হে রব এরা এমন লোক, যারা মেনে চলে না ১৯।

৮৯. অতএব হে নবী! এই লোকদেরকে ক্ষমা কর, আর বলে দাও- তোমাদের প্রতি শান্তি, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

১৭. অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যে- যে সত্তাগুলিকে সে মাবুদ বানিয়ে রেখেছে তারা নিশ্চিতরূপে সুপারিশ করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে এবং আল্লাহতা'আলার দরবারে তাদের এ রূপ শক্তি আছে যে তারা যাকে ইচ্ছা মাফ করিয়ে নেবে, তবে সে ব্যক্তি জওয়াব দিক- জ্ঞানের ভিত্তিতে সে কি এ কথার সত্যতার সাক্ষ্য দান করতে পারে?

১৮. এ আয়াতের দুই প্রকার অর্থ। প্রথম- যদি তুমি তাদের প্রশ্ন কর 'কে তাদের নিজেরদেরকে সৃষ্টি করেছে?' তবে তারা উত্তর দেবে- 'আল্লাহ'। দ্বিতীয়- যদি তুমি তাদের প্রশ্ন কর-'তোমাদের এই উপাস্যদের স্রষ্টা কে?' তবে তারা জবাবে বলবে-'আল্লাহ'।

১৯. অর্থাৎ শপথ রসূলের এই উক্তি যে-" হে রব, এরা হচ্ছে সেই লোক যারা মান্য করে না" কত বিষয়কর এই সব লোকদের আত্মপ্রতারণা, তারা নিজেরাই স্বীকার করে আল্লাহতা'আলা তাদের ও তাদের উপাস্যদের স্রষ্টা, কিন্তু এর পরেও স্রষ্টাকে ত্যাগ করে তারা সৃষ্ট জিনিসের ইবাদত করার জিদ ধরে থাকে।

সূরা আদ-দুখান

নামকরণঃ এ সূরার ১০নং আয়াতে دُخَانَ - يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ

শব্দটিকে এ সূরার নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে دُخَانَ (ধূয়া) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কালও কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনার সূত্রে জানা যায় না। কিন্তু এতে আলোচিত কথা ও বিষয়ের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হতে বুঝতে পারা যায় যে, সূরা যুখরুফ ও তার পূর্বের কতিপয় সূরা যে সময় নাযিল হয়েছিল, এও সেই সময়ই নাযিল হয়। অবশ্য এ তাদের পরে নাযিল হয়েছে। ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে এ মনে হয় যে, মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধতার আচরণ যখন তীব্র হতেও তীব্রতর হল, তখন নবী করীম (সঃ) দো'আ করেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ হযরত ইউসুফের দুর্ভিক্ষের ন্যায় একটা দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য কর'। নবী করীম (সঃ) মনে করেছিলেন যে, এ লোকদের উপর যখন বিপদ আসবে তখন এরা আল্লাহকে মানবে এবং তাদের দিল নসীহত কবুল করার জন্যে উপযুক্ত ও নরম হবে। আল্লাহতা'আলা তাঁর দো'আ কবুল করলেন এবং সমগ্র এলাকায় এমন প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, সমস্ত লোক আর্তনাদ করে উঠলো। শেষ পর্যন্ত কোন কোন কুরাইশ সরদার- তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ম'সউদ বিশেষভাবে আবু সুফিয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন- নবী করীম (সঃ)-এর নিকট এল এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করলো, জাতির লোকজনকে এ বিপদ হতে পরিত্রাণ দেবার জন্যে আল্লাহর নিকট দো'আ করুন। ঠিক এ সময়ই এই সূরা নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুঃ এ সময় মক্কার কাফেরদেরকে বুঝাবার ও সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি যে ভাষণ অবতীর্ণ হয়, তার ভূমিকায় কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছেঃ

১. তোমরা এ কিতাবকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর রচনা মনে করে মারাত্মক ভুল করছো। এ কিতাব তো স্বতঃই এ অকাটা সাক্ষ্য দেয় যে, এ কোন মানুষের নয়, স্বয়ং আল্লাহতা'আলার কিতাব।
২. তোমরা এ কিতাবের মূল্য বুঝতে ভুল করছো। তোমরা একে একটা বিপদ মনে করছো। অথচ প্রকৃত পক্ষে সে এক অতীব মুবারক সময় ছিল যখন আল্লাহতা'আলা পুরোপুরি স্বীয় রহমতের কারণে তোমাদের মধ্যে নিজের রসূল পাঠাবার ও স্বীয় কিতাব নাযিল করার ফয়সালা করেছিলেন।
৩. তোমরা নিজেদের অজ্ঞতা-মূর্খতার কারণে এ ভুল ধারণার বশবর্তী হচ্ছ যে, তোমরা এ রসূল ও এ কিতাবের সঙ্গে মুকাবিলা করে জয়লাভ করতে পারবে! অথচ এ রসূল-প্রেরণ এবং এ কিতাবের নাযিল হওয়া সেই বিশেষ সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে, যখন আল্লাহতা'আলা লোকদের ভাগ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করে থাকেন। আর আল্লাহর ফয়সালা এমন দুর্বল হয় না যে, যার ইচ্ছা হবে সে তাকে বদলে ফেলবে। তা কোন মূর্খতা বা নাদানির ভিত্তিতে হয় না বলে তাতে কোনরূপ ভ্রান্তি বা ত্রুটি কিংবা অপরিপক্বতা থেকে যায় না। তা ঠোঁ সেই বিশ্বপরিচালকের পরিপক্ব ও অটল ফয়সালা যিনি সবকিছু গুণেন, সবকিছু জানেন এবং সর্ববিষয়ে সুদক্ষ কর্মকর্তা। তাঁর সঙ্গে লড়াই করা সহজ কাজ নয়।

৪. আল্লাহকে তোমরা নিজেরাও যমীন, আসমান ও বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক এবং পরেয়ারদেগার মানছো। তোমরা এও মান যে, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ইখতিয়ার-অধীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা অন্যাদেরকে মা'বুদ বানাবার জন্য বাড়াবাড়ি করছো। এর স্বপক্ষে বলাবার মত যুক্তি ও দলীল তোমাদের নিকট এ ছাড়া আর কিছুই নেই যে, বাপ-দাদার কাল হতে এ কাজই হচ্ছে এবং চলে এসেছে। অথচ যে লোক সচেতনভাবে আল্লাহকেই মালিক ও পরোয়ারদিগার এবং জীবন ও মৃত্যুর একচ্ছত্র কর্তা বলে বিশ্বাস করে, তার মনে আল্লাহ ছাড়া বা তাঁর সংগে অপর কেউ মা'বুদ হবার যোগ্য হতে পারে বলে কোনরূপ সন্দেহের উদ্ভেদ হতে পারে না। তোমাদের বাপ-দাদারা যদি এরূপ নিরুদ্ভিতার পরিচয় দিয়ে থাকে তা হলে তোমরাও চোখ বন্ধ করে তাই করবে, এর কোন যুক্তি নেই। আসলে তো তাদেরও রব সেই এক আল্লাহই ছিলেন যিনি তোমাদের রব এবং তাদেরও তাঁরই বন্দেগী করা উচিত ছিল যাঁর বন্দেগী তোমাদের করা উচিত।

৫. আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল পেট ভরে খেতে দেবেন, এটাই তাঁর রহমত ও রুব্বিয়তের দাবী হতে পারে না। সে সংগে তোমাদের হেদায়াতের ব্যবস্থা করাও তাঁর রহমতের দাবী। এ হেদায়াতের জন্যই তো তিনি রসূল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন।

এ ভূমিকার কথাবার্তার পরে তখন যে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষটাকে নিয়ে কথা বলা হয়েছে। পূর্বে যেমন বলেছি, এ দুর্ভিক্ষ নবী করীম (সঃ)-এর দো'আর ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি দুর্ভিক্ষের জন্যে দো'আ করেছিলেন এই মনে করে যে, বিপদে পড়লে কাকেরদের গর্বোদ্ধত মস্তক অবনমিত হবে। সম্ভবত তখন নসীহতের কথা-বার্তা তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে। আর তখন এ আশাও অনেকটা পূর্ণ হবার সম্ভবনাও দেখা দিয়েছিল। কেননা, দেখা গিয়েছে যে, বড় বড় কটর সত্য-দুশমনেরা কালের আবর্তে চিৎকার করে উঠে বলেছে, হে আল্লাহ, আমাদের উপর হতে এ আযাব দূর করে দাও, তাহলে আমরা ঈমান আনব। এ পর্যায়ে একদিকে নবী করীম (সঃ)-কে বলা হয়েছে যে, এ রকম মুসীবতে এ লোকেরা কিন্তু শিক্ষা নেবার নয়। তারা যখন সেই রসূলের দিক হতে মুখ ফিরাল যে, রসূলের কাজ-কর্ম, ভূমিকা ও কথাবার্তা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে যে- তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল, তখন একটা দুর্ভিক্ষ তাদের এ নাকরমানীকে কেমন করে দূর করতে পারে! আর অপর দিকে কাকেরদেরকে সন্তোষন করে বলা হয়েছে যে, এ আযাব দূর করে দিলে পরে তোমরা ঈমান আনবে বলে যে ওয়াদা করছো, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমরা আযাব দূর করে দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের ওয়াদা পূরণে কতখানি সত্যবাদী তা এখন প্রমাণিত হয়ে যাবে। তোমাদের দুর্ভাগ্য তো তোমাদের সাথে লেগেই আছে। তোমরা একটা অতি বড় আঘাত চাইছ, হালাকা আঘাতে তোমাদের মাথা ঠিক হবার নয়।

এ প্রসঙ্গেই পরে ফেরাউন ও তার জাতির লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তারাও ঠিক এরূপ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, যে রূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে এখন এ কুরাইশ সরদারেরা। তাদের নিকটও এমনিই এক সম্মানিত নবী-রসূল এসেছিলেন। তিনিও তাঁর আল্লাহ প্রেরিত হওয়ার অকাটা প্রমাণ ও নিদর্শনাদি দেখিয়েছিলেন ও তারা দেখতেও পেয়েছিল। তারা নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখে যাচ্ছিল। কিন্তু তারা জিদ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় নি। এমন কি শেষ পর্যন্ত রসূলের জ্ঞান খতম করার সিদ্ধান্ত করে। আর তার ফলাফল যা দেখেছিল তা চিরদিনের তরে শিক্ষার সামগ্রী হয়ে থাকলো।

এরপর পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা মক্কার কাফেররা এ তীব্র ভাবে অস্বীকার করছিল। তারা বলতো— আমরা তো কাকেও মরার পর পুণরায় জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখি নি। তোমরা যদি পুনর্জীবনের দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের মরে যাওয়া বাপ-দাদাকে উঠিয়ে এনে দেখাও। এ জবাবে পরকাল বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণের জন্যে সংক্ষেপে দুটি দলীল পেশ করা হয়েছে। একটা এই যে, এর বিশ্বাসকে অস্বীকার করার পরিণাম চরিত্রের পক্ষে চিরদিনই মারাত্মক প্রমানিত হয়েছে। দ্বিতীয় এই যে, বিশ্বলোক কোন খোলোয়াড়ের খেলানার জিনিস নয়। এ এক যুক্তি-সংগত ও হিকমতে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। আর মহাবিজ্ঞানীর কোন কাজ অর্থহীন হতে পারে না। ‘আমাদের বাপ-দাদাকে তুলে আন’ কাফেরদের এ কথার জবাবে বলা হয়েছে যে, এ কাজ তো আর প্রতিদিন হবার নয়, প্রত্যেকের দাবীতেও এ কাজ হবে না। এ জনো আল্লাতা’আলা একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তখন তিনি সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করবেন এবং নিজের আদালতে তাদের হিসাব-নিকাশ নেবেন। তখনকার জন্যে কারো চিন্তা করতে হলে এখনি করে নেয়া উচিত। কেননা সেখানে কেউ নিজের বলে রক্ষা পাবে না, কেউ রক্ষা করতেও পারবে না।

আল্লাহর এ আদালতের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সেখানে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তাদের পরিণাম মারাত্মক হবে। আর যারা সেখানে সফল কাম হবে, তারা মহা পুরস্কার লাভ করবে। পরে এ কথা বলে কথা শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে বুঝাবার জন্যেই এ কুরআন সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায়— তোমাদের নিজেদের কথা-বার্তার ভাষায়— নাযিল করা হয়েছে। তোমাদেরকে হাজার বুঝানোর পরও যদি তোমরা না বুঝ, আর নিজেদের মারাত্মক পরিণতি কবুল করতেই প্রতৃত হয়ে থাক তাহলে অপেক্ষা কর, আমাদের নবীও অপেক্ষায় থাকবেন। যা কিছু হবার যথাসময়েই সামনে উপস্থিত হবে।

آيَاتُهَا ٥٩ (٢٢) سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ رُكُوعَاتُهَا ٣
 ঐনবাট তার আয়াতি (সংখ্যা) মকী আদ দুখান সূরা (৪৪) ঐন তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াময় আচ্ছাদন নামে (তরু) করছি

حَمْدٌ ۝١ وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ
 একরাতে তা আমরা নাখিল নিচয় সুপষ্ট (এই) শপথ হ্যা
 করেছি আমরা কিতাবের যীম

مُبْرَكَةٍ ۝٣ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝٤ فِيهَا يُفْرَقُ
 হীর করা হয় তার মধ্যে সতর্ক করতে আমরা (ইচ্ছা করে) নিচয় কল্যাণময়
 (অর্থাৎ সেই রাতে) বরকতপূর্ণ

كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ ۝٥ أَمْرًا ۝٦ مِنْ عِنْدِنَا ۝٧ إِنَّا كُنَّا
 আমরা ছিলাম নিচয় আমাদের নিকট হতে নির্দেশক্রমে বিজ্ঞতা-সূচক বিষয় প্রত্যেক
 আমরা

مُرْسِلِينَ ۝٨ رَحْمَةً ۝٩ مِنْ رَبِّكَ ۝١٠ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 সব কিছুই শুনে তিনিই নিচয় তোমার রবের পক্ষহতে অনুগ্রহ বরণ (এক রসূল) প্রেরণকারী

الْعَلِيمُ ۝١١
 সবকিছু জানেন

রুকুঃ ১

১. হ্যা যীম;

২. শপথ এই সুস্পষ্ট প্রকাশকারী কিতাবের।

৩. আমরা একে এক বড় কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ রাতে নাখিল করেছি ১। কেননা আমরা লোকদেরকে সাবধান করার ইচ্ছা করেছিলাম।

৪-৬. ইহা ছিল সেই রাত যাতে প্রত্যেকটি ব্যাপারের বিজ্ঞতা-সূচক ফয়সালা আমাদের নির্দেশে প্রকাশ করা হয়ে থাকে ২। আমরা এক রসূল প্রেরণকারী ছিলাম, তোমার রবের রহমত স্বরূপ। নিঃসন্দেহে তিনিই সব কিছু শুনে এবং জানেন।

১. অর্থাৎ- লায়লাতুল কদর।

২. এর দ্বারা জানা যায়- আল্লাহ তা'আলার রাজকীয় বিধান-শৃংখলায় এ এমন একটি রাত, যার মধ্যে তিনি ব্যক্তি, জাতি ও দেশ সমূহের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করে তাঁর ফেরেশতাদের উপর সোপর্দ করে দেন, এবং তারপর ফেরেশতারা সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মতৎপর হয়ে থাকে।

وَبِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 (তিনি) রব আকাশমন্ডলির ও পৃথিবীর ও মা উভয়ের মাঝে আছে যা কিছু এবং

إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ
 তোমরা হয়ে যদি থাক বাস্তবিকই বিশ্বাসী তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই তিনি জীবন দেন মৃত্যুও দেন এবং তিনি

رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ بَلْ هُمْ فِي
 তোমাদের রব ও তোমাদের পিতৃ পুরুষদের রব ও তোমাদের রব তোমাদের পিতৃ পুরুষদের বলায় তারা এসবের বলায় মথ্যে

شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۝ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
 সন্দেহের খেলা করছে ফেলকরছে ফারতকিব য়ুম তাতি আসবে আকাশ সেই দিনের যখন অপেক্ষাকর সুতরাং

بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ ۚ هَذَا عَذَابٌ
 ধোয়া দ্বারা (আচ্ছন্ন হয়ে) স্পষ্ট ঢেকে নেবে লোকদেরকে এটা শাস্তি

أَلِيمٌ ۝ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝
 মর্মভূদ (এখন তারা বলে) হে আমাদের রব দূর কর আমাদের হতে শাস্তি আমরা নিশ্চয় বিশ্বাসী হব (ইমান আনব)

৭. আকাশমন্ডল ও যমীনের রব এবং আসমান-যমীনের মাঝখানে যা কিছু আছে সে সব জিনিসের রব, যদি তোমরা বাস্তবিকই বিশ্বাসকারী হয়ে থাক।

৮. তিনি ছাড়া মাবুদ কেউ নেই^৩। তিনিই জীবন দান করেন। এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন, তিনি তোমাদের রব। তোমাদের পূর্বপুরুষদের রব যারা পূর্বে চলে গেছে।

৯. (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই লোকদের কোন বিশ্বাস নেই)- বরং এরা নিজেদের সংশয়ে পড়ে খেলছে।

১০. আচ্ছা, তোমরা অপেক্ষা কর সেই দিনের যখন আকাশমন্ডল সূক্ষ্ম ধোয়া নিয়ে আসবে,

১১. এবং তা লোকদের উপর আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তা হল পীড়াদায়ক আযাব।

১২. (এখন বলে যে,) : পরওয়ারদিগার, আমাদের উপর হতে এ আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান আনছি^৪।

৩. 'মাবুদ' অর্থ মথার্থ মাবুদ, যার হক হচ্ছে : মাত্র তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব ও উপাসনা) করা হবে।

৪. এই আয়াত সমূহে ও ১৬ নং আয়াতে কিয়ামতের আযাবের উল্লেখ আছে। এবং ১৫ নং আয়াতে যে আযাবের কথার উল্লেখিত হয়েছে তা হচ্ছে সেই দুর্ভিক্ষের আযাব- এই সূরা নাযিল হওয়ার কালে মক্কাবাসীরা যার কবলে পতিত ছিল।

أَتَىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾
 সূক্ষ্ম একজন তাদের কাছে এসেছে নিচয় অথচ নসীহত গ্রহণ তাদের জন্যে কোথায়
 (সম্ভব হবে)

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا
 আমরা নিচয় পাগল (সে একজন) তারা বলে এবং তা হতে ফিরেবার তারা এরপরও

كَاشَفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾
 পুনরায় তাই করবে তোমরা নিচয় কিছুটা (ভুক্ত)
 শাস্তি দূরকরেন্দেই

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾
 প্রতিশোধ গ্রহণকারী নিচয় বড়শক্তকরে ধরা ধরব আমরা যেদিন
 (সে দিন) আমরা

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ
 একজন রসূল তাদের কাছে এসেছিল এবং ফিরআউনের জাতিকে তাদের পূর্বে আমরা পরীক্ষা করেছি নিচয় এবং

كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدَّوَّا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ
 তোমাদের জন্যে নিচয় আদ্রাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে তোমরা অর্পন (সে বলেছিল) সম্মানিত
 আমি যে

رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ
 আদ্রাহর উপর উদ্ধত হয়ো না (এও বলেছিল) এবং বিশ্বস্ত রসূল

১৩. এদের গাফলতি কোথায় দূর হচ্ছে? এদের অবস্থা তো এই যে, এদের নিকট সূক্ষ্ম বর্ণনাকারী রসূল এসে পৌছেছে।

১৪. তা সত্ত্বেও এরা তার দিকে লক্ষ্য করছে না, আর বলল “এ তো শিক্ষা প্রাপ্ত পাগল”।

১৫. আমরা আশাব খানিকটা সরিয়ে দিই, তোমরা তখন ঠিক তাই করবে, যা পূর্বে করছিলে।

১৬. যেদিন আমরা বড় আঘাত হানব সেই দিনই হবে যখন আমরা তোমাদের উপর প্রতিশোধ নিব।

১৭. আমরা এদের পূর্বে ফেরাউনের জাতিকে এই পরীক্ষায়ই নিমজ্জিত করেছিলাম! তাদের নিকট এক অতীব ভদ্র রসূল এসেছিল,

১৮. এবং সে বলল: ‘আদ্রাহর বান্দাদেরকে আমার হাতে সঁপে দাও, আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রসূল!

১৯. আদ্রাহর উপর নিজেদের প্রাধান্য করতে যেও না।

৫. অর্থাৎ এরূপ রসূল যার রসূল হওয়া সূক্ষ্ম রূপে প্রকট ছিল।

إِنِّي أَنبِئُكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۝ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي
আমার রবের (কাছে) আশ্রয় নিয়েছি নিশ্চয় এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের কাছে আমি নিশ্চয়
উপস্থিত করছি

وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ ۝ وَإِن لَّمْ تَوْمِنُوا لِي
আমার উপর তোমরা ইমান আন নাই যদি আর আমাকে তোমরা হত্যা করবে (এ হতে) তোমাদের এবং
পাথর মেরে যে (প্রকৃত রবের)

فَاعْتَرِلُون ۝ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِ
লোকেরা এসব (এবং বলল) তার রবকে সে ডাকল অবশেষে আমার (উপর) তবে
আক্রমণ হতে দূরে থাক

مُجْرِمُونَ ۝ فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا
পিছনে (ধাওয়া) নিশ্চয় রাতে আমার বান্দাদের সহ (বলা হল) অপরাধী (তাদের ফয়সালা কর)
করা হবে তোমাদের রওনা হও তাহলে

وَإِتْرَكَ الْبَحْرَ رَهَوًا ۝ إِنَّهُمْ جُنْدٌ
নিমজ্জিত হবে (অর্থাৎ ধাওয়া করী) তারা নিশ্চয় প্রবহমান সমুদ্রকে ছেড়ে দাও এবং
সৈন্যবাহিনী

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جُنْدٍ وَءُيُوءُونَ ۝ وَزُرُوعٍ
কতই তারা ছেড়েছিল কতই না ঝগ-ঝগীচা ঝগ-ঝগীচা ঝগ-ঝগীচা ঝগ-ঝগীচা
কতই না ঝগ-ঝগীচা ঝগ-ঝগীচা ঝগ-ঝগীচা ঝগ-ঝগীচা

مَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا
আনন্দকারী যার মধ্যে তারা ছিল সুখ উপকরণ এবং সুরমা (যেতে
ছিল প্রসাদরাজী) (সব ছেড়ে চলেগেল)

আমি তোমাদের সামনে (আমার রসূল হওয়ার) সুস্পষ্ট সনদ পেশ করছি।

২০. আর আমি আমার রব ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি এ হতে যে, তোমরা আমার উপর আক্রমণ করবে।

২১. আর তোমরা যদি আমার কথা নাই মান, তাহলে অন্ততঃ তোমরা আক্রমণ করা হতে বিরত থাক।

২২. শেষ পর্যন্ত সে তার রবকে ডাকল; বলল যে, এই লোকেরা পাণী-অপরাধী।

২৩. (জবাব দেয়া হলঃ) এখন তাহলে তুমি রাত্রের মধ্যেই আমার বান্দাদেরকে নিয়ে চলতে শুরু কর! তোমাদের পিছনে ধাওয়া করা হবে।

২৪. সমুদ্রকে তার নিজ অবস্থায় প্রবহমান ছেড়ে দাও। এই সমস্ত বাহিনী নিমজ্জিত হবে।

২৫-২৬. কত না ঝগ-ঝগীচা, ঝগাধারা, ক্ষেত ও সুরমা প্রাসাদরাজী ছিল, যা তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল!

২৭. কতই না বিলাস-সামগ্রী যাতে তারা আনন্দ করতেন তাহলে তাদের পিছনে পড়ে রইল।

كَذَٰلِكَ تَدَّ وَ أَوْرَثْنَهَا قَوْمًا آخِرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا

না অতঃপর অন্যান্য সম্প্রদায়কে তার আমরা উত্তরাধিকারী এবং এরূপই (পরিণাম হয়েছিল)

بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا

তারাই ছিল না এবং যমীন আর আকাশ তাদের উপর কাদিল

مُنْظَرِينَ ﴿٢٩﴾ وَ لَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ

হতে ইসরাঈলকে বনী আমরা উদ্ধার করেছিলাম নিচয় এবং অবকাশপ্রাপ্ত

الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ ۖ إِنَّهُ كَانَ

হিল সে নিচয় ফিরআউনের অপমানজনক শাস্তি

عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَ لَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ

উচ্চতর সীমালংঘনকারীদের মধ্যে হতে (শীর্ষস্থানীয়) উচ্চমর্যাদার

عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَ اتَّيْنَهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا

যার নিদর্শনাবলী তাদেরকে আমরা এবং সারা বিশ্বের উপর জানের (অন্যান্য জাতির)

فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾

বলে অবশ্যই এসবলোক নিচয় সুস্পষ্ট পরীক্ষা মধ্যে ছিল

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٣٥﴾

পুনরুত্থিত হবে আমরা না এবং প্রথম বারের আমাদের মৃত্যু এ ব্যতীত তা নাই

(অর্থাৎ মৃত্যুই শেষ)

২৮. এটাই হল তাদের পরিণাম! আর আমরা অন্য লোকদেরকে এই সব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানালাম।

২৯. অতঃপর না আসমান তাদের জন্যে কাদিল, না যমীন। তাদেরকে ঝাঁকিটা অবসরও দেয়া হল না।

রুকুঃ ২

৩০-৩১. এই ভাবে বনী-ইসরাঈলকে আমরা কঠিন অপমান লাঞ্ছনার আঘাত-ফিরআউন- হতে মুক্তি দান করলাম; যে নিচয় সীমালংঘনকারী লোকদের মধ্যে খুবই উচ্চ মর্যাদার মানুষ ছিল,

৩২. এবং তাদের অবস্থা বুঝে তাদেরকে দুনিয়ার অন্যান্য জাতির উপর অধিক মর্যাদা দিলাম!

৩৩. তাদেরকে এমন সব নিদর্শন দেখালাম, যাতে সুস্পষ্ট পরীক্ষা নিহিত ছিল।

৩৪-৩৫. এই লোকেরা বলে, “আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর তো কিছুই নেই। এর পর আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে না।

فَاتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ③৬

তোমরা তবে উপস্থিত কর তোমরা যদি আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে সত্যবাদী

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط

উত্তম (তাদেরকে বল) তারা কি অথবা তুব্বার জাতি এবং যারা তাদের পূর্বে (ছিল)

أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ③৭

তাদেরকে আমরা ধ্বংস করেছি তারা নিচর ছিল তারা না এবং অপরাধী

خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادِنَا ③৮

আমরা সৃষ্টিকরেছি আকাশমণ্ডলকে ও পৃথিবীকে ও যা উভয়ের মাঝে আমাদের জন্যে (ছিল)

مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ③৯

না আমরা সৃষ্টি করেছি উভয়কে আমরা না সত্যসহকারে এ ব্যতীত সৃষ্টি করেছি

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ④০

নিচর (আসবে) দিন ফয়সালার তাদের নির্ধারিতসময়ে সকলেই

৩৬. তোমরা যদি সত্যবাদী হও তা হলে আমাদের বাপ-দাদাকে উঠিয়ে নিয়ে এস।

৩৭. এরা উত্তম অথবা তুব্বার জাতি? ও তাদের পূর্বগামী লোকেরা? আমরা তো তাদেরকে এ কারণে ধ্বংস করেছি যে, তারা অপরাধী হয়ে গিয়েছিল।

৩৮. এই আসমান ও যমীন এবং তাদের মধ্যে অবস্থিত জিনিসগুলি আমরা কেবল খেলার ছলেই বানায় নি।

৩৯. এই গুলিকে আমরা সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অনেক লোকই তা জানেনা।

৪০. এই সবকে উঠাবার জন্য নির্দিষ্ট দিনই ফয়সালার দিন।

৬. 'তোব্বাআ' হেমিরার সত্ৰাটদের উপাধি ছিল। যেমন 'কিসরা' 'কাইয়ার' 'ফেরাউন' প্রভৃতি উপাধি বিভিন্ন দেশের সত্ৰাটদের বিশিষ্ট উপাধি ছিল। এরা 'সাবা' কওমের এক শাখার সংগে সম্পর্কযুক্ত ছিল, এবং কয়েক শতাব্দী ধরে আরবের শাসন পরিচালনা করেছিল।

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ
তাদের না আর কিছুমাত্র (অপর) কোন জনো কোন আত্মীয় কাজে লাগবে না যেদিন

يُنْصَرُونَ ﴿٣١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ
তিনিই তিনিনিচয় আল্লাহ দয়াকরবেন যাকে যিনি সাহায্য করা হবে
(সেটা অন্যকথা)

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٣٢﴾ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقْوِمِ ﴿٣٣﴾ طَعَامٌ
পরাক্রমশালী পরহৃদয়বান গাছ নিচয় অভয়দায়ক খাদ্য

الْآتِيمِ ﴿٣٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٣٥﴾ كَغَلِي
গোনাহগারের গেলের গানের মত ফুটে যেমন উদরসমূহের মধ্যে যথেষ্ট ফুটে

الْحَمِيمِ ﴿٣٦﴾ خَذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٣٧﴾
গরমপানি ধরা হইবে তাকে এরপর (বলা হবে) তাকে ধরি জাহান্নামের মধ্যস্থলে দিকে

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٣٨﴾
এরপর ঢেলে দেয়া হইবে তার মাথার উপর তীব্র পানির আঘাত

৪১. সেই দিন কোন নিকটাত্মীয় নিজের কোন নিকটাত্মীয়ের কোন কাজেই আসবে না, কোথা হতেও তাদেরকে কোন সাহায্যও পৌছাবে না।

৪২. তবে আল্লাহই যদি কারো প্রতি রহম করেন তাহলে অন্য কথা। তিনি মহা পরাক্রমশালী এবং অতি দয়াবান।
রুকু: ৩

৪৩-৪৪. 'যাক্কুম' গাছ ওনাহগারের খাদ্য হবে,

৪৫-৪৬. তেলের গানের মত পেটে এমনভাবে উথলে উঠবে, যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি উথলে উঠে।

৪৭. "ধর তাকে এবং হেঁচড়ায়ে টেনে তাকে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে,

৪৮. এবং উজাড় করে ঢেলে দাও তার মাথার খুলির উপর টগবগ করা ফুটন্ত পানির আঘাত।

ذُقْ إِنَّكَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝ ৪৭ إِنَّ هَذَا
এটাই নিশ্চয় সম্মানিত পরাক্রমশালী (১) তুমিই তুমি নিশ্চয় (বলা হবে) হামনাও

مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۝ ৪৮ إِنَّ الْمُتَّقِينَ
মুতাকীনা নিশ্চয় সন্দেহ করতে সেসবকে তোমরা ছিলে (সেই জিনিস) যা (পাকবে)

فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝ ৪৯ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۝
বর্ণাসমূহের ও বাগবাগীচার মধ্যে নিরাপদ স্থানের মধ্যে

يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ ۝ ৫০ مُتَقَبِّلِينَ
সামনা-সামনি মোটা রেশমের ও মিহিরেশমের ডানা পোশাক পরবে

كَذَلِكَ تَدُورُ رُجُومُهُمْ ۝ ৫১ بِحُورٍ عِينٍ ۝
তারা পেতে চাইবে অমৃতপোচনা (হরিণ-নয়না) (সুন্দরী-রূপসী) ছবদের সাথে তাদের আমরা এবং এরূপই (ঘটবে)

فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ ۝ ৫২ فَكِهِةٍ ۝
নিরাপত্তা ও প্রশান্ত মনে ফলমূল প্রত্যেক প্রকার তার মধ্যে

৪৯. গ্রহণ কর তার স্বাদ। তুমি বড় প্রতাপশালী সম্মানের ব্যক্তি।

৪৮. এ সেই জিনিস যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতেছিলে”।

৪৯-৫০. আলাহুজীক লোকেরা নিরাপদ স্থানে হবে, বাগ-বাগীচা ও বর্ণাধারার মধ্যে, পাতলা রেশমী ও মোটা রেশমী পোশাক পরিহিত, সামানা-সামনি আসীন।

৫১. এটাই হবে তাদের জাঁক-জঁমক। আর আমরা সুন্দরী রূপসী ও হরিণ-নয়না নারীদেরকে তাদের স্ত্রী বানিয়ে দিব।

৫২. সেখানে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্ততায় সর্বপ্রকারের স্বাদপূর্ণ জিনিসসমূহ পেতে চাইবে।

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ۖ
 প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতীত মৃত্যুর তারমধ্যে তারা স্বাদ গ্রহণ করবে না

وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝۶ فَضَلَّاهُمْ مِنْ رَبِّكَ ۖ
 তোমার রবের শপকহতে অনুগ্রহে জাহান্নামের শাস্তি তাদের ভিন্নতা করবেন এবং

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۷ فَأَنَّمَا يُسَّرُّهُ بِلِسَانِكَ
 তোমার ভাষায় তা (অর্থাৎ এ কিতাবকে) (হেনবী) বিরাট সাফল্য সেই এটাই
 আমরা সহজ করে দিয়েছি মূলতঃ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝۸ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ۝۹
 প্রতীক্ষমান তারা নিশ্চয় অপেক্ষাকর সূতরাং উপদেশ গ্রহণ করে তাবা যেন

৫৬-৫৭. সেখানে মৃত্যুর স্বাদ তারা কখনই আশ্বাদন করবে না। দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু তাদের হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করবেন। বস্তুতঃ এটাই বড় সাফল্য।

৫৮. হে নবী! আমরা এই কিতাবকে তোমার ভাষায় খুব সহজ বানিয়ে দিয়েছি। যেন এই লোকেরা নসীহত গ্রহণ করে।

৫৯. অতঃপর তুমিও অপেক্ষা কর, অপেক্ষা করুক তারাও।

معاني الفاظ
القرآن المجيد

المجلد السابع
عربي - بنغالي
المترجم
مطبع الرحمن خان

